[illegible]ন্দ্রোদয় নাটক

[illegible]াব্যকৌমুদী এবং কৃষ্ণকেলি

প্রণেতা

কাদিহাটী নিবাসি

৺ বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন

প্রণীত।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

[illegible]াইটোলার নম্বর ৬৭ এমামবাড়ী লেন, বেন্‌টিং ষ্ট্রীট।

শকাব্দা ১৭৯৩।

[মূল্য ১) এক টাকা মাত্র।]

বিজ্ঞাপন।

[পু]স্তক মোং হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যো[পাধ্যায়ের]
[বাটী]তে এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমাম[বক্স]
জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেসে বি[ক্রয়]
যাঁহার ইচ্ছা হয় উক্ত স্থানে অন্বেষণ

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ

মহাশয় সমীপেষু।

সানুনয় নিবেদন—

আমাদিগের পিতা ৺ বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত, সুপ্রসিদ্ধ, সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে সন ১২৪৬ সালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হয়েন, এ জন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সকল বিষয়ে সুযোগ না হওয়ায় আমরাও এই ৩১ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে ইহা মুদ্রিত করিয়া, বহু গুণ বিশিষ্ট কোন উপযুক্ত ব্যক্তির করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, এই গ্রন্থ খানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। প্রবোধচন্দ্রের প্রতি আপনার কৃপা দৃষ্টি থাকে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইবার সময় প্রুফ্ সংশোধন বিষয়ে আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা তজ্জন্য আপনার নিকট বিশিষ্টরূপে বাধিত রহিলাম।

বশম্বদ—

হাওড়া।
১ লা আষাঢ়। ১২৭৮ সাল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই নাটকে পরমাত্মার বংশাবলি যে রূপ কল্পিত হইয়াছে তাহার বিবরণ।
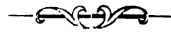
প্রবৃত্তি পক্ষ।

পরমাত্মা	পরমেশ্বর।
পরমেশ্বরের স্ত্রী	মায়া।
মায়ার সন্তান	মন।
মনের দুই পত্নী	প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি।
প্রবৃত্তির চারি পুত্র ...	মহামোহ, কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার।
উক্ত ৪ পুত্রের মধ্যে রাজা	মহামোহ।
মনের মন্ত্রী	সঙ্কল্প।
মহামোহের মন্ত্রী ...	অধর্ম্ম।
মহামোহের উপপত্নী ...	নাস্তিকতা।
কামের পত্নী	রতি।
কামের অনুচর	অট্টালিকা, কামিনী, সুগন্ধ, চন্দ্রযুক্ত-রজনী, নবীনপল্লব, নিকুঞ্জ, কোকিল, মধুকর, বসন্তকাল, বর্ষাকাল, নির্জ্জন-স্থান এবং মলয় পবন এই দ্বাদশ ব্যক্তি।
ক্রোধের স্ত্রী	হিংসা।
অহঙ্কারের পুত্র	লোভ।

এই নাটকে পরমাত্মার বংশাবলি যে রূপ কল্পিত হইয়াছে তাহার বিব...

লোভের স্ত্রী	তৃষ্ণা।
লোভের পুত্র	দম্ভ।
দম্ভের পুত্র	অসত্য।
মনের আত্মীয়	রাগ, দ্বেষ, মদ, মান, মাৎসর্য্য এই পাঁচ জন।
মহামোহের অনুচর ...	নাস্তিক, দিগম্বরসিদ্ধান্ত, বুদ্ধশিষ্য সোমসিদ্ধান্ত, কলি, মধুমতীসিদ্ধি কুসঙ্গ, মমতা, স্নেহ, অবোধ, যোগোপসর্গ এই এগার জন এবং কাম ক্রোধাদি।
মহামোহের অস্ত্র ...	পাষণ্ডাগম শাস্ত্র এবং নাস্তিক শাস্ত্র এই দুইটি।
মহামোহের দ্বারী... ...	অসৎসঙ্গ।
নাস্তিকতার সহচরী ...	ভ্রমবুদ্ধি।

নিবৃত্তি পক্ষ।

নিবৃত্তির দুই পুত্র	বিবেক এবং বৈরাগ্য।
বিবেকের দুই পত্নী ...	সুমতি এবং উপনিষদ্।
বিবেকের সহচর ...	যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি এই আট জন এবং বস্তুবিচার ও সন্তোষ।

টিকে পরমাত্মার বংশাবলি যে রূপ কল্পিত হইয়াছে তাহার বিবরণ।

...কের মন্ত্রী	... ...	ধর্ম্ম।
...কের সারথি	... ...	সৎসঙ্গ।
...বকের ইষ্টদেবতা	...	বিষ্ণুভক্তি।
...ঞুভক্তির সহচরী	...	শ্রদ্ধা, বৈদান্তিকীসরস্বতী, উপনিষদ্, এবং বিদ্যা।
...দ্ধার কন্যা	... ...	শান্তি।
...ন্তির সখী	... ...	করুণা।
...ষ্ণুভক্তির দাসী	...	দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, পরস্ত্রীভাবনা এবং মৈত্রী।
...বেকের দৈবজ্ঞ	... ...	বিনয়।
...বেকের অস্ত্র	... ...	জ্ঞান মীমাংসাদি সকল।
...বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়	...	চরমযোগ।
...বেকের কন্যা	... ...	বিদ্যা।
...বেকের পুত্র	...	প্রবোধচন্দ্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

বিবেক	মনের পুত্র, নিবৃত্তি পক্ষের রাজা এবং নাটকের নায়ক।
মহামোহ	মনের পুত্র, প্রবৃত্তি পক্ষের রাজা ও এই নাটকের প্রতিনায়ক।
বৈরাগ্য	মনের নিবৃত্তি পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র।
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার	মনের প্রবৃত্তি পক্ষের পুত্রগণ, এবং মহামোহের অনুচর।
আত্মা	বিবেকের পিতামহ।
মন	আত্মার পুত্র।
প্রবোধচন্দ্র... ...	বিবেকের পুত্র।
ধর্ম্ম	বিবেকের মন্ত্রী।
বিনয়	বিবেকের দৈবজ্ঞ।
বস্তুবিচার, সন্তোষ...	বিবেকের সহচর।
সৎসঙ্গ	বিবেকের সারথি।
সঙ্কল্প	মনের মন্ত্রী।
লোভ...	অহঙ্কারের পুত্র।
দম্ভ	লোভের পুত্র।
অসৎসঙ্গ	মহামোহের দ্বারী।

্নয়	মহামোহের দূত।	
্তিক		ইহারা মহামোহের অনুচর।
্বরসিদ্ধান্ত	(পাষণ্ড মতাবলম্বী)	
... ...	(বৌদ্ধ মতাবলম্বী)	
্দ্ধান্ত	(কাপালিক)	
্গ	বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়।	

্পরিচারক ব্রাহ্মণ
্এবং নাস্তিকের শিষ্য
্প্রভৃতি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

স্ত্রীগণ।

সুমতি, উপনিষদ্	...	বিবেকের পত্নী।
রতি	... ...	কামের পত্নী।
বিষ্ণুভক্তি	... ...	বিবেকের ইষ্টদেবতা।
শ্রদ্ধা (সাত্ত্বিকী) বৈদান্তিকী সরস্বতী	}	বিষ্ণুভক্তির সহচরী।
শান্তি	... ...	শ্রদ্ধার কন্যা।
করুণা	... ...	শান্তির সখী।
ক্ষমা, মৈত্রী	... ...	বিষ্ণুভক্তির দাসী।
হিংসা	... ...	ক্রোধের পত্নী।
তৃষ্ণা	... ...	লোভের পত্নী।
নাস্তিকতা	... ...	মহামোহের উপপত্নী।
বিভ্রমবতী... (ভ্রমবুদ্ধি)		নাস্তিকতার সহচরী।
দিগম্বরসিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা ... সোমসিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা ... ভিক্ষুর মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা	}	তামসী শ্রদ্ধা
মূর্খতা ...	... ...	মহামোহের অনুচর।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ।

প্রথমে নর্ত্তক আসি নর্ত্তকীরে কয়।
কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজার কিঞ্চিৎ পরিচয়॥
রতির সহিত কাম আসি তার পর।
রতির সহিত কথা কহিল বিস্তর॥
আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিল।
বেদান্তের মতে বিশ্ব সৃষ্টি বাখানিল॥
তৎপরে সুমতি সঙ্গে আইল বিবেক।
সুমতির সঙ্গে কথা কহিল অনেক॥
কহিল কামের প্রতি আক্ষেপ বচন।
আত্মার বিষয়ে বহু কথোপকথন॥
মায়াযোগে আত্মার যেমন ব্যবহার।
অনেক প্রকারে তাহা করিল বিস্তার॥
প্রবোধের জন্মের নিমিত্ত পরামর্শ।
বিবেক সুমতি তাহা করিল নিষ্কর্ষ॥
তৎপরে দ্বিতীয় অঙ্কে দম্ভ আগমন।
মোহের আদেশে রাজ্য করিল শাসন॥
পরে অহঙ্কার আসে দম্ভের আশ্রমে।
বিবাদ পূর্ব্বক পরিচয় ক্রমে ক্রমে॥

মহামোহ আগমন হৈল তার পর।
আস্তিকের মত নিন্দা করিল বিস্তর॥
তৎপরে নাস্তিক এলো শিষ্যের সহিত।
শিষ্য প্রতি নিজ মত করে প্রকাশিত॥
মোহ সঙ্গে নাস্তিকের হইল মিলন।
উভয়ের হৈল বহু কথোপকথন॥
নাস্তিক কহিল পরে কলির বৃত্তান্ত।
করিয়াছে কলিযুগ জগত অশান্ত॥
মহামোহ কলিকে প্রশংসে বার বার।
নাস্তিক কহিল বিষ্ণুভক্তির আচার॥
কলির তাড়নে ক্ষীণা হইয়াছে ভক্তি।
তথাপি তাহার কিছু যায় নাই শক্তি॥
শুনিয়ে ভক্তির কথা মোহ আনে সেনা।
অসৎসঙ্গের সঙ্গে করিয়ে মন্ত্রণা॥
কাম, মদ, মান, আদি করিল প্রেরণ।
কামাদি যাইয়া ভক্তি করে নিবারণ॥
শ্রীক্ষেত্র হইতে দূত এলো তার পরে।
মদাদির পত্র দিল মোহের গোচরে॥
পত্র পাঠ করি মহামোহ ক্রোধে জ্বলে।
আক্ষেপ করিয়া মদ মান প্রতি বলে॥
শান্তিরে করয়ে ভয় মূর্খ মদ মান।
ক্রোধ লোভ দুজনারে করিল আহ্বান॥
ক্রোধ লোভ আসি নিজ বল প্রকাশিল।
মহামোহ ক্রোধ লোভে প্রেরণ করিল॥

পরে মহামোহ নাস্তিকতারে ডাকিয়া।
শ্রদ্ধার হরণ জন্য দিল পাঠাইয়া॥
নাস্তিকতা গিয়ে শ্রদ্ধা করিল হরণ।
তৃতীয়ে শ্রদ্ধার জন্য শান্তির রোদন॥
করুণারে লয়ে শান্তি ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
কোথায় পাইব শ্রদ্ধা অন্বেষণ করে॥
পুণ্যক্ষেত্র গিরি নদী আর তপোবন।
কুত্রাপি না দেখে শ্রদ্ধা ক'রে অন্বেষণ॥
তার পর দিগম্বর আইল তথায়।
পাষণ্ডের মত কহে কথায় কথায়॥
তৎ পরে আইল বুদ্ধশিষ্য এক জন।
নিজ মত প্রকাশিয়ে কহিল বচন॥
বুদ্ধ শিষ্যে দিগম্বরে হইল বিচার।
পাষণ্ডের মত দোঁহে করিল প্রচার॥
তৎপরে হৈল সোমসিদ্ধান্ত উপস্থিত।
পাষণ্ডাগমের মত করিল বিস্তৃত॥
দিগম্বর আর বুদ্ধশিষ্য দুই জন।
সোমসিদ্ধান্তের সঙ্গে কথোপকথন॥
তিন জনে তুমুল বিচার তার পর।
মুক্তির বিষয়ে সোম কহিল বিস্তর॥
দুজনারে সোম সুরাপান করাইল।
কৌশলে ভুলায়ে নিজ মতেতে আনিল॥
শ্রদ্ধার হরণে সবে করিল মন্ত্রণা।
দিগম্বর খড়ি পেতে করিল গণনা॥

কুত্রাপি না দেখে শ্রদ্ধা গণনা করিয়ে।
সাধুর হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে লুকাইয়ে॥
নিষ্কাম হইয়ে ধর্ম্ম আছে তার কাছে।
সোম বলে বিবেকের ভালতো হয়েছে॥
চতুর্থ অঙ্কেতে সোম করিল তখন।
শ্রদ্ধার হরণে মহা ভৈরবী প্রেরণ॥
ভৈরবী যাইয়া শ্রদ্ধা করিল হরণ।
অতি কষ্টে শ্রদ্ধা পরে করে পলায়ন॥
মৈত্রীর সহিত দেখা হইল শ্রদ্ধার।
কহিল তাহার কাছে নিজ সমাচার॥
তৎপরে ভক্তির পরামর্শের কথন।
মৈত্রী আর শ্রদ্ধা দোঁহে করিল গমন॥
বিবেকের আগমন হৈল তার পর।
বিবেক মোহের নিন্দা করিল বিস্তর॥
কাম জয় জন্য বস্তুবিচার আইল।
সে আসি কামিনী নিন্দা বিস্তর করিল॥
ক্রোধ জয় করিতে ক্ষমার আগমন।
বিবেকের সঙ্গে বহু কথোপকথন॥
লোভেরে করিতে জয় সন্তোষ আইল।
লোভ আর লোভী প্রতি আক্ষেপ করিল॥
বিনয়ের আগমন হৈল তার পরে।
বিবেকের রণ সজ্জা করিল সত্বরে॥
সেনা লয়ে বিবেক চলিল বারাণসী।
দেখিয়ে কাশীর শোভা হইল উল্লাসী॥

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ ।

আদিদেব কেশবেরে করিয়ে প্রণতি ।
সানন্দে ললিত ছন্দে করিলেন স্তুতি ॥
পঞ্চমে ভক্তির কাছে শ্রদ্ধার গমন ।
বিষ্ণুভক্তি সন্নিধানে যুদ্ধের কথন ॥
বিবেক নিকটে সর্ব্ব শাস্ত্রের মিলন ।
মোহ সৈন্য পরাজয় বহু বিবরণ ॥
কামাদির বিরহে মনের খেদ উক্তি ।
বৈদান্তিকী–সরস্বতী আসি দিল যুক্তি ॥
অনেক প্রকারে সুস্থ হইলেন মন ।
শান্ত হয়ে শান্তি রসে করিল গমন ॥
তৎপরে বৈরাগ্য আসি হইল উদয় ।
মনের সহিত পরে করে পরিচয় ॥
শান্তির গমন উপনিষদ আনিতে ।
হইল শান্তির দেখা শ্রদ্ধার সহিতে ॥
শান্তি শ্রদ্ধা উভয়ের কথোপকথন ।
মধুমতী দিল লোভ আত্মারে তখন ॥
পরে আত্মা লোভ হৈতে হইল বিমুখ ।
পরিত্যাগ করিলেন সংসারের সুখ ॥
শান্তি সহ উপনিষদের আগমন ।
আত্মার নিকটে কহে দুঃখ বিবরণ ॥
যজ্ঞবিদ্যা-নিকটে প্রার্থনা করে বাস ।
পরে কর্ম্মকাণ্ড প্রতি করে উপহাস ॥
কর্ম্মমীমাংসার প্রতি কটাক্ষ করিল ।
নানা দর্শনের মত প্রকাশ হইল ॥

নানা দর্শনের মত করিয়ে খণ্ডন।
উপনিষদের মতে ব্রহ্ম নিরূপণ॥
পশ্চাৎ চরমযোগ হৈল উপস্থিত।
উপনিষদের গর্ভ জানিল নিশ্চিত॥
তাহাতে জন্মিল বিদ্যা বিদ্যুত আকার।
মনে প্রবেশিয়ে মোহ করিল সংহার॥
জন্মিল প্রবোধচন্দ্র কোটি চন্দ্র জিনি।
আত্মার হৃদয় মাঝে রহিল আপনি॥
বিষ্ণুভক্তি পুনর্ব্বার হইল উদয়।
হইল জীবন্মুক্ত আত্মা মহাশয়॥
মগ্ন হৈল মম চিত্ত আনন্দ সলিলে।
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল দ্বিজ বিশ্বনাথ বলে॥

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি মানব-প্রকৃতি।

নট ও নটীর প্রবেশ।

মঙ্গলাচরণ।

(উভয়ে সমস্বরে জোড় করে)

মধ্যাহ্ন তপনে, যেমন কিরণে,
দূরে জল ভ্রম হয়।
সেই ভ্রম জ্ঞানে, যাঁহারে না জানে,
বিশ্ব পঞ্চভূতময়॥
আকাশ অমল, ক্ষিতি বায়ু জল,
এ পঞ্চ প্রকাশ পায়।
যাঁর তত্ত্ব জেনে, পণ্ডিতের মনে,
সে ভ্রান্তি দূরে পলায়॥
মালায় যেমনি, ভ্রম হয় ফণী,
সে ভ্রম যায় জানিলে।
সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ, নির্ম্মল আকৃতি,
আমরা ভজি সকলে॥

নাড়ী মধ্য দিয়ে, প্রবেশ করিয়ে,
পবন সঞ্চারে গতি।
ব্রহ্মরন্ধ্র মাঝে, সহস্রারে সাজে,
নিবিড় আনন্দাকৃতি॥
নয়নের ছলে, প্রকাশ পাইলে,
শিবের কপালে স্থিতি।
নিত্য নিরঞ্জন, ব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
জয় জয় ব্রহ্ম জ্যোতিঃ॥

প্রস্তাবনা।

নট। প্রিয়ে! এক্ষণে অপর চিন্তার প্রয়োজন নাই, আমি (জন্য তোমাকে সমিভ্যারে লইয়া এখানে আসিয়াছি তদ্বিষয়ের যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহারই বিবেচনা কর।

নটী। প্রিয়তম! আপনি কি জন্য আমাকে এখানে সমিভ্যা আনিয়াছেন আমিত তাহার কিছু জানি না। অতএ আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমাকে যা আদেশ করিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

নট। প্রিয়ে! মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার প্রধান সেনাপতি গোপা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে "আমার পরমাত্মী মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার দিগ্বিজয় ব্যাপার দ্বারা এব বিবিধ বিষয় রসভোগে আসক্ত থাকিয়া আমাদিগে তত্ত্বজ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়াছে। এই ক্ষণে আম শান্তিরসালাপে আত্মাকে সুস্থ করিতে ইচ্ছা করি তেছি। অতএব মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ মি পণ্ডিত, প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে যে অপূর্ব্ব নাটক রচ

করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি এই রাজসভায় সেই নাটকের অভিনয় কর, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা"। অতএব প্রিয়ে এস আমরা অভি নয়োচিত বেশ ধারণ করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করি।

নটী। জীবিতনাথ! আপনি কোন্ কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজার কথা বলিতেছেন?

নট। প্রিয়ে তাকি জান না? তবে শোন—

ধর্ম্মশীল মহাতেজা, যাঁর অনুগত প্রজা,
গোপাল যাঁহার সেনাপতি।
প্রতিকূল রাজা যত, সকলে হয়েছে হত,
সেই কীর্ত্তিবর্ম্মা নরপতি॥
গিয়াছিল রাজ্য যাঁর, ধর্ম্ম পথ করি সার,
পুনর্ব্বার হইল ভূপাল।
কত কব বিবরণ, করেছে অনেক রণ,
সহকারী কেবল গোপাল॥
সেই রণস্থলে আসি, বিকৃতাকার রাক্ষসী,
নরমুণ্ড লইয়া খেলায়।
শব্দ হয় ঠন ঠান, সেই শব্দ তাল মান,
নৃত্য করে পিশাচিনী তায়॥
মরিয়াছে যত হস্তী, তাহার মাথার অস্থি,
পড়ে আছে সেই রণস্থলে।
তাহার গহ্বর মাঝে, প্রচণ্ড পবন বাজে,
ক্ষিতিযশঃ গায় সেই ছলে॥

———

ইনি সেই কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা।

নটী। (সবিস্ময়ে) কিং আশ্চর্য্য! ভাল প্রিয়তম! জিজ্ঞাসা করি, যেমন কেশব, ক্ষীরোদমন্থন করিয়া কমলাকে পাইয়াছেন, তদ্রূপ যে কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা, আর যে গোপাল, শাণিতাস্ত্র দ্বারা কর্ণ-সৈন্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া সমরবিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন, সেই কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা, আর সেই গোপাল, সম্প্রতি কি হেতু শান্তিরস-পথাবলম্বী হইয়াছেন?

নট। প্রিয়ে! স্বভাব যদি কোন কারণে বিকার প্রাপ্ত হয়, সেই কারণের অবসান হইলে স্ব ভাব পুনর্ব্বার স্ব ভাবে স্থিতি করে। দেখ—

উথলে সমুদ্র মহা প্রলয়ের কালে।
পর্ব্বত পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখে জলে॥
সেই মহা প্রলয়ের হলে অবসান।
সে সমুদ্র যথা স্থানে করে অবস্থান॥

তেমনি শত্রু বিনাশার্থে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া, শত্রু বিনাশের পর সেই নিষ্ঠুরতা সমতা পাইয়াছে। আরও দেখ—

যে পরশুরাম হস্তে ধরিয়া কুঠার।
পৃথিবী নিঃক্ষত্রী করে তিন সপ্ত বার॥
বাল বৃদ্ধ যুবাগণে বধিল আপনি।
মাংস মজ্জা পঙ্ক হৈল, রুধিরে তটিনী॥
পৃথিবীর ভার নাশ করিয়া সে জন।
শান্ত হয়ে তপস্যায় গেল তপোধন॥

তেমনি গোপাল কর্ণ সৈন্য বিনাশিয়ে।
শান্ত হইলেন কীর্ত্তিবর্ম্মে রাজ্য দিয়ে॥
যেমন বিবেক করে মোহ পরাজয়।
তেমনি গোপাল কৈল কর্ণ সৈন্য জয়।

(নেপথ্যে) কে রে! দুরাত্মা নরাধম! আমরা জীবিত থাকিতে আমাদিগের রাজা মহামোহের বিবেক কর্ত্তৃক পরাজয় প্রকাশ করিতেছিস্?

নট। (সাত্রসে নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে দেখ দেখ।

নটী। প্রিয়তম! আপনি কি উহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন? একি? উহারা যে রাগভরে এই দিকেই আসিতেছে।

নট। প্রিয়ে! তুমি কি উহাদিগকে জাননা? তবে শোন—

রতি যার সঙ্গে করে সদা রতি রঙ্গ।
হর কোপানলে হয়ে ছিলেন অনঙ্গ॥
মধুপানে বিঘূর্ণিত যাহার নয়ন।
পুষ্প শরে মুগ্ধ করে যেই ত্রিভুবন॥
পরম সুন্দর রমণীর মনোহর।
সেই ঐ সস্ত্রীক আসিছে পঞ্চশর॥

রতি কন্দর্পের প্রবেশ।

কন্দ। অরে পাপাত্মা নর্ত্তকাধম! আমরা জীবিত থাকিতে, আমাদিগের রাজা মহামোহের, বিবেক হইতে পরাজয় প্রকাশ করিতেছিস্?

নট। প্রিয়ে! শুন্‌লে ত, আমার বাক্যে কামদেব ক্রোধ যুক্ত হইয়াছেন, অতএব এস আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি।

[নট নটীর প্রস্থান।

কন্দ। আঃ পাপ নর্ত্তকাধম! অরে শোন্।

পণ্ডিতেরো সে পর্য্যন্ত প্রবোধ হউক।
যাবৎ না দেখিবেক কামিনীর মুখ॥
কামিনী কটাক্ষ বাণ মারিবে যখন।
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক করিবে পলায়ন॥
মনোহর অট্টালিকা নবীনা কামিনী।
পুষ্প গন্ধযুক্ত বায়ু সচন্দ্র যামিনী॥
নবীন পল্লব লতা ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমের হার কুহুরব কোকিলার॥
অব্যর্থ এসব অস্ত্র যদি সুখে থাকে।
বিবেক বিবেকী হয়ে পড়িবে বিপাকে॥

রতি। প্রিয়তম! বিবেক কি মহারাজ মহামোহের শত্রু?

কন্দ। প্রিয়ে! বিবেক মহামোহের শত্রু বটে, * তাহাতে স্ত্রী-স্বভাব প্রযুক্ত তুমি কি ভয় পাইয়াছ? দেখ—

যদ্যপি আমার ধনুর্ব্বাণ পুষ্পময়।
শেল শূল শক্তি বর্ষি ভিন্দিপাল নয়॥

---

*অর্থাৎ সদ্বিবেচনা হইলে অজ্ঞানতা থাকে না।

তথাপি কিন্নর নর বানর চমর।
বিদ্যাধর অপ্সর অমর বিষধর ॥
পশু পক্ষী প্রভৃতি যতেক সচেতন।
লঙ্ঘিতে আমার আজ্ঞা পারে কোন জন? ॥

তাহাও দেখ—

অহল্যার উপপতি হৈল সুরপতি।
আপন তনয়া প্রতি ধায় প্রজাপতি ॥
গুরুদার গমন করিল নিশাপতি।
কোন কর্ম্ম না করিতে পারে রতিপতি? ॥
অতএব রতি তুমি দূর কর ভ্রম।
ত্রিলোক বিজয়ে মম নাহি পরিশ্রম ॥

রতি। প্রিয়তম! আপনি যাহা কহিলেন সে সকলি সত্য বটে, তথাপি বলবৎ সহায় সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করিতে হয়। আমি শুনিয়াছি যে, রাজা বিবেকের যম, নিয়ম প্রভৃতি অতি বলবান্ অমাত্য আছে।

কন্দ। হাঁ আমি জানি, রাজা বিবেকের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, এবং সমাধি এই আট জন অমাত্য আছে। কিন্তু আমাদিগের সম্পর্ক মাত্রে সে সকলেই অতি শীঘ্র পলায়ন করিবে।
দেখ—

অহিংসা কেমনে থাকে কোপের অগ্রেতে।
ব্রহ্মচর্য্য কোথা থাকে আমার সাক্ষাতে ॥
অচৌর্য্য অপ্রতিগ্রহ সত্য কোথা থাকে।
লোভ আসি সত্বরে আশ্রয় করে যাকে ॥

আর যদিচ উক্ত যম নিয়মাদি আট জন যোগসাধনের প্রধান সহায়, তথাপি চিত্তবিকার উপস্থিত হইবামাত্র উহারা পলায়ন করিবে। এবং আমার সম্পর্কমাত্র চিত্তবিকারও অবিলম্বে উপস্থিত হইবে। † আরও ঐ আট জনের বিনাশকারিণী প্রধান দেবতা কামিনী। দেখ—

দূরে থাক্ কামিনীর কটাক্ষ পতন।
দরশন মধুর বচন সম্ভাষণ ॥
পয়োধর মর্দ্দন চুম্বন আলিঙ্গন।
মনের বিকার হয় করিলে স্মরণ ॥

বিশেষতঃ এই অষ্ট জন, আমাদিগের স্বপক্ষ মদ মাৎসর্য্যাদির বশীভুত হইয়া আমাদিগের রাজা মহা-মোহের মন্ত্রী অধর্ম্মকে শীঘ্র আশ্রয় করিবে। অতএব আমি আর কামিনী থাকিতে, তুমি বিবেক আর তাহার অমাত্যদিগকে কোন প্রকারে ভয় করো না।

রতি। জীবননাথ! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদিগের আর তোমার বিপক্ষ শম দমাদির এক উৎপত্তি স্থান, অর্থাৎ এক বংশ।

কন্দ। প্রিয়ে! কি বল্লে? এক উৎপত্তি স্থান? হাঁ! জনক অভিন্ন বটে, কিন্তু জননী ভিন্না।

তাহা বলি শোন—

পরমাত্মা পরম পুরুষ পরাৎপর।
যাঁহাকে বেদান্তে কহে পরম ঈশ্বর ॥

---

† অর্থাৎ কামোদ্রেক হইলে ধ্যান ধারণাদি হইতে পারে না।

মায়ার প্রসঙ্গে এক জন্মেছে নন্দন।
ইন্দ্রিয় প্রধান যিনি যাঁর নাম মন॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই মনের রমণী।
প্রবৃত্তি-প্রধান-পুত্র মহামোহ যিনি॥
নিবৃত্তি-নন্দন পরে জন্মিল বিবেক।
এই দুই বংশ বৃদ্ধি হইল অনেক॥

রতি। প্রিয়তম! যদি নিবৃত্তির সন্তানেরা তোমাদিগের ভ্রাতা, তবে কেন তোমাদিগের সহিত তাহাদিগের এত বৈর?

কন্দ। প্রিয়ে! তাকি জাননা?

বিমাতৃনন্দন কিম্বা ভ্রাতা সহোদর।
এক দ্রব্যে অভিলাষ করে পরস্পর॥
তন্নিমিত্ত বিসম্বাদ হয় উপস্থিত।
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ জগতে বিদিত॥

আরও বলিশোন। আমাদিগের পিতার স্বোপার্জ্জিত এই জগৎ। আমরা পিতার প্রিয় সন্তান, একারণ আমাদিগের অধিকার প্রায় সর্ব্বত্র হইয়াছে। সুতরাং বিবেক প্রভৃতি অপ্রিয় সন্তানেরা অতি দীন ভাবাপন্ন হইয়া, পিতার আর আমাদিগের, বিনাশের চেষ্টা করিতেছে।

রতি। (হস্তদ্বয়ে কর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া) ছি! ছি! এমন পাপ কথা শুনিতে নাই।
প্রিয়তম! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, কি নিমিত্ত সেই পাপিষ্ঠ বিবেকাদি এমন পাপ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছে? যাহা হউক বড় ভীতা হইলাম। ভাল

তোমাদিগের পরাজয়ের নিমিত্ত তাহারা কি কোন উপায় চেষ্টা করিয়াছে?

কন্দ। তাহার কিছু নিগূঢ় কারণ আছে।

রতি। তাহা কি প্রকাশ করিতে কোন বাধা আছে?

কন্দ। প্রিয়ে! তুমি স্ত্রী-স্বভাব প্রযুক্ত ভীতা হইয়াছ, তন্নিমিত্ত গোপন করিতেছি; কিন্তু সে বড় ভয়ানক নহে।

রতি। তাহা কি বলিবে না?

কন্দ। প্রিয়ে! ভয় নাই, সেই হতভাগাদিগের আশাসূচক একটা কথা আছে যে, আমাদিগের কুলে কালরাত্রি-তুল্যা বিদ্যা নামে একটা কন্যা রাক্ষসী জন্মিবে।

রতি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! তোমাদিগের কুলে রাক্ষসী জন্মিবে শুনিয়া যে আমার হৃৎকম্প হইতেছে।

কন্দ। তুমি কেন বৃথা আশঙ্কা করিতেছ, সেটা কেবল কথা মাত্র।

রতি। ভাল সে রাক্ষসী জন্মিয়া কি করিবে?

কন্দ। এই রূপ একটা আকাশবাণী আছে।

নারী সঙ্গ বিবর্জ্জিত পরমাত্মা যিনি।
মায়া নামে আছে এক তাঁহার রমণী॥
সঙ্গম রহিত হইয়াও সেই মায়া।
অঙ্গেতে লাগিয়া মাত্র ঈশ্বরের ছায়া॥
তাহাতেই মনের হয়েছে সমুদ্ভব।
মন হৈতে জগতের হয়েছে সম্ভব॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই মনের রমণী।
বিবেক নিবৃত্তি পুত্র শুনেছ আপনি॥

বিবেকেরে সঙ্গে লয়ে মন মহামতি।
উপনিষদের সঙ্গে করাইবে রতি॥
তাহাতে জন্মিবে কন্যা বিদ্যা নাম তার।
কাম ক্রোধ লোভ আদি করিবে সংহার॥
ব্রহ্মচর্য্য দয়া ক্ষমা ধৈর্য্য বিবেচনা।
মন মায়া ধর্ম্মাধর্ম্ম কেহ থাকিবেনা॥

রতি। (সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) রক্ষাকর, রক্ষাকর। (হস্তদ্বয়ে কন্দর্পকে ধারণ)।

কন্দ। (রতির হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়ে! ভয় নাই, ভয় নাই, আমরা জীবিত থাকিতে বিদ্যা কোন প্রকারে জন্মিতে পারিবে না।

রতি। প্রিয় নাথ! সেই বিদ্যা রাক্ষসী জন্মিয়া কি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুয়েরি বিনাশ করিবে?

কন্দ। হাঁ! পরমেশ্বর প্রতি মতিবিধায়িনী বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) জন্মিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুয়েরি বিনাশ (মুক্তি) হয়।

রতি। সেই বিদ্যা রাক্ষসীর উৎপত্তিতে কি বিবেকাদি সম্মত আছেন?

কন্দ। হাঁ! সেই বিদ্যাকে এবং তাহার ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্রকে বিবেক দ্বারা উপনিষদ্দেবীতে উৎপন্ন করাইবার জন্য শমদমাদি সকলেরি বিলক্ষণ উদ্যোগ আছে।

রতি। কি আশ্চর্য্য! আপনাদিগের বিনাশকারিণী বিদ্যার উৎপত্তির জন্য সেই বিবেকাদি কেন এত চেষ্টা করিতেছে?

কন্দ। (হাস্য পূর্ব্বক) প্রিয়ে! তুমি তাকি জাননা? যাহারা

কুলক্ষয়ে প্রবর্ত্ত হয়, তাহারা ত আপনাদিগের বিনাশের ভয় করে না। দেখ—

স্বভাবে মলিন আর বক্র যেই হয়।
আত্মবংশ ধ্বংস সেই করয়ে নিশ্চয়॥
অগ্নি হৈতে ধূম উঠে গগণ মণ্ডলে।
সেই ধূম মেঘ হয়ে অগ্নি নাশে জলে॥
অগ্নি নাশ করি করে আপন মরণ।
পাপিষ্ঠ বিবেক আদি জানিবে তেমন॥

সুমতির সহিত বিবেকের আগমন।

বিবে। (কন্দর্পের প্রতি) অরে পাপাত্মা দুরাচার! তুই আমাদিগকে পাপিষ্ঠ কহিতেছিস্? অরে! উচিত কথা শোন্।

গুরু যদি হন বহু দোষের ভাজন।
তাঁহাকে তখনি ত্যাগ করিবে সুজন॥
ইহাতে আছয়ে শাস্ত্র পুরাণ প্রমাণ।
দোষ যুক্ত গুরু ত্যাগ করাই বিধান॥

অরে! আমাদিগের পিতা মন, অহঙ্কারপাশ দ্বারা জগৎপতি পরমাত্মাকে বন্ধন করিয়াছেন, এবং মহামোহ প্রভৃতি সেই মনকে সুদৃঢ় বন্ধন করিয়াছে, অতএব এমন দোষ যুক্ত মনকে ত্যাগ করাই উচিত।

কন্দ। (রতি প্রতি) প্রিয়ে! ইনি আমাদিগের কুলশ্রেষ্ঠ জগৎবঞ্চক, সুমতিরমণীর সহিত আগমন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম বিবেক।

মহামোহ রাজার প্রতাপে হয়ে ভঙ্গ।
মানহীন মানী তুল্য হয়েছে কৃশাঙ্গ॥
কৃশাঙ্গী সুমতি সঙ্গে এসেছে ইহার।
এ স্থানেতে আমাদের থাকা নহে আর॥

অতএব চল আর আমাদিগের এস্থানে থাকা উচিত নহে।

[রতি কন্দর্পের প্রস্থান।

বিবে। প্রিয়ে! ঐ দুর্ম্মুখ বটু ব্রাহ্মণের মত্ততার কথা শুন্‌লে ত, ও আবার আমাদিগকে পাপিষ্ঠ কহে।

সুম। মহারাজ! আপনার দোষ কি কেহ আপনি দেখিতে পায়?

বিবে। প্রিয়ে! সে কথা সত্য বটে। দেখ—

কাম অহঙ্কার আদি দুষ্ট কয় জন।
মোহাদি বিষম পাশ করিয়ে গ্রহণ॥
চিদানন্দময় জগৎ পতি নিরঞ্জনে।
বলে ছলে সুকৌশলে রেখেছে বন্ধনে॥

এমন দুর্ব্বৃত্তেরা পুণ্যকারী হইল, আর আমরা সেই পরমেশ্বরের পাশ মোচনে যত্নবান্ হইয়াছি বলিয়া পাপকারী হইলাম, কি আশ্চর্য্য! এই কথায় কি উহারা জয়ী হইবে?

সুম। মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, পরমাত্মা সহজানন্দ সুন্দর-স্বভাব, এবং নিত্য জ্যোতিঃ দ্বারা ত্রিভুবন উজ্জ্বল

করিতেছেন, তবে ঐ দুষ্ট অহঙ্কারাদি তাঁহাকে কি প্রকারে বন্ধন করিয়া মহামোহ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে?

বিবে। সে সত্য বটে। তবে শোন—

যদি হয় শান্ত দান্ত নিতান্ত সুজন।
ক্ষমা দয়া ধৈর্য্য নীতি শাস্ত্রের ভাজন॥
তথাপি কামিনী সঙ্গ এমনি বিষম।
দূরে যায় ধৈর্য্য শান্তি নীতি পরাক্রম॥
মায়া সঙ্গে রঙ্গে পরমাত্মা মহাশয়।
বিস্মৃত হইয়া আচ্ছাদিত মহোদয়॥

সুম। ভাল মহারাজ! যৎকিঞ্চিৎ অন্ধকার কি সুর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিতে পারে?

বিবে। কখনই নহে।

সুম। তবে সেই তেজঃপুঞ্জ পরমাত্মাকে, মায়া কি প্রকারে আচ্ছাদিত করিয়াছে?

বিবে। প্রিয়ে! তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বিচারের অগম্য, কিন্তু তাহাতে একটু সুক্ষ্ম বিবেচনা আছে, যেমন পরমাসুন্দরী বেশ্যা, নানা প্রকার বেশ ভুষণ ধারণ করিয়া লাবণ্যময়ী নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা পর-পুরুষের মন আকর্ষণ করিয়া প্রতারণা করে, সেই রূপ অঘটন-ঘটনকারিণী মায়া, অসৎ পদার্থ সকলের দর্শন দ্বারা ঐ পরমাত্মাকে প্রতারণা করিতেছে। দেখ—

স্ফটিক মণির ন্যায় আত্মা উজ্জ্বলিত।
মায়া তাঁরে করিতে না পারে আচ্ছাদিত॥

স্বভাবতঃ পরমাত্মা অধিকারী হয়।
মায়া নারী সঙ্গে হয় বিকার উদয়॥
যদ্যপি তাঁহার তেজ না হয় অন্যথা।
তথাপি নারীর সঙ্গ করে চঞ্চলতা॥

সুম। মহারাজ! এরূপ সদানন্দ পরমাত্মাকে, মায়া এপ্রকার প্রতারণা কেন করিতেছে?

বিবে। প্রিয়ে! সে কেবল স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত। দেখ—

সংমোহন মদন ক্ষোভন বিড়ম্বন।
বিষাদন রমণ ভৎর্সন উচাটন॥
নরের হৃদয়ে প্রবেশিয়া নারীগণ।
কোন্ কর্ম্ম করিতে না পারে অনুক্ষণ॥

অতএব প্রিয়ে, মায়া যে পরমাত্মার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ এ বিষয়ের আরও কিছু নিগূঢ় কারণ আছে।

সুম। সে কি রূপ?

বিবে। প্রিয়ে! তাহাও জানিতে ইচ্ছা কর? তবে একটু স্থির ভাবে শ্রবণ কর, মায়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে ত প্রাচীনা হইয়াছেন, এবং তাঁহার পুরুষ পরমাত্মাও স্বভাবতই বিষয়রসে বিমুখ, একারণ তাঁহার সন্তান মনকে সেই পরমাত্মার পদে সংস্থাপন করিবেন। মনও আপন মাতা মায়ার ঐ রূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া স্বয়ং পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী বলিয়া, যেন পরমাত্মার সহিত একাকার হইলেন, এবং নবদ্বার বিশিষ্ট শরীররূপ গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে—

এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন করে সেই মন।
সেই সেই গৃহ মধ্যে করিয়া স্থাপন ॥
আপনিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে নিরন্তর।
সেই গৃহ মধ্যে কর্ম্ম করেন বিস্তর ॥
তার প্রতিবিম্ব লাগে আত্মার অঙ্গেতে।
লোকে যেন প্রতিমূর্ত্তি দেখে দর্পণেতে ॥
আত্মাই করেন কর্ম্ম এই জ্ঞান হয়।
আত্মার কর্ত্তৃত্ব কিন্তু বাস্তবিক নয় ॥
স্ফটিকে লোহিত জ্ঞান জবার আভায়।
আত্মা যে করেন কর্ম্ম জ্ঞান তার ন্যায় ॥

সুম। হাঁ মহারাজ! এক্ষণে বুঝিলাম, যেমন মাতা তার উপযুক্ত পুত্র বটে। তার পর আত্মা কি করিলেন?

বিবে। তার পর আত্মা আপন পৌত্রকে অর্থাৎ মনের পুত্র প্রবৃত্তির গর্ভজাত অহঙ্কারকে ক্রোড়ে লইয়া, অবিদ্যাময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

সুম। পরমাত্মা অবিদ্যাময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন, এ কথার ত কিছুই ভাব বুঝিতে পারিলাম না। পরমাত্মার আবার স্বপ্ন কি? আর তিনিই বা কি স্বপ্ন দেখিবেন?।

বিবে। পরমাত্মা এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন, যথা—

এই আমি মম পিতা আমার জননী।
ভূমি ভার্য্যা ভূষা ভ্রাতা ভবন ভগিনী ॥
পুত্র মিত্র ধন-ধান্য ধেনু পরিবার।
বিপনি বাহন বন সকলি আমার ॥

তিনি এই রূপ যে সকল স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহাও তাঁহার সেই পৌত্র অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব মাত্র।

সুম। ভাল মহারাজ! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, পরমাত্মা যদি নিদ্রাগত রহিলেন, তবে কি প্রকারে প্রবোধের জন্ম হইবে?

বিবে। (লজ্জানম্রমুখে অবস্থিতি।)

সুম। মহারাজ! ক্যান আপনি অধোবদন হইয়া কথা কহিতেছেন না?

বিবে। প্রিয়ে! সপত্নীর কথা শুনিলে স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতই ঈর্ষা জন্মে, এজন্য আমি তোমার নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে শঙ্কিত হইতেছি।

সুম। ও মহারাজ! আপনি কি আমাকে সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় গণ্য করিলেন? স্ত্রীলোকেরা সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার সে ঈর্ষা নাই, যে হেতু আমার নাম সুমতি।

বিবে। (সহর্ষে) প্রিয়ে! তবে কি রূপে প্রবোধচন্দ্রের জন্ম হইবে তাহা বলিতেছি শোন—

উপনিষদ্দেবী মম আছে যে রমণী।
বহু দিন বিচ্ছেদে সে হয়েছে মানিনী॥
তার সঙ্গে সহবাস আছে সম্ভাবনা।
শ্রদ্ধা শান্তি দুই দূতী করিবে ঘটনা॥
তুমি যদি কিঞ্চিৎ সুস্থির হও মতি।
তবেত জন্মিতে পারে প্রবোধ সন্ততি॥

সুম। হে জীবননাথ! যদি প্রবোধ সন্তান জন্মে, তবেত

আমাদিগের প্রভু পরমাত্মার বন্ধন মোচন হইবে, অতএব তুমি চিরকাল উপনিষদ্দেবীতে রত হইয়া থাক, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্টা আছি।

বিবে। প্রিয়ে সুমতি! তুমি যদি এমন প্রসন্না হইয়াছ, তবেত আমাদিগের বাঞ্ছা প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। দেখ—

অদ্বিতীয় পরমাত্মা নিত্য নির্ব্বিকার।
ত্রিভুবন ব্যাপ্ত, তিনি প্রভু সবাকার॥
তাঁহার করয়ে ভেদ প্রবৃত্তি নন্দন।
শরীর মন্দির ভেদে করয়ে স্থাপন॥
প্রবোধ জন্মিলে শান্তি পাবে দুষ্ট যত।
প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত হবে বিধি মত॥
আত্মার অভিন্ন রূপ দেখিবেক লোক।
শম দম প্রভৃতি হইবে প্রয়োজক॥

এবং সেই প্রবোধের উৎপত্তির প্রধান কারণ ইন্দ্রিয়-বশীকরণ। অতএব প্রিয়ে! আইস আমরা এইক্ষণে সেই ইন্দ্রিয়বশীকরণের নিমিত্ত শম দমাদিকে বারাণসী প্রভৃতি তীর্থে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি সংসারাবতার নামক প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(রঙ্গভূমি বারাণসী।)

দম্ভের প্রবেশ।

দম্ভ। (উদ্দেশে) মহারাজ মহামোহ আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, "আমাদিগের কুল ক্ষয় কারক প্রবোধচন্দ্রের উৎপত্তির নিমিত্ত, বিবেক, শম দমাদিকে বারাণসী প্রভৃতি তীর্থে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি কামাদিকে সমিভ্যারে লইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীতে গমন করিয়া ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু এই চারি আশ্রমীর কৈবল্য-বিঘ্নের নিমিত্ত যত্ন কর"। এইক্ষণে আমি এই বারাণসীতে আগমন করিয়া মহারাজের আজ্ঞানুসারে বিশিষ্ট রূপে শাসন করিয়াছি। আমার শাসিত ব্যক্তি সকলে এইরূপ ব্যবহার করিতেছে। যথা—

বেশ্যালয়ে মদগন্ধে আমোদিত হয়ে।
কাদম্বরী পানে মত্ত বারাঙ্গনা লয়ে॥
রতিরঙ্গ মহোৎসবে রজনী পোহায়।
দিবসে তপস্বীবেশ লোকেরে দেখায়॥
কেহ হয় অগ্নিহোত্রী কেহ ব্রহ্মচারী।
কেহ বানপ্রস্থ হয় কেহ দণ্ডধারী॥

এইরূপে লোক সবে করে ধূর্ত্তপনা।
জগৎ বঞ্চনা ক'রে করে প্রতারণা॥

(পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি করিয়া) এ ব্যক্তি কে? ভাগীরথী তীর হইতে এই দিকেই আসিতেছে। ইহাকে ত আমি চিনিতে পারিতেছি না, ইহার আকার এইরূপ বোধ হইতেছে।

অভিমানে কলেবর অনল সমান।
গ্রাস করে ত্রিভুবন করি অনুমান॥
বাক্‌বাণে বিদ্ধ করে নাহি করে ভয়।
রাজার আত্মীয় হবে এই মহাশয়॥

অনুমান করি এ ব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ় দেশ হইতে আসিতেছে। ভালই হইল, ইহার নিকট পিতামহ অহঙ্কারের বৃত্তান্ত জানিতে পারিব।

অহঙ্কারের প্রবেশ।

অহ। (উদ্দেশে) অরে! জগতের লোক সকলেই মূর্খ। যেহেতু—

প্রাভাকর গুরু মত কেহ শোনে নাই।
তৌতালিক ভট্ট মত কেহ জানে নাই॥
না পড়িল ন্যায় শাস্ত্র কাল গেল বৃথা।
সুতরাং নাস্তিক মতের কিবা কথা॥
না পড়িল পাতঞ্জল মীমাংসা না জানে।
পশু তুল্য নর সবে রয়েছে কেমনে?॥

(এক দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে লোক সকল অধ্যয়ন করিতেছে, সে কেবল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত, কিন্তু কোন জ্ঞান নাই।

(অপর দিকে গমন করিয়া) এই যে ব্রহ্মচারী সকল, ইহারা কেবল ভিক্ষার নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া কপট ব্রত ধারণ করিয়াছে, আর আপনাকে জ্ঞানী জ্ঞান করিয়া বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিতেছে।

(হাস্য পূর্ব্বক)

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেতে সিদ্ধ যে সকল।
বেদান্ত বিরুদ্ধ বাদী করয়ে বিকল॥
এমত বেদান্ত যদি শাস্ত্র বলে মানি।
তবে বৌদ্ধ মত কি করেছে কার হানি?॥

(অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া)

গঙ্গাতীর তরঙ্গ সঙ্গত শিলা যত।
তাহাতে বসিয়া দণ্ডী জপে অবিরত॥
কাহার কি হরণ করিবে রজনীতে।
তাহাই গণনা করে মালা লয়ে হাতে॥

(কিঞ্চিৎ গমন করিয়া স্বগত) ঐ যে আশ্রম দেখিতেছি, উহাতে উচ্চ দণ্ডের উপরি শুক্ল পতাকা সকল উড়িতেছে, মৃগচর্ম্ম সকল চতুর্দ্দিকে ব্যবধান রহিয়াছে, এবং হোমকুণ্ড, উদূখল, মুষল প্রভৃতি দেখিতেছি, ঐ বুঝি কোন গৃহস্থের আশ্রম হইবে। ভালই হইল, এই স্থানটী অতি পবিত্র দেখিতেছি, আমি এই স্থানেই দুই তিন দিন বাস করিতে পারি।

(আশ্রমের দিকে গমন করিয়া)

মৃত্তিকা তিলক দেখি উহার কপালে।
বাহু মূলে উদরেতে আর বক্ষস্থলে॥
কণ্ঠ ওষ্ঠ পৃষ্ঠ আদি সর্ব্বাঙ্গে তিলক।
চিনিতে না পারি আমি এ কেমন লোক॥
মস্তকেতে কুশাঙ্কুর বিরাজে উহার।
অবিকল দেখি যেন দম্ভের আকার॥

যাহাই হউক, উহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি। (দম্ভের নিকটে গমন করিয়া) তোমার মঙ্গল?।

দম্ভ। হুঁঃ।

দম্ভের পরিচারক এক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

পরি। (সরোষে) তুমি কে হে! পাদপ্রক্ষালন না করিয়া এই আশ্রমে আসিয়াছ! তুমি এখনি এস্থান হইতে গমন কর।

অহ। (সক্রোধে) আঃ এবুঝি কোন্ যবন দেশে আসিয়াছি, এদেশে তীর্থবাসীকে পাদপ্রক্ষালনের জল দান করেনা।

দম্ভ। (হস্ত ভঙ্গিদ্বারা অহঙ্কারকে সম্ভাষণ)

পরি। ও মহাশয়! এই আশ্রমস্বামী আপনাকে কহিতেছেন যে, "আপনার কুল শীল আমি কিছুই জ্ঞাত নহি"।

অহ। (সক্রোধে) আঃ পাপিষ্ঠ, তুই আবার আমারও কুল শীল এক্ষণে পরীক্ষা করবি! তবে শোন্।

দেশের উত্তম দেশ গৌড় নামে দেশ।
তার মধ্যে রাঢ় দেশ তাহাতে বিশেষ॥
তথায় উত্তম গ্রাম ভুরিশ্রেষ্ঠি নাম।
অতি মান্য মম পিতা সেই স্থানে ধাম॥

পিতার পুত্রের মধ্যে আমি হই মান্য।
স্বদেশে বিদেশে গণ্য ধন্য কৃতপুণ্য॥
কুল শীল জ্ঞান বুদ্ধি আমার যেমন।
জগতের মধ্যে কার আছয়ে এমন॥

দম্ভ। (পরিচারকের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ)

পরি। (তাম্রপাত্রে জল আনিয়া অহঙ্কারের নিকট অর্পণ করিয়া) মহাশয়! আপনি পাদ প্রক্ষালন করুন।

অহ। (স্বগত) ব্রাহ্মণে জল আনিয়াছে, তা হলইবা, আর তাম্রপাত্রেইবা দোষ কি। (পাদ প্রক্ষালন করিয়া দম্ভের নিকট গমন করিতে উদ্যত)

দম্ভ। (চক্ষুঃ ঘুরাইয়া দন্তের কট্ কট্ শব্দ করত পরিচারকের দিকে অবলোকন)

পরি। (অহঙ্কারের প্রতি) ও মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়ান্, কি জানি যদি বায়ু বশে আপনার গাত্রের ঘর্ম্মবিন্দু ঐ আশ্রমস্বামীর গাত্রে আসিয়া লাগে।

অহ। ওহে একি আশ্চর্য্য! তোমার স্বামীর যে অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য।

পরি। মহাশয়! আমার প্রভুর ব্রাহ্মণ্য এইরূপি বটে।

কার সাধ্য প্রভুর চরণ স্পর্শ করে।
ভূপতি সকল আসি দূরে থাকে ডরে॥
পাছে চূড়ামণি প্রভা আসি পায় লাগে।
এই ভয়ে রাজাগণ না দাঁড়ায় আগে॥

অহ। (স্বগত) এ বুঝি দম্ভের অধিকার, যা হউক এই আসনে বসি, (নিকটস্থ আসনে বসিতে উদ্যত)।

পরি। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) হাঁ! হাঁ! আপনি করেন কি, আপনি এ আসনে বসিবার উপযুক্ত নহেন।

অহং। (সক্রোধে) আঃ পাপিষ্ঠ, ওরে মূর্খ শোন্।

উত্তম বংশের কন্যা, আমার রমণী ধন্যা,
কৃত পুণ্যা গণ্যা অতি মান্যা।
অধম বংশের সুতা, আছেন আমার মাতা,
পুত্রবধূ অপেক্ষা সামান্যা॥
সেই হেতু আমি মান্য, জগতে হয়েছি ধন্য,
পিতার অপেক্ষা শত গুণে।
আমি শুচি শান্ত দান্ত, গুণবান্ লক্ষ্মীমন্ত,
মম তুল্য কে আছে ভুবনে॥
সালার পিসের মাতা, তাহার মাতুল-সুতা,
দোষ যুতা শুনি লোকে কয়।
সেই দোষে নিজ ভার্য্যা, জনমের মত ত্যাজ্যা,
করিয়াছি হইয়া নির্দ্দয়॥

আমি এমন শুদ্ধাচার, তথাপি এ আসনে বসিবার উপযুক্ত নহি?

দম্ভ। ভাল ভাল, ওহে আগন্তুক! তুমিত নিজ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শোন।

এক দিন আমি, যাই দেব ভূমি,
ব্রহ্মলোকে উপস্থিত।
দেব ঋষি গণ, ছাড়িয়া আসন,
নিকটেতে উপনীত॥
ব্রহ্মা সমাদরে, ডাকিয়া আমারে,
দিয়ে যে মাথার কিরে।
সলিল গোবরে, ধুয়ে নিজ উরে,
বসাইল তদুপরে॥

অহ। (স্বগত) এই দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি অত্যুক্তি! (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) তবে কি এ ব্যক্তি স্বয়ং দম্ভই হইবেক। (সক্রোধে) আঃ কেন এত গর্ব্ব করিতেছিস্। অরে শোন্—

কেবা ব্রহ্মা, কেবা চন্দ্র, কেবা পুরন্দর।
কেবা যম হুতাশন, কেবা দিবাকর॥
তপোবলে কত শত সৃষ্টি করি আমি।
কি মাত্রাম কর গিয়াছিলে দেব-ভূমি॥

দম্ভ। (স্বগত) আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইঁনি আমার পিতামহ অহঙ্কার। (প্রকাশে) কেও পিতামহ মহাশয়? আমি মহাশয়ের পৌত্র, লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ, আমি প্রণাম করি।

অহ। আরে এসো, এসো, ভাই এসো, চিরজীবী হও, আহা, তুমি দ্বাপর যুগের শেষে জন্মিয়াছ তখন তুমি অতি বালক ছিলে, এক্ষণে কলিযুগে তুমি যুবা পুরুষ হইয়াছ, এ জন্য তোমাকে চিনিতে পারি নাই, তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ হইলাম। তোমার পুত্র অসত্য ভাল আছে?।

দম্ভ। আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়ের শ্রীচরণ-প্রসাদে সকলেই ভাল আছেন এবং অসত্য সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাকেন, আমি অসত্যকে ছাড়িয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারি না।

অহ। ভাল ভাল, আর তোমার পিতা লোভ এবং তোমার মাতা তৃষ্ণা তাঁহারাও কি তোমার নিকটে আছেন?।

দম্ভ। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ মহামোহের আজ্ঞানুসারে তাঁহা-

রাও সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকেন। মহাশয়ের কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন হইয়াছে?।

অহ। ওহে ভাই! আমি শুনিয়াছি যে বিবেকের নিকটে, মহারাজ মহামোহ পরাজিত হইবেন। তাহারি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি।

দম্ভ। আমি শুনিয়াছি যে, মহারাজ মহামোহ বারাণসীতে আগমন করিবেন।

অহ। ভাল মহারাজ মহামোহের বারাণসী আগমনের কোন কারণ জানিতে পারিয়াছ?।

দম্ভ। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের এ স্থানে আগমনের কারণ নিবেদন করিতেছি।

বারাণসী ব্রহ্মপুরী শিবের নিবাস।
ব্রহ্ম-জ্ঞানী লোক যত তথা করে বাস॥
বিদ্যা আর প্রবোধের সেই জন্মস্থান।
কাম ক্রোধ লোভাদির নাই অধিষ্ঠান॥
তথায় বিবেক রাজা আসিবে শুনিয়ে।
মহামোহ আসিবেন দল বল লয়ে॥
মহামোহ করিবে বিবেক পরাজয়।
তাহাতেই বিবেকের হবে কুলক্ষয়॥
কাম ক্রোধ লোভাদির হবে প্রাদুর্ভাব।
বিদ্যা আর প্রবোধের না হবে উদ্ভব॥

অহ। হাঁ জানিলাম, লোকদিগের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে প্রতিবন্ধক ঘটাইবার নিমিত্ত মহামোহ বারাণসীতে আগমন করিবেন। কিন্তু সে অতি কঠিন কর্ম্ম। যেহেতু—

মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহা মহেশ্বর।
মহেশ্বরী সহ কাশী বসি নিরন্তর॥
যে জন কাশীতে আসি হয় ম্রিয়মান।
তাহারে করেন শিব তত্বজ্ঞান দান॥

দম্ভ। আপনি যাহা কহিলেন সে কথা সত্য বটে, তথাপি বিবেকের পরাজয় হইলেই কাম ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব হইবে, সুতরাং লোক সকল কাম ক্রোধাদি যুক্ত হইলে কাশীবাসের সমুদায় ফল পাইবে না, অতএব তত্বজ্ঞানও হইবে না। দেখুন—

হস্ত পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যার বশ।
সুকীর্ত্তি তপস্যা থাকে আর থাকে যশ॥
শুদ্ধ ভাবে শুদ্ধ মনে যদি তীর্থে যায়।
সেই জন তীর্থের সকল ফল পায়॥

(মুর্খতার প্রবেশ)

মুর্খ। ওহে নগরবাসী লোক সকল! তোমরা সাবধান হও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি মহারাজ মহামোহ বারাণসীতে আগমন করিতেছেন। অতএব তোমরা—

স্ফটিক মণি রচিত রাজ সিংহাসন।
চন্দনের জল দিয়ে কর প্রক্ষালন॥
পুষ্প মালা যুক্ত কর তোরণ সকল।
রাজ পথে জল দিয়া করহ শীতল॥
শ্বেত, রক্ত, পাণ্ডু, কৃষ্ণ, ধুম্র, নীল, পীত।
পতাকায় অট্টালিকা কর সুশোভিত॥

দম্ভ। ওগো পিতামহ মহাশয়! মহারাজ মহামোহ এ স্থানে আগমন করিতেছেন। (সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান।)

ডঙ্কা বাজাইয়া মহামোহের প্রবেশ।

মহা। (হাস্য পূর্ব্বক) ওরে! জগতের লোক সকলেই নির্ব্বোধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারে না। এক্ষণে আমার নিজ মত প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ কর।

দেহ ভিন্ন আত্মা এক মূর্ত্তি আছে ব'লে।
সেই হেতু যাগ যজ্ঞ করয়ে সকলে॥
সেই আত্মা ফল ভোগী হইবে তাহার।
আকাশ তরুর ফল, প্রত্যয় ইহার॥
জগতে আকাশ তরু যেমন অলীক।
তাহার যে ফল ফুল, তাহাও অলীক॥
সেই রূপ যাগ যজ্ঞ সকলি অলীক।
পরলোকে সুখ ভোগ তাহাও অলীক॥
পরলোক পরকাল, তাহাও অলীক।
দেহ ভিন্ন আত্মা আছে, তাহাও অলীক॥

তথাপি মূঢ় ব্যক্তি সকল পুরাণাদি শাস্ত্র বিরচিত করিয়া, তাহার দ্বারা জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। যেমন—

যাহা নাই আছে তাই এই মিথ্যা কয়।
আস্তিক বলিয়া লোকে প্রশংসে তাহায়॥
সত্যবাদী হইয়া নাস্তিক হইলাম।
নির্ব্বোধেরা দেখিতে না পায় পরিণাম॥

দেহ ভিন্ন আত্মা কেবা দেখিয়াছে কবে।
দেখাইতে পারিলে প্রত্যয় করি তবে ॥
দেহ নাশ সময়ে যাইবে পঞ্চ পঞ্চে।
পরলোকে ফল ভোগ হবে ব'লে বঞ্চে ॥

কেবল জগৎবঞ্চনা নহে, আপনারাও বঞ্চিত হইতেছে। দেখ—

হস্ত পদ মুখ চক্ষুঃ তুল্য সবাকার।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি ভেদ কি তাহার ? ॥
এই ধন পরের এ পরের রমণী।
ইহা ভেবে আপনাকে বঞ্চয়ে আপনি ॥
ধনের গ্রহণে আর কামিনী গমনে।
কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করে মূঢ় জনে ॥

জগতে যত প্রকার শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রই সর্ব্ব প্রকারে উত্তম। যাহাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। আর তেজ, বায়ু, জল, পৃথিবী এই চারি বস্তু, এবং রূপ, রস, গন্ধাদি যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় তাহাই প্রামাণিক, তদ্ভিন্ন স্বর্গ, নরক, আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতি যাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, সে সকলি মিথ্যা। আমা-দিগের এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, বৃহস্পতি নামে কোন পণ্ডিত, নাস্তিক গ্রন্থ বিরচিত করিয়া নাস্তিককে অর্পণ করিয়াছেন, নাস্তিক শিষ্যোপশিষ্য দ্বারা সেই শাস্ত্র জগতে প্রচলিত করিয়াছেন, সেই নাস্তিক শাস্ত্রও উত্তম।

শিষ্যের সহিত নাস্তিকের প্রবেশ।

নাস্তি। ওহে বাপু শিষ্য! তুমি জান অর্থ শাস্ত্রই প্রকৃত বিদ্যা, আর কর্ম্ম-কাণ্ড বোধক যে বেদাদি শাস্ত্র, সে কেবল ধূর্ত্তদিগের প্রলাপ মাত্র।

দেখ— ২১,৪৪৭.

যজ্ঞের সামগ্রী নাশ যজ্ঞের বিনাশ।
তার ফল হয় যদি পরেতে প্রকাশ॥
দাবানলে দগ্ধ বৃক্ষে তবে ফল হয়।
এমন প্রলাপ বাক্যে কে করে প্রত্যয়॥
মরেছে যে জন তার শ্রাদ্ধ করে লোকে।
তাহাতে তাহার যদি তৃপ্তি পরলোকে॥
নির্ব্বাণ প্রদীপ পাত্রে তবে তৈল দিলে।
সে তৈলেতে সেই দীপ কেন নাহি জ্বলে॥

শিষ্য। আচার্য্য-মহাশয়! যাহা ভোজন করিলাম, যাহা পান করিলাম, কিম্বা কামিনী সম্ভোগ প্রভৃতি যাহা সুখভোগ করিলাম, তাহাই যদি সত্য, এবং পরলোকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ যদি মিথ্যা, তবে তপস্বী সকল ঘোরতর কঠোর ব্রত দ্বারা কেন ক্লেশ পাইতেছে?।

নাস্তি। বাপুহে! পরলোকে যে সুখ ভোগ, সেটা কেবল আশামোদকের ন্যায় তৃপ্তি জনক। যেমন পিতা মাতা, অবোধ বালককে মোদক দিব বলিয়া প্রবোধ দেয়, সেইরূপ পৌরাণিক প্রভৃতি প্রতারকেরা এই কর্ম্ম করিলে স্বর্গ হইবে, এই কর্ম্ম করিলে নরক

হইবে, এই রূপ প্রবোধ দিয়া মূর্খ সকলকে প্রতারণা করিতেছে। দেখ—

পর্ণাহারে নিরাহারে জীর্ণ দেহ যার।
সে কি জানে কামিনীর সঙ্গে ব্যবহার॥
কত সুখ কামিনীর সঙ্গে সহ বাসে।
কুবুদ্ধি তপস্বী লোক জানিবে তা কি সে॥
এমন প্রত্যক্ষ সুখে হইয়া বঞ্চিত।
অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ ভোগ না হয় কিঞ্চিত॥
মানব জন্মের সুখ কিছুই না পায়।
কেবল তপন তাপে শরীর পোড়ায়॥

শিষ্য। কিন্তু তপস্বী সকল এই কথা বলে যে, দুঃখ মিশ্রিত সংসার সুখ পরিত্যাগ করাই উচিত।

নাস্তি। (হাস্য পূর্ব্বক) এ পশুদিগের কথা। যেহেতু—

দুঃখের সহিত বটে সুখের সংসার।
কিন্তু তাহা ত্যাগ করা মূর্খের বিচার॥
উত্তম তণ্ডুল থাকে তুষের ভিতরে।
তা বলে কি ধান্য ত্যাগ কোন লোকে করে?॥

মহা। তুমি কেহে বাপু? সপ্রমাণ বাক্যদ্বারা আমার শ্রবণ সুখ জন্মাইতেছ। চিরজীবী হও।

নাস্তি। (মহামোহের দিকে অবলোকন করিয়া) একি! মহারাজ মহামোহ এখানে উপস্থিত আছেন। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক, মহারাজ! আমি নাস্তিক, প্রণাম করি।

মহা। আরে এস, এস, আমাদিগের প্রিয়সুহৃৎ নাস্তিক, তবে সকল মঙ্গল? এই আসনে বৈশ।

নাস্তি। (উপবেশন করিয়া) মহারাজের মঙ্গলেই আমাদিগের মঙ্গল। আর কলি মহারাজকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়াছেন।

মহা। কলি ভাল আছে ত।

নাস্তি। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের চরণপ্রসাদাৎ সকলি ভাল। কিন্তু মহারাজের আজ্ঞানুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে, তাহা সম্পন্ন করিয়া কলি শীঘ্রই মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবেন।

মহা। ভাল ভাল, উত্তম করিয়াছে। নাস্তিক তুমি জান, কলি কি কি কর্ম্ম করিয়াছে?।

নাস্তি। আজ্ঞা হাঁ, তাহা নিবেদন করিতেছি।

বেদ পথ ছাড়িয়া সকল সাধুজন।
গমন ভোজনে করে যথেষ্টাচরণ॥
সে কেবল মহারাজ তোমারি প্রভাবে।
কি করিতে পারে কলি তোমার অভাবে॥*

আর পাশ্চাত্য দেশে অগ্নিহোত্রাদি যাগ যজ্ঞের প্রসঙ্গও নাই। ক্বচিৎ কোন দেশে সে কর্ম্ম উপজীবিকার্থে কিঞ্চিৎমাত্র আছে। কুরুক্ষেত্রাদি দেশে বিদ্যা ও প্রবোধোদয়ের আশঙ্কা স্বপ্নেও করিবেন না।

মহা। নাস্তিক, আমি তোমার নিকট কলির বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কলি আমার আজ্ঞানুসারে মহৎ কার্য্য সকল সাধন করিয়াছে।

---

* অর্থাৎ মহামোহ না হইলে কেবল কলি কৈবল্য বিঘ্ন করিতে পারে না। যেহেতু কলিযুগেও জ্ঞানী ব্যক্তির কৈবল্য হইতে পারে।

উৎকৃষ্ট তীর্থ সকল ব্যর্থ করিয়াছে, সাধু লোকেরা বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য সকল করিতেছে।

নাস্তি। মহারাজ! আর এক নিবেদন করিতেছি।

মহা। কি বলিবে বল।

নাস্তি। মহারাজ! বিষ্ণুভক্তি নামে একটা মহাপ্রভাবা যোগিনী আছে, যদিচ সে কলির তাড়নে অত্যন্ত ক্ষীণা হইয়াছে এবং তাহার সর্ব্বত্র গমনাগমনের ক্ষমতা নাই, তথাপি সেই বিষ্ণুভক্তি যাহাকে অনুগ্রহ করে, তাহাকে আমরা অবলোকন করিতেও সমর্থ হই না, অতএব মহারাজ সেই বিষ্ণুভক্তির নিরাকরণার্থে কোন উপায় করুন।

মহা। হাঁ আমি তা জানি, সেই বিষ্ণুভক্তি যোগিনী আমাদিগের অত্যন্ত অনিষ্টকারিণী বটে। কিন্তু কাম ক্রোধাদি বর্ত্তমান থাকিতে কখনই ভক্তির উদয় হইতে পারিবে না। তথাপি ক্ষুদ্র শত্রুকেও ভয় করিতে হয়। দেখ—

ক্ষুদ্র শত্রু হইলেও ক্লেশ দিতে পারে।
যত্ন সহ পরাজয় করিবে তাহারে॥
যদি ক্ষুদ্র কণ্টক চরণে বিদ্ধ হয়।
উদ্বেগ জন্মায় আর বেদনা জানায়॥

অতএব তাহার এক্ষণি নিবারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এখানে কে আছিস্ রে?

অসৎসঙ্গ নামে দৌবারিকের প্রবেশ

অসৎ। মহারাজ আজ্ঞা করুন।

মহা। ওরে অসৎসঙ্গ, বিষ্ণুভক্তির নিবারণের নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে শীঘ্র প্রেরণ কর।

অসৎ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

পত্র হস্তে অবিনয় নামে দূতের প্রবেশ।

অবি। (উদ্দেশে) আমি উৎকল দেশ হইতে আসিয়াছি, সেই দেশে সমুদ্র সন্নিধানে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র নামে এক দেবালয় আছে, সেই স্থান হইতে মহারাজ মহামোহের নিকটে মদ, মান আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

(গ্রীবা ভঙ্গি দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া) এই না মহারাজ মহামোহ নাস্তিকের সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন।

(নিকটে গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হউক, মহারাজ এই পত্র অবলোকন করিতে আজ্ঞা হউক।

(পত্র প্রদান)

মহা। (পত্র গ্রহণ করিয়া) তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

অবি। আজ্ঞা পুরুষোত্তম হইতে মদ, মান আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

মহা। (স্বগত) বোধ করি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আমার কোন মঙ্গল হইয়া থাকিবে, অতএব এই পত্র গোপনে পাঠ করা উচিত। নাস্তিক তুমি এক্ষণে গমন কর।

নাস্তি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

মহা। (পত্র পাঠ)

মহামহিম বারাণসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহামোহ মহারাজ মহাশয় শ্রীচরণারবিন্দ যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক মদ মানের নিবেদন যে, শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি এই দুই জনে দূতী হইয়া উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সহবাসের নিমিত্ত দিবা রাত্র চেষ্টা করিতেছে। এবং বৈরাগ্য, সকাম কর্ম্ম সকলকে নিষ্কাম করিবার জন্য মন্ত্রণা করিয়া সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা দিতেছে যে, "নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের কারণ, নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি নাই" ইত্যাদি। এবং কোন কোন স্থানে ইতোমধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারও দেখিতেছি, অতএব মহারাজ এই সকল অনিষ্টের নিবারণার্থ যাহা কিছু উপায় করা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা আদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি।

(সক্রোধে) আঃ মদ, মান এমন মূর্খ, তা এত দিন জানিতাম না, আমি জীবিত থাকিতে শান্তিকেও ভয় করে? * সে কি জানে না? যে—

---

* মহামোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা থাকিতে শ্রদ্ধা ও শান্তির কখনই উদয় হইতে পারে না।

সৃষ্টিকৰ্ত্তা প্রজাপতি, তিনি নন শান্ত মতি,
নিজ সুতা গমনে উদ্যত।
দেবদেব ত্রিপুরারি, দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংশকারী,
সদা থাকে পার্ব্বতী সহিত॥
কৈটভারি দানবারি, মুরারি কংসের অরি,
বংশীধারী হরি নহে শান্ত।
অনন্ত পর্য্যঙ্ক করি, কমলারে হৃদে ধরি,
সিন্ধু নীরে ভাসে অবিশ্রান্ত॥
বৃত্রহন্তা শচীপতি, অহল্যার উপপতি,
শান্তিরস কিছু নাই তথা।
এমন দেব সকল, ইহারা হয় বিকল,
অন্য পরে শান্তির কি কথা॥

অবিনয়! তুমি শীঘ্র কামনার নিকটে গমন করিয়া কহিবে যে, "নিষ্কাম কর্ম্ম যে প্রকার অনিষ্টকারী, তাহা মহারাজ জ্ঞাত আছেন, অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম সকলকে ক্ষণমাত্র বিশ্বাস না করিয়া সর্ব্বদা দৃঢ় রূপে বদ্ধ করিয়া রাখে।"

অবি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

মহা। ওখানে কে আছে রে।

অসৎসঙ্গের প্রবেশ।

অসৎ। মহারাজ কি আজ্ঞা হয়।

মহা। অরে অসৎসঙ্গ শীঘ্র গিয়া ক্রোধ আর লোভকে আমার নিকটে আনয়ন কর্।

অসৎ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

হিংসার হস্ত ধারণ করিয়া ক্রোধ এবং তৃষ্ণার হস্ত ধারণ করিয়া লোভের সহিত অসৎসঙ্গের পুনঃ প্রবেশ।

ক্রোধ। (লোভের প্রতি) সখে! মহারাজ মহামোহ আমাদিগকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাহার কিছু কারণ জান?

লোভ। হাঁ সখে আমি শুনিয়াছি, শ্রদ্ধা এবং শান্তি ইহারা দুই জনে মহারাজের শত্রুতা আচরণ করিতেছে।

ক্রোধ। আঃ আমরা বর্ত্তমান থাকিতে কার সাধ্য মহারাজের অনিষ্ট করিতে পারে।

লোভ। সখে তোমার কি ক্ষমতা আছে বল দেখি।

ক্রোধ। আমার ক্ষমতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। তবে শোন—

আমি ধরি যারে, অন্ধ করি তারে,
থাকিতে নয়ন দুটি।
দেখিতে না পায়, চারি দিকে চায়,
দাঁড়ায়ে করে ভ্রূকুটি॥

শ্রবণ থাকিতে, না পায় শুনিতে,
কোন কথা হিতাহিত।
সচেতন জনং, হয় অচেতন,
হিতে.করে বিপরীত॥

তাহাও দেখ—

বৃত্রাসুরে ইন্দ্র বধে প্রভাবে আমার।
মহাদেব কাটিলেন মস্তক ব্রহ্মার॥
বশিষ্ঠ সন্তানে বধে বিশ্বামিত্র মুনি।
জমদগ্নি ক'রে ছিল নিক্ষত্রী ধরণী॥
বিদ্যাবন্ত কীর্ত্তিমন্ত সদাচার কুল।
ক্ষণমাত্রে তার করি সমূলে নির্মূল॥

এই ত আমার নিজ পরাক্রম, আর আমার পত্নী হিংসা যদি আমার সহায়া থাকেন, তাহা হইলে আমি পিতা মাতা প্রভৃতিরও বধ করাইতে পারি। দেখ—

পিশাচিনী মাতা, কোথা তার পিতা,
কে বন্ধু কে পরিজন।
কেবা সহোদর, মনে নাহি ডর,
করিব শিরশ্ছেদন॥
জ্ঞাতি নারীগণে, বধিব জীবনে,
জনমে শত্রু যাহায়।
কুল ক্ষয় করি, তবে ত আমারি,
মনের আগুন যায়॥

সখে এই ত আমার ক্ষমতার কথা শুন্‌লে। এক্ষণে তোমার ক্ষমতার কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

লোভ। সখে আমার ক্ষমতার কথা শুনিতে চাহ। তবে শোন—

হস্তী অশ্ব ধান্য ধন, গোধন কি পরিজন,
ভবন বসন বিভূষণ।
বহুতর আছে যার, আমার প্রভাবে তার,
অন্যে অন্যে থাকে অন্বেষণ॥
দিবা নিশি ভ্রমে ভ্রমে, জীর্ণ হয় ক্রমে ক্রমে,
তবু ভাবে ধন পাব কোথা।
এমন চিন্তা যাহার, তাহার কি কব আর,
সে জনের শান্তির কা কথা॥

আর আমার প্রেয়সী তৃষ্ণা যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তা হলে ত আমি না করিতে পারি এমন কর্ম্মই নাই। দেখ—

ক্ষেত্র গ্রাম বন গিরি, নগর বাজার পুরী,
পৃথিবী মণ্ডল যদি পায়।
ব্রহ্মাণ্ডে করয়ে আশা, তাতে না যায় প্রত্যাশা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লতে চায়॥
লক্ষাধিক করে ধ্যান, দিবানিশি হৃত জ্ঞান,
তাহাকে ভ্রমাই যথা তথা।
ধর্ম্ম লোপ করি তার, অস্থি চর্ম্ম হয় সার,
সে জনের শান্তির কা কথা॥

তৃষ্ণা। প্রিয়তম! আপনি যাহা কহিলেন এ ত আমার নিত্য কর্ম্ম, আর আপনার আদেশ যদি পাই, তা হলে ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডও আমার উদর পূর্ণ করিতে পারে না।

অসৎ। ঐ দেখ মহারাজ নির্জ্জনে বসিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছেন, চলুন আমরা সকলে তাঁহার নিকটে গমন করি।

(সকলেই মহামোহের নিকটে গমন করিয়া জোড়করে প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হউক।

মহা। এই যে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, তৃষ্ণা সকলেই আসিয়াছে, ভাল হয়েছে, (সকলের প্রতি) দেখ, শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি ইহারা দুই জনে আমার অত্যন্ত অনিষ্টকারিণী হইয়াছে, অতএব তোমরা গিয়া সেই দুষ্টাদিগকে যথোচিত নিগ্রহ করিয়া শাসন করিবে।

সকলেই। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

মহা। (স্বগত) যদিচ শ্রদ্ধা এবং শান্তির নিবারণার্থে ক্রোধাদিকে প্রেরণ করিয়াছি, তথাপি তাহাদিগের দমনের জন্য আরও কিছু বিশেষ উপায় করা আবশ্যক। (চিন্তা করিয়া) হাঁ নাস্তিকতা নামে যে একটা প্রগল্‌ভা বেশ্যা আছে, তাহার দ্বারা উপনিষদের নিকট হইতে শ্রদ্ধাকে হরণ করিতে পারিলে মাতৃ বিচ্ছেদে শান্তিও দেহ ত্যাগ করিবে। যুক্তি ত উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু নাস্তিকতাকে এখানে আনে কে। (পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া) বিভ্রমবতী (ভ্রম বুদ্ধি) নামে নাস্তিকতার যে সহচরী আছে, তাহার দ্বারাই নাস্তিকতাকে ডাকান যাউক। (নেপথ্যাভিমুখে) বিভ্রমবতী।

বিভ্রমবতীর প্রবেশ।

বিভ্র। (প্রণাম করিয়া) মহারাজ কি আজ্ঞা করেন?

মহা। বিভ্রমবতী, তুমি নাস্তিকতাকে এক বার আমার নিকটে আনয়ন কর।

বিভ্র। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

নাস্তিকতার সহিত বিভ্রমবতীর পুনঃ প্রবেশ।

নাস্তি। সখি আজ মহারাজের মুখ মলিন দেখিতেছি ক্যান?

বিভ্র। সখি তোমার অদর্শনে।

নাস্তি। (চক্ষুঃ ঘুরাইয়া) সখি তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছ?

বিভ্র। সখি তোমার নয়ন দুটী ঘুরিতেছে ক্যান? ক্রোধে না নিদ্রাবেশে?

নাস্তি। সখি যে নারী এক জনের রমণী হয়, তাহারি প্রায় নিদ্রা থাকে না, আমি ত বহু জনের প্রিয়া, আমার কি কখন নিদ্রা হইতে পারে?

বিভ্র। সখি তুমি যে বহু জনের প্রিয়া, তা ত আমি এত দিন জানিতাম না, এখন বল দেখি তুমি কার কার প্রিয়া।

নাস্তি। সখি আমি মহামোহ, কাম, ক্রোধ, লোভাদি সকলেরি প্রিয়া; অধিক কি কহিব ঐ বংশে যে যে জন্মিয়াছে, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, তাহাদিগের সকলেরি হৃদয় মধ্যে আমি সর্ব্বদা আছি।

বিভ্র। সখি আমি শুনিয়াছি, যে কামের রতি, ক্রোধের হিংসা,

লোভের তৃষ্ণা, ইত্যাদি সকলেরি এক এক প্রিয়তমা স্ত্রী আছে, তাহারা কি তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা করে না?

নাস্তি। সখি তুমি ঈর্ষ্যার কথা কি কহিতেছ, ঐ হিংসাদিও আমায় ছাড়িয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না।

বিভ্র। সখি তবে ত তোমার সমান সুভগা নারী জগতে আর কেহই নাই। যেহেতু তোমার সপত্নীরাও তোমার সঙ্গে ভাব রাখিয়া চলে।

নাস্তি। (মহামোহের নিকট গমনে উদ্যত)

বিভ্র। সখি কি কর, তোমার কি ভয় নাই? অত দ্রুত গমন করিলে তোমার নূপুরের শব্দ শুনিয়া মহারাজ রুষ্ট হইবেন।

নাস্তি। সখি যে পুরুষ আমাকে দেখিবা মাত্র প্রসন্ন হইবেন, তাঁহাকে আবার ভয় কি?

মহা। (স্বগত) এই বুঝি নাস্তিকতা আসিতেছে। আহা কি মনোহর রূপ।

নিবিড় নিতম্ব ভরে অলস গমনা।
কনক কুণ্ডল কর্ণে, ক্বণিত কঙ্কনা॥
মল্লিকা মালতী মালে বেঁধেছে কবরী।
শ্লথ দেখি মালা, পুন দেয় তদুপরি॥
সেই ছলে বাহু তুলে কুচ দেখাইছে।
ইন্দীবর নয়নের ভঙ্গি বিস্তারিছে॥

বিভ্র। মহারাজ! নাস্তিকতা আসিয়াছেন, সম্ভাষণ করুন।

নাস্তি। মহারাজের জয় হউক।

মহা। প্রিয়ে আজ তোমাকে দর্শন করে আমার পুনর্ব্বার নব যৌবন উপস্থিত হইল। দেখ—

যৌবনে যেমন ছিল মন্মথ ... পার
তব সন্দর্শনে পুনঃ হৈল সে ... য়।
শৃঙ্গার জলধি জলে মগ্ন হৈল ...
কোন মতে অন্য রসে না করে গম...

নাস্তি। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক) মহারাজ আমিও আ... র সন্দর্শনে নবযৌবনা হইলাম। এক্ষণে কি নিমি... আম... ক স্মরণ করিয়াছেন?।

মহা। প্রিয়ে—

হৃদয়ের বাহিরেতে থাকে যেই জন।
সুতরাং তারে হয় করিতে স্মরণ॥
আমার হৃদয়ে তুমি পুত্তলিকা প্রায়।
স্মরণ তোমাকে কভু করিতে না হয়॥

নাস্তি। মহারাজ এ কেবল আপনার অনুগ্রহ মাত্র।

মহা। প্রিয়ে আমার আর একটী অনুরোধ আছে। সেই পাপীয়সী শ্রদ্ধা দূতী হইয়া বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন করাইতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব তুমি সেই রণ্ডার কেশাকর্ষণ করিয়া পাষণ্ডদিগের হস্তে অর্পণ করিবে।

নাস্তি। মহারাজ আপনি এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য এত চিন্তিত হইতেছেন ক্যান? আমি আপনার অনুমতিরো অপেক্ষা করি না। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে এই দাসী হইতেই মহারাজের সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। সেই শ্রদ্ধাকে দাসীর ন্যায় মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী করিব। ধর্ম্ম মিথ্যা, কর্ম্ম মিথ্যা, বেদ

মিথ্যা, শাস্ত্র মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, এই সকল কথা সর্ব্বদাই তাহাকে শ্রবণ করাইব। তাহা হইলে সেই রণ্ডা বেদ পথই এক কালে পরিত্যাগ করিবে, সুতরাং বেদের শিরোভাগ উপনিষদের নিকটেও গমন করিবে না।

মহা। প্রিয়ে যদি এরূপ করিতে পার, তবে তোমা হইতেই আমার মনের বাসনা সম্পূর্ণ হইবে। এখন চল আমরা বিশ্রাম গৃহে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

(রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান।)

শান্তি এবং করুণার প্রবেশ।

শান্তি। (সজল নয়নে, সকাতরে) হায়! আমি মাতৃবিচ্ছেদে কাতরা হইয়াছি, এখন কোথায় গিয়া মনের তাপ নিবারণ করিব। ওগো মাতা শ্রদ্ধা! তুমি কোথায় আছ? এক বার দেখা দেও। হায়! আমি এখন কোথায় যাই? কোথা গেলে জননীর সাক্ষাত পাইব।

মুনির আশ্রম গিরি, গয়া গঙ্গা গোদাবরী,
বারাণসী বৃন্দাবন ধাম।
আমারে লইয়া সঙ্গে, থাকিতে পরম রঙ্গে,
সর্ব্বদা শুনিতে রাম নাম॥
আজ সেই শ্রদ্ধা তুমি, গিয়াছ পাষণ্ড ভূমি,
যবনের গৃহে যেন ধেনু।
না জানি আছ ক্যামনে, ক্যামনে বাঁচ জীবনে,
কি প্রকারে রক্ষা পায় তনু॥

সখি করুণা! আমি বোধ করি আমার জননী শ্রদ্ধা, আমার বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু—

আমায় না দেখে শ্রদ্ধা স্নান নাহি করে।
না করে ভোজন আর নাহি রহে ঘরে॥
আমার বিচ্ছেদে শ্রদ্ধা মরেছে নিশ্চয়।
কিম্বা পাষণ্ডের হাতে জীবন সংশয়॥

এক্ষণে শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে শান্তির জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।৹ প্রিয়সখি! তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে শ্রদ্ধার সহচারিণী হইব।

করুণা। (রোদন করিতে করিতে) সখি! আমিও তোমার বিচ্ছেদে ক্ষণমাত্র দেহ ধারণ করিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমার বিবেচনা হইতেছে যে, তোমার জননী শ্রদ্ধা, মহামোহের ভয়ে প্রপীড়িতা হইয়া কোন মুনির আশ্রমে অথবা বহুবিধ সাধু জন পরিবৃত গঙ্গাতীরে লুক্কায়িত আছেন। অত-এব আমি এক বার তাঁহাকে ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া আসি।

শান্তি। সখি! তুমি আর কোথায় অন্বেষণ করিবে? আমি ত কোন স্থানে অন্বেষণ করিতে ক্রুটি করি নাই।

নদীকুল মুনির আশ্রম আছে যত।
সে স্থানে না দেখি শ্রদ্ধা ভ্রমি অবিরত॥
যজ্ঞশীল লোকের যতেক যজ্ঞস্থান।
তথায় না দেখি শ্রদ্ধা করিয়া সন্ধান॥
ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ ভিক্ষু যথা।
দেখিয়াছি, শ্রদ্ধার প্রসঙ্গ নাই তথা॥

করুণা। সখি! তোমার জননী সাত্বিকীশ্রদ্ধার কি এমন দুর্গতি হইতে পারে?।

শান্তি। সখি! বিধাতা বিমুখ হইলে কাহার না দুর্গতি ঘটে? দেখ—

জানকী ছিলেন দশাননের ভবনে।
রসাতলে ত্রয়ী লয়ে গেল দৈত্যগণে॥
হরিল পাতালকেতু গন্ধর্ব্বের কন্যা।
মদালসা নাম তার, মহীতলে ধন্যা॥
ইহারাও পাষণ্ডের হস্তেতে পতিতা।
এ সকল কথা আছে পুরাণে বিস্তৃতা॥

করুণা। (সভয়ে, নেপথ্যাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সখি দেখ দেখ! একটা বিকৃতাকার রাক্ষস আসিতেছে।

শান্তি। কৈ! কৈ! সখি রাক্ষস কোথায়?।

করুণা। ঐ দেখ গলিত বিষ্ঠাযুক্ত দেহ, উলঙ্গ, আলুলায়িত কেশ, ময়ূরপুচ্ছব্যজন হস্তে এই দিকেই আসিতেছে।

শান্তি। সখি ও রাক্ষস নয়। শুনিয়াছি রাক্ষস অতি বলবান্, এ অতি দুর্ব্বল দেখিতেছি।

করুণা। সখি! তবে ওটা কে?

শান্তি। আমার বোধ হইতেছে ওটা পিশাচ।

করুণা। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণাচ্ছন্ন ভূমণ্ডলে (দিবসে) পিশাচের আগমন কখন সম্ভব হয়?

শান্তি। তাও বটে, তবে বোধ করি কোন নারকী নরক হইতে উঠিয়া আসিতেছে। (চিন্তা করিয়া) হাঁ সখি! এখন চিনিতে পারিয়াছি, ঐ ব্যক্তি মহামোহের অনুচর, উহার নাম দিগম্বরসিদ্ধান্ত।

দিগম্বরসিদ্ধান্তের প্রবেশ।

দিগ। (উদ্দেশে) অর্হৎ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি, যিনি এই নবদ্বার বিশিষ্ট গৃহ মধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ স্বরূপ জীবাত্মা, পরমার্থ সুখ মোক্ষদাতা। অরে সাধক সকল! শ্রবণ কর। স্নানাদি করিলে মলময় শরীরের কি প্রকারে শুদ্ধি হইতে পারে? আত্মা নির্ম্মল হইলেই শুদ্ধি হয়। (চিন্তা করিয়া উদ্দেশে) আমি সাধকদিগের নিকট বিশেষরূপে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছি। আর তাহারা যদিচ আমার মতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিতেছে, তথাপি আমার মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা, যাহাতে তাহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা থাকে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে শ্রদ্ধাকে ডাকিয়া তাহাদিগের নিকটে প্রেরণ করি। (নেপথ্যাভি মুখে) শ্রদ্ধা! এক বার নিকটে এস।

দিগম্বরসিদ্ধান্তের অনুরূপ বেশধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

দি০ শ্রদ্ধা। প্রভু! কি আজ্ঞা করিতেছেন?।

দিগ। শ্রদ্ধা তুমি এক মুহূর্ত্তও সাধকদিগের স্থান পরিত্যাগ করিও না।

দি০ শ্রদ্ধা। প্রভুর আজ্ঞা কখনই অন্যথা হইবে না।

শান্তি। (সখেদে) সখি! আমার জননীর শেষে এই দশা ঘটিয়াছে? (মূর্চ্ছিতা ও পতিতা)

করুণা। সখি! ভয় নাই, ওঠো, ওঠো, এ তোমার জননী নহে।

আমি আস্তিক ও নাস্তিক উভয় মতাবলম্বিনী অহিং-সার নিকটে শুনিয়াছি যে, তমোগুণের কন্যা তামসী শ্রদ্ধার এইরূপ আকার, অতএব ইনি কখনই তোমার জননী নহেন। তোমার মাতা সত্বগুণের কন্যা সাত্বিকী শ্রদ্ধা, তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা কখনই ঘটিতে পারে না।

শান্তি। (চৈতন্যোদয়ে গাত্রোত্থান করিয়া) সখি করুণা! তুমি যাহা কহিলে তাহাই বটে, ইনি আমার জননী নহেন।

আমার জননী শ্রদ্ধা সদা শুদ্ধাচার।
প্রিয় দরশন আর পুণ্য ব্যবহার॥
এ যে দেখি দুরাচার দর্শনে বিকৃতি।
আমার মাতার নহে এমন আকৃতি॥

অতএব সখি ইনি পাষণ্ডদিগের তামসী শ্রদ্ধাই বটেন।

পুস্তক হস্তে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষু। এখন আমার বুদ্ধি পাইল প্রকাশ।
বাসনায় আচ্ছাদিত ছিল অপ্রকাশ॥
ঘট পট জ্ঞান হয় বাসনার বশে।
বাসনা রহিত হলে জ্ঞান সুপ্রকাশে॥
মরণের পূর্ব্বে হয় বাসনা রহিত।
জ্ঞানোদয় হৈলে তার মুক্তি সুনিশ্চিত॥

(ভ্রমণ এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে উদ্দেশে)। সকল ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মই উত্তম। যাহাতে সুখ এবং মোক্ষ দুয়েরি ভাব বর্ত্তমান আছে। দেখ—

মনোহর অট্টালিকা সুন্দরী কামিনী।
অপূর্ব্ব শয্যায় লয়ে পোহায় যামিনী॥
নিজ ভার্য্যা কিম্বা বেশ্যা করিবে গমন।
যে দ্রব্যেতে হয় সুখ করিবে ভোজন॥

এই ত গেল সুখের কথা, আবার মোক্ষের কথাও দেখ, দেহ ভিন্ন আত্মা অপর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, দেহই আত্মা। সুতরাং দেহ নাশ হইলেই মোক্ষ হয়।

করুণা। (ভিক্ষুকে নির্দ্দেশ করিয়া শান্তির প্রতি) সখি! নূতন তাল-বৃক্ষের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট দেহ, রক্তবস্ত্র পরিধান, মস্তকে ক্ষুদ্র শিখা এ ব্যক্তি কে?

শান্তি। সখি! এ বুদ্ধের শিষ্য, ইহার নাম বুদ্ধাগম।

ভিক্ষু। (উদ্দেশে) ওহে উপাসক সকল! ওহে ভিক্ষুগণ! তোমরা সকলে স্থিরভাবে বুদ্ধের বাক্যামৃত শ্রবণ কর। (হস্ত স্থিত পুস্তক পাঠ) আমি দিব্য চক্ষে লোকের সদ্গতি ও দুর্গতি দেখিতেছি। জগতের বস্তু সকলি ক্ষণিক, আর আত্মা যে দেহ, তিনিও চিরস্থায়ী নহেন। অতএব ভিক্ষু যদি পরদারগামী হয়েন তথাপি তাহার প্রতি দ্বেষ করিবে না।

(স্বগত) ভিক্ষু এবং সাধক সকলে যাহাতে আমার মতের অন্যথাচরণ না করে তাহার জন্য আমার মতা-বলম্বিনী শ্রদ্ধাকে তাহাদিগের নিকটে প্রেরণ করা আবশ্যক। (নেপথ্যাভিমুখে) শ্রদ্ধা! শ্রদ্ধা!

ভিক্ষুর বেশ ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

ভিং শ্রদ্ধা। কি আজ্ঞা করিতেছেন?

ভিক্ষু। শ্রদ্ধা তুমি সাধক এবং ভিক্ষুদিগকে নিরন্তর আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, ক্ষণকাল তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না।

ভিং শ্রদ্ধা। আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব।

শান্তি। সখি করুণা! এটাও কি তামসী শ্রদ্ধা?

করুণা। হাঁ সখি, এটাও তামসী শ্রদ্ধা।

দিগ। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ভিক্ষু! আমার নিকটে আয়, আমি তোরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ভিক্ষু। (সক্রোধে) ওরে পিশাচ! তুই আবার আমাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বি?

দিগ। ওরে ক্রোধ করিস্ না, কিছু শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

ভিক্ষু। (হাস্য পূর্ব্বক) ওরে পাগল! তুই কি শাস্ত্র জানিস্? (দিগম্বর সিদ্ধান্তের নিকটে গমন করিয়া) কি শাস্ত্রীয় কথা বল্‌বি বল্।

দিগ। ওরে তুই ত নিজের মত প্রকাশ করে বল্লি "দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা নাই, দেহই আত্মা, দেহ নাশ হইলেই মোক্ষ হয়"। এখন তোরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোর মতে ত তুই ক্ষণবিনাশী, তবে কি নিমিত্ত এমন কষ্টকর ব্রত ধারণ করিয়াছিস্?

ভিক্ষু। ওরে! তবে শোন্, আমাদিগের মতাবলম্বী কোন

ব্যক্তি যখন বাসনা রহিত হইবে, তখনি তাহার জ্ঞানোদয় হইবে, এবং সেই জ্ঞানোদয় হইলেই মুক্তি হইবে।

দিগ। ওরে মুর্খ! যদি কস্মিন্ কালে কেহ মুক্ত হইবে এমন নিশ্চয় করিয়াছিস্, তবে তুমি নিজেও সম্প্রতি মরিবে, সুতরাং তোমার ভিক্ষুব্রত তোমার নিজের কি উপকার করিবে। ওরে! কে তোরে এমন ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছে?

ভিক্ষু। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ আমাকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন।

দিগ। বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ ইহা তুই কি প্রকারে জানিয়াছিস্?

ভিক্ষু। বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতেই বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রসিদ্ধ আছে।

দিগ। (উপহাস পুর্ব্বক) ওরে সুবুদ্ধি ভিক্ষু! তোর কথায় যদি বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, তবে আমিও কেন সর্ব্বজ্ঞ না হই? অতএব তুমি এবং তোমার পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি সপ্ত পুরুষ আমার দাস হও।

ভিক্ষু। (সক্রোধে) ওরে পিশাচ! আমি কি তোর দাস?

দিগ। ওরে দাসীবিহারী দুষ্টভুজঙ্গ অল্পায়ু ভিক্ষু তোর হিতের নিমিত্ত কিছু উপদেশ দিতেছি শোন্। তুই বুদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ অর্হৎ পরমেশ্বরের মতে প্রবিষ্ট হইয়া, দিগম্বরব্রত ধারণ কর।

ভিক্ষু। আঃ পাপ! তুই আপনি নষ্ট হইয়াছিস্, অপরকেও নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। ওরে দেখ—

স্বর্গের সমান সুখ বুদ্ধের এ মতে।
তাহা পরিত্যাগ করা নহে কোন মতে॥

সকলের নিন্দনীয় অর্হতের মতে।
কে চাহে রে তোর মতে পিশাচ হইতে॥

ওরে! কে তোর অর্হৎ পরমেশ্বর? তাহার সর্ব্বজ্ঞত্বই বা কে বিশ্বাস করে?

দিগ। (হাস্য পূর্ব্বক) ওরে যাঁহার শাস্ত্র দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ প্রভৃতি জানিতে পারা যাইতেছে, তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রকাশ আছে।

ভিক্ষু। (হাস্য পূর্ব্বক) অনাদি জ্যোতিঃশাস্ত্র দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে। তোর অর্হৎ পরমেশ্বর জ্যোতিঃশাস্ত্র করিয়াছেন? এমন প্রতারণা করিয়া এমন দিগম্বরব্রত ধারণ করিতেছিস্? আর অর্হৎ মতে শরীরের মধ্যে জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তাহাই বা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখ—

শরীরের মধ্যে জীব দীপের আকার।
তিন লোক জানিতে পারেন কি প্রকার?॥
বল দেখি কুম্ভের মধ্যেতে দীপ রেখে।
গৃহের মধ্যের বস্তু কি প্রকারে দেখে?॥

সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ।

সোম। (উদ্দেশে)

নর অস্থিমালা গলে শ্মশানে বসতি।
মনুষ্যকপাল হস্তে অতি শুদ্ধমতি॥
যোগ অঞ্জনেতে শুদ্ধ দর্শন আমার।
শূল খড়্গ ভস্মধারী শিবের আকার॥
মহাযোগে আমার হয়েছে জ্ঞানোদয়।
ত্রিজগৎ দেখিতেছি সব শিবময়॥

দিগ। (স্বগত) এই ব্যক্তি কাপালিকব্রতধারী, ইহাকেই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করা যাউক। (নিকটে গমন করিয়া) ওহে কাপালিক! বল দেখি তোমার ধর্ম্ম এবং মোক্ষ কি প্রকার?

সোম। ওহে দিগম্বর! তুমি আমার ধর্ম্মের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ? শোন—

মনুষ্যের তৈল মজ্জা যুক্ত মহামাংস।
অগ্নিতে নিক্ষেপ করি আহুতির অংশ॥
ব্রাহ্মণকপালপাত্রে করি সুরাপান।
তাহাতে আমার হয় পারণ বিধান॥
মানুষের মস্তক কাটিয়া দিই বলি।
তাহাতে সন্তুষ্টা হন ভৈরব কপালী॥

ভিক্ষু। (হস্তদ্বয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) বুদ্ধ! বুদ্ধ! ওরে নর-কপালধারী জানিলাম, জানিলাম, তোর দারুণ ধর্ম্ম।

দিগ। (হস্তদ্বয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) অর্হৎ, অর্হৎ, কোন ঘোর-নারকী ইহাকে শিক্ষাদান করিয়াছে।

সোম। (সক্রোধে ভিক্ষুর প্রতি) ওরে নেড়া পাষণ্ড চণ্ডালবেশ-ধারী (দিগম্বরের প্রতি) ওরে পুরীষবাহী পিশাচ দেব-নিন্দক! শোন্ যদি এই মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশ ভুবনেশ্বর, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ, ভবানী-পতিকে দেখাইতে পারি, তবে জান্‌বি আমার ধর্ম্মের মহিমা কেমন।

হরি হর ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবগণ।
এখনি আনিতে পারি করে আকর্ষণ॥

নগর কানন সহ পৃথিবীমণ্ডল।
ক্ষণমাত্রে আমি তাহে পূর্ণ করি জল॥
সেই জল ক্ষণমাত্রে করিব শোষণ।
তবে ত জানিবি মম ধর্ম্ম আচরণ॥

দিগ। ওহে সোম সিদ্ধান্ত! বুঝিলাম, কোন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা কুহক দেখাইয়া তোমাকে ভুলাইয়াছে।

সোম। (সক্রোধে) ওরে পাপিষ্ঠ পিশাচ! তুই পরমেশ্বরকে ঐন্দ্রজালিক কহিতেছিস্। এ ক্রোধ কখনই সম্বরণ করা উচিত নহে, এখনি তোর্ সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। (খড়্গ উত্তোলন করিয়া)

এ করাল করবালে কাটি তোর শির।
গলনলে অনর্গল পড়িবে রুধির॥
হুঙ্কার ডঙ্কার করে রুধির লইয়া।
করিব কালীর তৃপ্তি তোরে বলি দিয়া॥

(দিগম্বরসিদ্ধান্তকে কাটিতে উদ্যত)

দিগ। (সত্রাসে) মহাশয়! অহিংসা পরমোধর্ম্ম। (এই কথা বলিতে বলিতে ভিক্ষুর ক্রোড়ে লুক্কায়িত)

ভিক্ষু। (সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) ও ধার্ম্মিক মহাশয়! কৌতুক কিম্বা কলহ প্রযুক্ত তপস্বীর এরূপ কোপ করা উচিত নহে।

সোম। (খড়্গ রাখিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি)

দিগ। (সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) আপনি এক্ষণে ক্রোধ করিয়াছেন, একারণ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাস

ইচ্ছা করিতেছি। আপনার ধর্ম্মের কথা ত শুনিয়াছি এইক্ষণে আপনার মোক্ষের কথা জানিতে ইচ্ছা হই-তেছে।

সোম। আমার মোক্ষের কথা শুন্‌বি? তবে শোন্—

মুক্ত ব্যক্তি অর্দ্ধচন্দ্র কপালে ধরিয়ে।
পার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি কামিনীরে লয়ে॥
আনন্দ তরঙ্গে ভাসে সদানন্দ ময়।
মুক্তির লক্ষণ এই মহাদেব কয়॥
যদি বল ইহার সমান সুখী মুক্ত।
নারী বিনা হেন সুখ কোথা আছে উক্ত॥
যদি বল মুক্ত হয় সুখ দুঃখ হীন।
পাষাণ হইতে ইচ্ছা না করে প্রবীণ॥

ভিক্ষু। ওহে সোম সিদ্ধান্ত! ইচ্ছারহিত জনেরি মুক্তি হয়, এ কথা কি মিথ্যা?

সোম। (স্বগত) স্পষ্টই বোধ হইতেছে ইহাদিগের দুই জনেরি অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা নাই। অতএব আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করিয়া ইহাদিগের নিকট প্রেরণ করি। (প্রকাশে) শ্রদ্ধা এক বার শীঘ্র আমার নিকটে এস্।

সোম সিদ্ধান্তের বেশধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

সোং শ্রদ্ধা। প্রিয়তম! কি আজ্ঞা করিতেছেন?

সোম। প্রিয়ে! তুমি এই ভিক্ষুকে আলিঙ্গন কর।

করুণা। (শান্তির প্রতি) সখি দেখ! দেখ! এই নারী রজস্বলা, ইহার নাম রাজসী শ্রদ্ধা। যেহেতু—

নীল পদ্ম জিনি দুটি নয়ন ইহার।
গলায় দুলিছে দেখ নর অস্থিহার॥
নিবিড় নিতম্ব আর পীনপয়োধর।
নির্ম্মল বদন যেন পূর্ণ শশধর॥

শ্রদ্ধা। (ভিক্ষুকে আলিঙ্গন)

ভিক্ষু। আহা, এই কামিনী কি সুখস্পর্শা।

কত চাঞি কত রণ্ডা করি আলিঙ্গন।
হেন সুখোদয় মম না হয় কখন॥
বুদ্ধের শপথ শত শত করে বলি।
এমন দেখিনে নারী যেমন কাপালী॥

ওগো সোম সিদ্ধান্ত মহাশয়! আপনি ধন্য, আপনার ধর্ম্মও অতি আশ্চর্য্য! আমি অদ্য হইতে বুদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলাম। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য, আপনি আমাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

দিগ। (সক্রোধে ভিক্ষুর প্রতি) ওরে অল্পবুদ্ধি ভিক্ষু! তুই কাপালিনীর স্পর্শে অপবিত্র হইয়াছিস্, ওরে তুই দূর হ, দূর হ, তুই আর আমাকে স্পর্শ করিস নে।

ভিক্ষু। ওরে পাগল দিগম্বরসিদ্ধান্ত! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন মহানন্দরসে বঞ্চিত আছিস্, তোর জন্মই বৃথা।

সোম। (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! তুমি এই দুরন্ত দিগম্বরসিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন কর।

শ্রদ্ধা। (দিগম্বরসিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন)

দিগ। অর্হৎ! অর্হৎ! কাপালিনীর স্পর্শে অতীব সুখো-

দয় হইল। আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইতেছে। সুন্দরি! আমাকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন কর। আমার অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধা। আইস, আমার পশ্চাতে লুক্কায়িত হও।

দিগ।
ওহে পীন পয়োধরি, কুরঙ্গ নয়নি।
পূর্ণ শশধর মুখি, গজেন্দ্র গামিনি॥
যদি তুমি সানুকুলা হও হে রাজসী।
তবে আর কি করিবে? সে শ্রদ্ধা তামসী॥

(সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) মহাশয়! আপনার ধর্ম্ম, সুখ মোক্ষ সাধক, আমি অদ্যাবধি আপনার দাস হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকেও মহাভৈরব মন্ত্রে দীক্ষিত করুন।

সোম। তবে তোমরা দুই জনে এই আসনে উপবেশন কর।

দিগ এবং ভিক্ষু। (আসনে উপবেশন)

সোম। (উভয়ের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! পান পাত্র আনয়ন কর।

শ্রদ্ধা। (সোমসিদ্ধান্তের হস্তে পান পাত্র অর্পণ)

সোম। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া অনুচ্চস্বরে সুরা আহরণ মন্ত্র পাঠ)

শ্রদ্ধা। প্রিয়তম! পান পাত্র সুরাপূর্ণ হইয়াছে।

সোম। (পান পাত্র অবলোকন, এবং সুরাপান করিয়া, দিগম্বর এবং ভিক্ষুর সম্মুখে পান পাত্র ধারণ করিয়া)

মোক্ষ প্রদায়ক এই পবিত্র অমৃত।
পান কর, ভব ভয় যাইবেক দ্রুত॥

পশুপাশ ছেদনের পরম কারণ।
এ কথা অন্যথা নহে শিবের বচন॥

দিগ। (স্বগত) আমাদিগের অর্হৎ ধর্ম্মে সুরাপান বিহিত নহে।

ভিক্ষু। (স্বগত) আমাদিগের বৌদ্ধ ধর্ম্মে সুরাপান বিহিত বটে, কিন্তু কাপালিকের উচ্ছিষ্ট সুরা কি রূপে পান করিব।

সোম। তোমরা কি ভাবিতেছ? (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! এই দুই জনের অদ্যাপি পশুত্ব যায় নাই, ইহারা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে। অতএব তুমি কিঞ্চিৎ পান করিয়া পবিত্র করিয়া দেও। যেহেতু শাস্ত্রে কথিত আছে, "স্ত্রী মুখন্তু সদা শুচি"।

শ্রদ্ধা। (পান পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পান করিয়া ঐ পাত্র ভিক্ষুর হস্তে প্রদান)

ভিক্ষু। (পান পাত্র গ্রহণ করিয়া) এই মহাপ্রসাদ পান করি, (পান করিতে করিতে) অহো! সুরার কি মনোহর সৌরভ, কি আশ্চর্য্য মাধুর্য্য।

কত শত কামিনীর মুখের উচ্ছিষ্ট।
করিয়াছি সুরাপান পাত্র অবশিষ্ট॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে না দেখি এমন।
হেন সুরাপানে ইচ্ছা করে দেবগণ॥

দিগ। অরে ভিক্ষু! তুই সকল পান করিস্ না, আমায় কিঞ্চিৎ দে। আমিও কাপালিনীর বদনামৃত কিঞ্চিৎ পান করি।

ভিক্ষু। (দিগম্বরসিদ্ধান্তের হস্তে পান পাত্র অর্পণ)

দিগ। (পান পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সুরাপান করিয়া) আহা! সুরার কি আশ্চর্য্য সুস্বাদ, কি মনোহর গন্ধ, কি অনুপম মাধুর্য্য, আমি অর্হৎ মতে থাকিয়া এমন উত্তম রসে বঞ্চিত ছিলাম (পুনঃ পুনঃ পান করিয়া উন্মত্ত ভাবে, অস্ফুট-বাক্যে, ভিক্ষুর প্রতি) অরে ভাই! আমার সকল শরীর ঘুরিতেছে, আমি এখন শয়ন করি।

ভিক্ষু। আমিও শয়ন করি। (উভয়ের শয়ন)

সোম। (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! আজ আমরা বিনা মূল্যে এই দুইটী ক্রীতদাস পাইয়াছি। আইস এখন আমরা দুই জনে নৃত্য করি। (সোমসিদ্ধান্ত এবং শ্রদ্ধার নৃত্য)

দিগ। অরে ভাই ভিক্ষু! একবার চেয়ে দেখনা, আচার্য্য কাপালিক এই কাপালিনীর সহিত ক্যামন নৃত্য করিতেছে।

ভিক্ষু। (দিগম্বরের প্রতি) আইস আমরাও দুই জনে এই কাপা-লিনীর সহিত নৃত্য করি (উভয়ে চঞ্চলচরণে নৃত্য করিতে করিতে কাপালিনীর মুখের নিকটে হস্ত চালন পূর্ব্বক গান)

মরি সুন্দরি পীনপয়োধরি রে।
গজ গামিনী ভামিনি কামিনী রে॥
মৃগশাবকলোচনি রঙ্গিনি রে।
উপগূহন চুম্বন দায়িনি রে॥

ভিক্ষু। (সোম সিদ্ধান্তের প্রতি) মহাশয়! আপনার কাপালিক ধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য দেখিলাম। এ ধর্ম্মে বিনা ক্লেশে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

সোম। হাঁ বাপু, এ ধর্ম্মের ন্যায় অনায়াসে সুখ মোক্ষ লাভ আর কোন ধর্ম্মে হয় না। দেখ—

এ ধর্ম্মেতে থাকে যদি স্থির করি মন।
অশেষ সুখের সুখী হয় সেই জন॥
ইহলোকে ভোজন রমণ আদি ভোগ।
পরলোকে অষ্ট সিদ্ধি হয় বিনা যোগ॥

দিগ। (অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া সোমসিদ্ধান্তের মুখের নিকটে হস্ত চালন পূর্ব্বক) অরে আমার কাপালিক, অরে আমার গুরু, অরে আমার মান্য। (নৃত্য)

ভিক্ষু। (হাস্য পূর্ব্বক সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) ওগো আচার্য্য মহাশয়! এই দিগম্বরসিদ্ধান্ত সুরাপানে অনভ্যাস জন্য অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি উহার সমতা করুন।

সোম। (আপনার মুখ হইতে তাম্বুল বাহির করিয়া দিগম্বরসিদ্ধান্তের মুখে অর্পণ)

দিগ। (সুস্থ হইয়া সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) আচার্য্য মহাশয়! সুরা আহরণে আপনার যে প্রকার বিদ্যা দেখিলাম, কামিনী আহরণে কি সেই রূপ বিদ্যা আছে?।

সোম। হাঁ বাপু, আমার কথা তুমি কি জানিবে।

দেবনারী, বিদ্যাধরী, যক্ষী, নিশাচরী।
অপ্সরা, অসুরকন্যা, নারী, বা কিন্নরী॥
যখন যাহার প্রতি লয় মম মন।
আপন নিকটে আনি ক'রে আকর্ষণ॥

দিগ। আচার্য্য মহাশয়! আমরা ত সকলেই মহারাজ মহামোহের অনুচর, আর কামিনী আকর্ষণেও আপনার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তবে ত আপনা দ্বারা মহারাজের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

সোম। আমার দ্বারা মহারাজের কি উপকার হইতে পারে?

দিগ। সত্ত্বগুণের কন্যা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, মহারাজ মহামোহের অত্যন্ত অনিষ্টকারিণী হইয়া উপনিষদের সহিত বিবেকের সঙ্ঘটন জন্য চেষ্টা করিতেছে। আপনি আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা সেই শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিলেই মহারাজের যথেষ্ট উপকার হইবে।

সোম। আমি এই দণ্ডেই সেই পাপীয়সীকে আকর্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি জ্যোতিষগণনা দ্বারা বল দেখি, সেই শ্রদ্ধা এখন কোথায় আছে।

দিগ। (ভূমিতে খড়ির অঙ্কপাত করিয়া গণনায় প্রবর্ত্ত)

শান্তি। সখি শুন্‌লে ত, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি আমার মাতার কথা কহিতেছে, এবং দিগম্বরসিদ্ধান্ত গণনা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। দেখি গণনায় কি স্থির হয়।

করুণা। ভাল দেখা যাক (উভয়ে গোপন ভাবে অবস্থিতি)

দিগ। জলে নাই, স্থলে নাই, আকাশে নাই, পাতালে নাই, শ্রদ্ধা কোথায় আছেন? শ্রদ্ধা বিষ্ণু ভক্তির সহিত সাধুদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে বাস করিতেছেন।

শান্তি। প্রিয় সখি! আজ আমি অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলাম, আমার মৃত দেহে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম।

ভিক্ষু। অহে দিগম্বর! কামনার হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া নিষ্কামধর্ম্ম এখন কোন স্থানে আছেন, তাহাও গণনা কর।

দিগ। (পুনর্ব্বার ভূমিতে অঙ্কপাত করিয়া) জলে নাই, স্থলে নাই, আকাশে নাই, পাতালে নাই, নিষ্কামধর্ম্ম কেবল সাধুদিগের অন্তঃকরণে আছেন।

সোম। (অতি ম্লান বদনে) হায়! হায়! তবে ত মহারাজ মহা-
মোহের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। দেখ—

যদি বিষ্ণুভক্তির সহিত শ্রদ্ধা আছে।
নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম আছে তাঁর কাছে॥
তবে ত প্রবোধচন্দ্র জন্মিতে পারিবে।
অনুমানি বিবেকের বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে॥

অতএব যাহাতে মহারাজ মহামোহের উপকার সাধন
হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। এক্ষণে
নিষ্কাম ধর্ম্মের ও স্বাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার আকর্ষণের জন্য
মহাভৈরবীকে প্রেরণ করিতে হইবে। এখন
তোমরা সকলে আমার সমিভ্ভারে আইস। (সোম-
সিদ্ধান্ত, কাপালিনী, দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং ভিক্ষুর প্রস্থান)

শান্তি। সখি করুণা! চল আমরাও বিষ্ণুভক্তির নিকটে গিয়া
এই সকল সম্বাদ নিবেদন করি।

[শান্তি এবং করুণার প্রস্থান।

ইতি পাষণ্ড বিড়ম্বন নামক তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

(রঙ্গভূমী তীর্থস্থান।)

সাত্বিকীশ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। (উদ্দেশে)

অতি ঘোরতরা, নারী শূল ধরা,
নর মুণ্ড কুণ্ডলিনী।
অগ্নিবর্ণ কেশী, অট্ট অট্ট হাসী,
দীর্ঘ করাল বদনী ॥
লোচন চাহনি, যেন সৌদামিনী,
প্রকাশে ভ্রুকুটি ভঙ্গ।
দেখিয়ে তাহার, বিকট আকার,
এখন কাঁপিছে অঙ্গ ॥

মৈত্রীর প্রবেশ।

মৈত্রী। (উদ্দেশে) আমি মুদিতার নিকটে শুনিয়াছি যে, দেবী বিষ্ণুভক্তি, মহাভৈরবীর হস্ত হইতে আমাদিগের প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এখন কোথায় গেলে সেই প্রিয়সখীর সাক্ষাত পাইব। (সম্মুখে শ্রদ্ধাকে দেখিবামাত্র নিকটে গমন করিয়া) কেও প্রিয় সখী শ্রদ্ধা! তুমি একাকিনী এখানে কি করিতেছ? আমি তোমাকে অন্বেষণ না করিয়াছি এমন স্থান নাই। একি! তুমি কি কোন ভয় পাইয়াছ! তোমার শরীর এত কাঁপিতেছে ক্যান?

শ্রদ্ধা। কেও সখী মৈত্রী, আমার দুর্দ্দশার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? সখি আমাকে ধর।

কালরাত্রিরূপা ভয়ানকা এক নারী।
সম্মুখেতে আমি পড়ে ছিলাম তাহারি॥
আমাকে দেখিয়া এল ক'রে খাই খাই।
খাইলে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত নাই॥

মৈত্রী। (শ্রদ্ধাকে ধরিয়া) সখি এখনো যে তোমার শরীর কাঁপিতেছে।

শ্রদ্ধা। অতি ঘোরতরা, নারী শূলধরা,
নরমুণ্ডকুণ্ডলিনী।
অগ্নিবর্ণ-কেশী, অট্ট অট্ট হাসি,
দীর্ঘ করাল-বদনী॥
লোচন চাহনি, যেন সৌদামিনী,
প্রকাশে ভ্রূকুটি ভঙ্গ।
দেখিয়ে তাহার, বিকট আকার
এখন কাঁপিছে অঙ্গ॥

মৈত্রী। সখি! তুমি কি তারে জান না? তাহার নাম মহাভৈরবী, সে তোমার কি করেছে?

শ্রদ্ধা। সখি শোন—

এক হস্তে ধরিয়া আমার দুই পায়।
এক হস্তে নিষ্কাম কর্ম্মেরে লয়ে যায়॥
সচান যেমন মাংস ধরিয়ে চরণে।
সেই মত দম্ভ ভরে উঠিল গগণে॥

মৈত্রী। (মূর্চ্ছিতা ও পতিতা)

শ্রদ্ধা। কি সর্ব্বনাশ! সখী যে একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছেন। সখি! উঠ, উঠ।

মৈত্রী। (উঠিয়া সখেদে) সখি! তোমার বিপদের কথা তোমার মুখে শুনে আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ হইয়াছে, তুমি কি করে যে সেই রাক্ষসীর হাতে বেঁচে ছিলে আমি তাই ভাবচি। সখি! তারপর তুমি কি করে তার হাত হতে রক্ষা পাইলে?

শ্রদ্ধা। তারপর আমার রোদনধ্বনি শুনিয়া, দেবী বিষ্ণুভক্তি—

ভ্রূকুটি করিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া,
চাহিল তাহার পানে।
অঙ্গ জড় সড়, হাড় মড় মড়,
হইয়া পড়ে পাশানে॥

মৈত্রী। সখি! তুমি যথার্থই ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তারপর দেবী বিষ্ণুভক্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে, "আমি মহামোহকে সমূলে বিনাশ করিব। শ্রদ্ধা তুমি বিবেকের নিকটে গিয়া বলিবে যে, তিনি কাম ক্রোধাদির বিজয়ের নিমিত্ত উদ্যোগ করেন, তাহা হইলেই বৈরাগ্যের আগমন হইবে। আর আমিও প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, নিয়ম, সত্য প্রভৃতি সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া সময় বুঝিয়া মহারাজের নিকটে গমন করিব। এবং শান্তি প্রভৃতির কৌশল দ্বারা উপনিষদ্দেবীর সহিত

বিবেকের সংঘটন করিব, তাহা হইলেই প্রবোধচন্দ্রের জন্ম হইবে"। এক্ষণে আমি বিবেকের নিকট গমন করি। সখি! তুমি এখন কোথায় যাইবে?

মৈত্রী। আমি, প্রমুদিতা, দয়া, এবং উপেক্ষা, আমরা এই চারি ভগিনী, এখন সাধুদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে বাস করিব। তাহাতে সাধু সকলে এইরূপ চিন্তা করিবেন, যে—

সুখীতে মৈত্রতা, আর দয়া দুঃখী জনে।
পুণ্য ধর্ম্মে প্রমুদিতা, উপেক্ষা কুমনে॥
ইহা হৈলে রাগ, লোভ, দ্বেষ, দোষ, পাপ।
নষ্ট হয়, দূরে যায় মনের সন্তাপ॥

সে যা হউক, আমি এখন সাধুদিগের নির্ম্মল অন্তঃ-করণে বাস করি গে। সখি! তুমি মহারাজ বিবে-কের দর্শন কোথায় পাইবে?

শ্রদ্ধা। দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উপনিষদ্দেবীরে পাইবার জন্য তিনি ভাগীরথী তীরে তপস্যা করিতেছেন, আমি এখন সেই স্থানে গমন করিলেই বিবেকের সাক্ষাৎ পাইব।

মৈত্র। সখি! তবে তুমি এখন ভাগীরথী তীরে গমন কর। আমিও এখন চলিলাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুমতির সহিত বিবেকের প্রবেশ।

বিবে। (উদ্দেশে মহামোহের প্রতি) আঃ পাপিষ্ঠ মহামোহ, তুই জগতের লোক সকলের কি না অনিষ্ট করিতেছিস্ ?। যেহেতু—

অতি শান্ত সুশীতল, চিদানন্দ বিনির্ম্মল,
পরমাত্মা অমৃতসাগরে।
থাকিয়াও হলে শ্রান্ত, মহামোহে হ'য়ে ভ্রান্ত,
সে অমৃত পান নাহি করে ॥
সংসার জলধি তীরে, গিয়ে বিষময় নীরে,
মূঢ় জন সদা করে পান।
দেখেও নাহিক দেখে, কালকূট লাগে মুখে—
সে জনের নাহি পরিত্রাণ ॥

আরও দেখ—

সংসার তরুর মূল হয়েছে অজ্ঞান।
সেই তরু নির্ম্মূল না হয়, বিনা জ্ঞান ॥
জ্ঞানের কারণ ঈশ্বরের উপাসনা।
তাহাই করুক, যার আছে বিবেচনা ॥

সে যা হউক, মহামোহের মূল অবোধ, প্রবোধ বিনা [illegible] অবোধের কিছুতেই বিনাশ হইতে পারে না। [illegible] সেই প্রবোধের উৎপত্তির নিমিত্ত যত্ন করা [illegible] আর দেবী বিষ্ণুভক্তিও আমাকে আদেশ [illegible]ছেন যে, "কাম ক্রোধাদির পরাজয়ের নিমিত্ত [illegible] করিবে," তা অগ্রে দেবী বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞা [illegible] করা উচিত। (চিন্তা করিয়া) মহামোহের অনুচরে[illegible] কামই সর্ব্বপ্রধান, সেই কামকেই অগ্রে বিনাশ [illegible] হইবে। এক্ষণে কামের পরা-

জয়ের নিমিত্ত বস্তুবিচারকে প্রেরণ করি। (সুমতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) সুমতি! তুমি বস্তুবিচারকে আমার নিকটে আনয়ন কর।

সুম। যে আজ্ঞা! (গমন, ক্ষণকাল পরে বস্তুবিচারের সহিত আগমন)

বস্তু। (উদ্দেশে) কি আশ্চর্য্য! বিচার-রহিত, কামাতুর, মহা-মোহান্ধ লোকদিগকে দুরাত্মা কন্দর্প কি বঞ্চনাই করি-তেছে! দেখ—

মল মূত্র ক্লেদ ময়ী পুতলীর প্রায়।
কামিনী অশুচি সদা তবু ধন্যা হয়॥
বিজ্ঞ লোক হইয়াও প্রশংসে কামিনী।
বলে কিবা পদ্মমুখী কুরঙ্গ-নয়নী॥
সুনিবিড়-নিতম্বিনী পীন-ঘন-স্তনী।
কিবা উরু কিবা ভুরু, মধুর-বচনী॥
দেখিলে প্রমত্ত হ'য়ে হয় আহ্লাদিত।
এ কেবল দুরাচার কামের চেষ্টিত॥

আর যে পণ্ডিত মহাশয়েরা যথার্থ বস্তু বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও মোহান্ধতা প্রযুক্ত, মাংস, রক্ত, অস্থি, মল, মূত্র, ক্লেদময়ী নারীতে বিরাগ হয় না। দেখ—

মনোহর মণিমুক্তা মাণিক্য কাঞ্চন।
সুগন্ধি-কুসুমমালা বিচিত্র বসন॥
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজান রমণী।
আহ্লাদিত হন আপনারে ধন্য মানি॥
যে জানে নারীর বাহ্য অন্তর সকল।
সে ভাবে নরক ইহা যেন অবিকল॥

(উদ্দেশে কামের প্রতি) অরে চণ্ডাল কাম! তুই জগ-তের লোক সকলকে ব্যাকুল করিতেছিস্।

কামী জন বলে এই কামিনী আমারে।
পূর্ণচন্দ্রমুখী বালা সদা বাঞ্ছা করে॥

অরে মূঢ় কামী—

কেবা তোরে বাঞ্ছা করে কিছুই না জান।
অস্থি মাংস শরীরকে নারী ব'লে মান॥

সুম। ওহে বস্তুবিচার! ঐ দেখ, মহারাজ উদ্বিগ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন, এখন তুমি শীঘ্র উঁহার নিকটে গমন কর।

বস্তু। (বিবেকের নিকট উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হউক, মহারাজ! আমি বস্তুবিচার প্রণাম করি।

বিবে। কেও বাছা বস্তুবিচার, এসো, এসো, আমার নিকটে ব'সো।

বস্তু। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন।

বিবে। বাছা বস্তুবিচার! মহামোহের সহিত আমার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। সেই যুদ্ধে মহামোহের প্রধান সেনাপতি কামের প্রতিযোদ্ধা তোমাকেই স্থির করিয়াছি।

বস্তু। (সহর্ষে) মহারাজ! আজ আমি ধন্য হইলাম। যেহেতু মহারাজ আমাকে বীর-পুরুষ জ্ঞান করিয়াছেন।

বিবে। ভাল বস্তুবিচার! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি কি কি অস্ত্র দ্বারা কামকে পরাজয় করিতে পারিবে?

বসন্ত। মহারাজ! যে কামের ধনুর্ব্বাণ পুষ্পময়, তাহাকে পরাজয় করিবার জন্য কি কোন অস্ত্রের আবশ্যক করে? দেখুন—

আমি যারে আশ্রয় করি সেই জন।
কদাচিত দেখিবে না, নারীর বদন॥
মল মুত্র ক্লেদময় দেহ কামিনীর।
বলিবে, যাইবে কাম, এই জেন স্থির॥

বিবে। (সানন্দে) ভাল, ভাল, বস্তুবিচার আমি তোমার বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি অতি বিচক্ষণ বটে।

বসন্ত। মহারাজ! আরও বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পুণ্য-নদী, গিরি, আর পুণ্য-তপোবন।
পুণ্যক্ষেত্র, সাধুসঙ্গ, ব্যাসের বচন॥
এ সকল বস্তু যদি জয়যুক্ত থাকে।
কি করিবে নারী? কাম পড়িবে বিপাকে॥

কামোদ্ভবের প্রধান কারণ কামিনীকে জয় করিতে পারিলে, কামের অন্যান্য কারণ সকল সুতরাং পরাজিত হইবে। যেমন—

সুগন্ধি-পুষ্পের মালা, সুচারু চন্দন।
কোকিল ভ্রমর রব, চন্দ্রের কিরণ॥
নবীন-পল্লব, বন, বসন্ত সময়।
মন্দ-গতি সমীরণ, নির্জ্জন-আলয়॥
বরিষা সময়, নব মেঘের উদয়।
কামিনী করিলে জয়, সবে পরাজয়॥

মহরাজ! এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

যাত্রা করিতে শীঘ্র আদেশ করুন। আমি রণস্থলে গমন করিয়া কি কি করিব তাহাও বলিতেছি।

উত্তম বিচার-শর করিয়া যোজনা।
ক্ষণেকে বধিব আমি বিপক্ষের সেনা॥
হবে শর জালে প'ড়ে কামের মরণ।
জয়দ্রথ বধ কৈল অর্জ্জুন যেমন॥

বিবে। বাছা বস্তুবিচার! তোমার সাহস এবং কৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, শত্রু জয়ের নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর।

(প্রণতি পুর্ব্বক) যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

স্মৃতি! ক্রোধের পরাজয়ের নিমিত্ত ক্ষমাকে আনয়ন কর।

যে আজ্ঞা (প্রস্থান, ক্ষণকাল পরে ক্ষমার সহিত পুনঃ প্রবেশ)

(উদ্দেশে) ক্রোধভরে বিকট ভ্রুকুটি ভয়ানক।
তাহার বচন কটু সহে কোন লোক?॥
যে জন পণ্ডিত করে আমাকে আশ্রয়।
পরের বচন কটু সেই জন সয়॥
আমাকে আশ্রয় ক'রে বিজ্ঞ মৌনে রয়।
বাক্য শ্রমে শরীরের ক্লেশ নাহি হয়॥
হিংসা আদি অনর্থ সকল দূরে যায়।
একাকী করিতে পারি, ক্রোধ পরাজয়॥

স্ম। ওগো ক্ষমা! ঐ দেখ মহারাজ বসিয়া আছেন। তুমি উঁহার নিকটে যাও।

ক্ষ।। (বিবেকের নিকটে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! আমি আপনার দাসী ক্ষমা, প্রণাম করি।

বিবে। এসো, এসো, বাছা ক্ষমা এসেছ, এই খানে ব'স।

ক্ষমা। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! এ দাসীর প্রতি কি অনুমতি হয়?

বিবে। আমি অনুমান করি তুমিই দুরাত্মা ক্রোধকে পরাজয় করিতে পারিবে।

ক্ষমা। মহারাজের চরণপ্রসাদে আমি মহামোহকে পরাজয় করিতে পারি, তাহার অনুচর ক্রোধকে পরাজয় করিব এ অতি সামান্য কথা।

যাগ যজ্ঞ তপস্যার বাধক যে ক্রোধ।
অবিলম্বে বিনাশিব করি হেন বোধ॥
প্রকাণ্ড মহিষাসুর বিখ্যাত ধরণী।
তাহারে যেমন বিনাশেন কাত্যায়নী॥

বিবে। বাছা ক্ষমা! বল দেখি কি উপায় দ্বারা তুমি ক্রোধকে পরাজয় করিবে।

ক্ষমা। মহারাজ তাহা শ্রবণ করুন।

মম অঙ্গ আশ্রয় করিবে যেই জন।
আমার কৃপায় হবে সহাস্য বদন॥
ক্রুদ্ধ জনে জোড়করে করিবেক স্তুতি।
অতি শীঘ্র মরিবে সে ক্রোধ দুষ্টমতি॥

বিবে। ভাল, ভাল।

ক্ষমা। মহারাজ! এইরূপে ক্রোধের পরাজয় হইলেই হিংসা, কটুবাক্য, নিষ্ঠুরতা, মত্ততা, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অনেকেই পরাজিত হইবে।

বিবে। ক্ষমা! তবে তোমার আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। তুমি ক্রোধের পরাজয়ের নিমিত্ত অদ্যই বারাণসীতে গমন কর।

ক্ষমা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রণতি পূর্ব্বক গমন)

বিবে। সুমতি! লোভের পরাজয়ের নিমিত্ত সন্তোষকে আনয়ন কর।

সুম। যে আজ্ঞা মহারাজ। (গমন, ক্ষণকাল পরে সন্তোষের সহিত আগমন)

সন্তো। (উদ্দেশে) উত্তম উত্তম ফল কত আছে বনে।
সুশীতলজলা নদী, আছে স্থানে স্থানে॥
নবীন পল্লবশয্যা কাননে থাকিতে।
কি নিমিত্ত যায় লোক ধনির দ্বারেতে॥

অরে মূঢ় লোক সকল! তোমাদিগের দুঃখের শেষ নাই। দেখ—

ধন পাবে, ব'লে সবে, ভ্রম দ্বারে দ্বারে।
দূরে থাক্ ধন পাওয়া, দেয় দূর ক'রে॥
কতবার এ প্রকার হয়েছে তোমার।
তথাপি প্রত্যাশানদী, না হইলে পার॥

এ সকলি সেই দুরাত্মা লোভের কর্ম্ম। যেহেতু—

ধনী হয়ে বহুধনে, আরো পাব কতক্ষণে,
এই চিন্তা করে দিবানিশি।
হৈল পরমার্থ নাশ, তোমারে করিল গ্রাস,
নিজ বলে, প্রত্যাশা রাক্ষসী॥
যদি বহুধন পেলে, দুঃখ হয় খোয়াইলে,
রেখে গেলে তাহে বা কি ফল।
পরমার্থ উপার্জ্জন কর, ধর সুবচন,
সর্ব্বকাল হইবে অটল॥

কাল আসি নিজ বলে, যখন ধরিবে চুলে,
কোথা রবে ধন পরিজন।
যদি কেহ হও ধীর, সন্তোষ অমৃত নীর,
সন্তোষে সন্তোষ কর মন॥

সুম। (সন্তোষের প্রতি) মহাশয়! ঐ দেখুন মহারাজ বসিয়া আছেন। আপনি উঁহার নিকটে গমন করুন।

সন্তো। (বিবেকের নিকটে উপস্থিত হইয়া) জয় মহারাজ, মহা-রাজ! আমি সন্তোষ, প্রণাম করি।

বিবে। আরে এসো, এসো, বাছা সন্তোষ আমার নিকটে ব'স।

সন্তো। (বিবেকের নিকটে বসিয়া) মহারাজ! আমার প্রতি কি আদেশ হয়?

বিবে। বাছা সন্তোষ! দুর্জ্জয় লোভের পরাজয়ের নিমিত্ত তোমাকে বারাণসীতে গমন করিতে হইবে।

সন্তো। যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি এখনি গমন করিব।

অনেক দ্রব্যেতে থাকে লোভ দুরাশয়।
ত্রিলোকের অনিষ্টকারক সেই হয়॥
ক্ষণমাত্রে আমি তার বধিব জীবন।
যেমন শ্রীরাম বধেছেন দশানন॥

[বিবেককে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।

বিনয় নামে গণকের প্রবেশ।

বিনয়। (বিবেকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! আমি গণক, আমার নাম

বিনয়। আমি যুদ্ধযাত্রার শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়াছি, এবং প্রস্থানের মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়াছি।

বিবে। হাঁ! উত্তম হইয়াছে। বিনয় তুমি শীঘ্র সেনাপতি-দিগকে শুভ সময়ে যাত্রা করাও।

বিন। যে আজ্ঞা মহারাজ (প্রণাম পূর্ব্বক রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া)

গণ্ডে মুণ্ডে শুণ্ডে তুণ্ডে সদা মদ ঝরে।
এমন হস্তীর সজ্জা কর ত্বরা ক'রে॥
পবন সমানগতি তুরঙ্গ সাজাও।
যোজনা করিয়া রথে পথে চলে যাও॥
শেল শূল শক্তি যষ্টি গদা ভিন্দিপাল।
লগুড় তোমর চাপ বাণ করবাল॥
এ সকল অস্ত্র লয়ে যত সেনাগণ।
এই শুভক্ষণে সবে করহ গমন॥

এই সময়টী যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময় হইয়াছে, এক্ষণে আমি সাংখ্যশাস্ত্র প্রভৃতি সেনাপতি সকলকে এবং পরশ্রীভাবনা প্রভৃতি সেনাগণকে সমভিব্যাহারে লয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করি।

[প্রস্থান।

বিবে। পাপিষ্ঠ মহামোহের পরাজয়ের নিমিত্ত সেনানী সকলকে প্রেরণ করা হইয়াছে। এক্ষণে চল আমরাও বারাণসীতে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রঙ্গভূমি বারাণসী।)
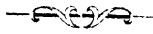
মন্ত্রী ধর্ম্ম, এবং সৎসঙ্গ সারথির সহিত বিবেকের প্রবেশ।

সারথি। মহারাজ! সম্মুখে সুরধুনীতীরে আদিদেব কেশবের মন্দির দেখা যাইতেছে।

বিবে। (সহর্ষ) এমন আনন্দময় স্থান কি আর আছে?

ইনি সেই আদিদেব হরি মুক্তি দাতা।
যাঁহারে পুরাণে কহে কাশীর দেবতা॥
এই স্থানে মরিলে কৈবল্য পায় জীব।
কর্ণেতে তারক মন্ত্র দেন সদাশিব॥

সার। মহারাজ! ঐ দেখুন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মহামোহের সেনাগণ মহারাজকে দেখিবামাত্র অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

বিবে। উত্তম হইয়াছে, এক্ষণে চল আমরা আদিদেব কেশবকে প্রণাম করিয়া আসি। (সকলেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক জোড় করে স্তুতি পাঠ)

জয় জয় কেশব, জয় জয় মাধব,
জয় জয় বিপিনবিহারী।
জয় পীতাম্বর, জয় মুরলীধর,
জয় গোবর্দ্ধনধারী॥

ব্রজবনিতাম্বর চৌর, হে নটবর,
মুরহর হরি বনমালী।
ব্রজ রাজ বালক, ত্রিভুবন পালক,
মধুরিপু বহু গুণশালী॥
নিন্দিত নব ঘন, বিদলিত অঞ্জন,
গঞ্জন শ্যামল কান্তি।
জয় দামোদর, ভুবন মনোহর,
সুন্দর হর মম ভ্রান্তি॥

(প্রণাম পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক ভ্রমণ এবং অবলোকন করিতে করিতে)

বিবে। মন্ত্রিবর! পৃথিবী মধ্যে এই বারাণসীর সদৃশ উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। এই স্থানে আমাদিগের রাজপতাকা রোপণ করা উচিত।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা মহারাজ! এক্ষণে চলুন আমরা বাস ভবনে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিবেকোদ্যোগ নাম চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

(রঙ্গভূমি বারাণসী চক্রতীর্থ।)

সাধুজন পরিবৃতা বিষ্ণুভক্তি, শান্তির সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। (উদ্দেশে)

শত্রুতা হইলে যুদ্ধ হয় পরস্পরে।
তাহাতে জন্মিলে ক্রোধ কুলক্ষয় করে॥
বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণেতে জন্মে দাবানল।
যেমন তাহাতে দহে সে বৃক্ষ সকল॥

কি আশ্চর্য্য! বস্তুবিচারাদি কামাদিকে বিনাশ করিয়াছে, তজ্জন্য আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে ক্যান? (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) হাঁ! তা না হবে ক্যান? আমরা নাকি মনের সন্তান, এবং কামাদিও সেই মনের সন্তান। যদিচ সেই কাম ক্রোধাদি অতি দুর্বৃত্ত এবং আমাদিগের অত্যন্ত অনিষ্টকারী, তথাপি আমরা সকলেই এক বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া তাহাদিগের জন্য আমার এরূপ শোকের উদয় হইতেছে। তা হতেই পারে। যেহেতু—

নদ নদী, পয়োনিধি, পর্ব্বত, কানন।
ত্রিজগতে চিরস্থায়ী নহে কোন জন॥

তৃণতুল্য প্রাণীর বিষয়ে কোন্ কথা।
তথাপি দুরন্ত শোক না হয় অন্যথা॥

সে যা হউক, যুদ্ধক্ষেত্রে হিংসার নিশ্চয় আগমন সম্ভাবনায় দেবী বিষ্ণুভক্তি যুদ্ধ স্থান পরিত্যাগ করিয়া শালগ্রামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন, এবং আমার মুখে যুদ্ধের বৃত্তান্ত সকল শুনিবার জন্য আমাকে তথায় যাইতে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তাঁহার নিকটে গমন করি। (কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া) এই যে সম্মুখে চক্রতীর্থ দেখিতেছি। এই স্থানে অপার সংসার সাগর পারাবারের কাণ্ডারী হরি স্বয়ং বাস করিতে-ছেন। (প্রণাম করিয়া) এই যে দেবী বিষ্ণুভক্তি আমার কন্যার সহিত কি কথোপকথন করিতেছেন, এবং সাধু সকলে তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছেন। আমি এই সময় ইহাঁদিগের নিকটে যাই।

শান্তি। (বিষ্ণুভক্তির প্রতি) দেবি! আজ আপনাকে এমন চিন্তাযুক্তা দেখিতেছি ক্যান?

বিষ্ণু। বাছা শান্তি! সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবল মহামোহ, না জানি বাছা বিবেকের কি দুর্দ্দশাই করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সম্বাদ না পাওয়ায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

শান্তি। দেবি! সে জন্য চিন্তার বিষয় কি? আপনার অনুগ্রহ থাকিলে মহারাজ বিবেকের অবশ্যই জয় লাভ হইবে।

বিষ্ণু। বাছা শান্তি! তুমি যাহা কহিলে সে সকলি সত্য বটে, তথাপি—

সুহৃদের মঙ্গল যদ্যপি সদা হয়।
প্রামাণিক লোক আসি নিকটেতে কয়॥
তথাপি অশুভ শঙ্কা হয় মনে মনে।
সেই শুভ সত্য ব'লে নাহি লয় মনে॥

বিশেষতঃ যুদ্ধের বৃত্তান্ত সকল শুনিবার জন্য শ্রদ্ধাকে আমার নিকটে আসিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রদ্ধা এ পর্য্যন্ত না আসায় আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে।

শ্রদ্ধা। (বিষ্ণুভক্তির নিকটে উপস্থিত হইয়া) ভগবতি! প্রণাম করি।

বিষ্ণু। (সহর্ষে) কেও বাছা শ্রদ্ধা, এস এস, সকল মঙ্গল ত?

শ্রদ্ধা। দেবি! আপনার প্রসাদে সকলি মঙ্গল।

শান্তি। মা! প্রণাম করি।

শ্রদ্ধা। বাছা শান্তি, এস এস, আমার ক্রোড়ে ব'স।

শান্তি। (শ্রদ্ধার ক্রোড়ে উপবেশন)

বিষ্ণু। বাছা শ্রদ্ধা! তোমার মুখে যুদ্ধের বৃত্তান্ত সকল শুনিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এক্ষণে তাহা আনুপূর্ব্বিক বল।

শ্রদ্ধা। দেবি! তবে শ্রবণ করুন।

আপনি আদিদেব কেশবের মন্দির হইতে গমন করিলে পর, প্রভাত সময়ে মহামোহ এবং মহারাজ বিবেক এই দুই পক্ষের সৈন্য বিন্যাস হইলে, মহারাজ বিবেক, ন্যায়দর্শনকে দূত করিয়া মহামোহের নিকট পাঠাইলেন। ন্যায়দর্শন ঘোরতর সৈন্যসাগরে প্রবেশ

পূর্ব্বক মহামোহের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে,—

দেবালয়, পুণ্যনদী, পুণ্যবনস্থলী।
পুণ্যবান লোকের হৃদয় এ সকলি॥
পরিত্যাগ কর মোহ যদি ভাল চাও।
আপনার সৈন্যলয়ে ম্লেচ্ছ দেশে যাও॥
নতুবা তোমার দেহ হবে খণ্ড খণ্ড।
শৃগাল কুক্কুরে খাইবেক তোর মুণ্ড॥

বিষ্ণু। (সহর্ষে) তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তার পর মহামোহ ন্যায়দর্শনের ঐ রূপ কটুবাক্য শ্রবণমাত্র রাগভরে ভ্রুকুটিভঙ্গি করিয়া "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা, আমি এই দণ্ডেই সেই দুরাত্মা বিবেকের সমুচিত ফলদান করিব" এই কথা বলিয়া পাষণ্ডের সহিত পাষণ্ডশাস্ত্র সকলকে প্রেরণ করিলেন। ইতি মধ্যে মহারাজ বিবেকের সৈন্যগণের সম্মুখে।

বেদাঙ্গ পুরাণ বেদ ইতিহাস স্মৃতি।
সর্ব্ব শাস্ত্র ময়ী দেবী উজ্জ্বল আকৃতি॥
শশাঙ্ক সদৃশ কান্তি সরস্বতী মাতা।
সানুকুলা হইয়া হঠাৎ উপস্থিতা॥

বিষ্ণু। (প্রসন্ন বদনে) তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তার পর বৈষ্ণবশাস্ত্র, শাক্তশাস্ত্র, এবং শৈবশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকল, সরস্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

বিষ্ণু। (ব্যগ্র হইয়া) তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তার পর—

ন্যায় সাংখ্য পাতাঞ্জল, মহাভাষ্য মহাবল,
কণাদ প্রভৃতি শাস্ত্র লয়ে।
সহস্র বাহুধারিণী, মীমাংসা রণরঙ্গিনী,
ত্রয়ীবেদ ত্রিচক্ষু ধরিয়ে॥
আর আর শাস্ত্রগণ, অঙ্গে নানা আভরণ,
খড়্গ চর্ম্ম ত্রিশূল ধারিণী।
সরস্বতীর সম্মুখে, আইলেন হাস্য মুখে,
যেমন দ্বিতীয় কাত্যায়নী॥

শান্তি। (শ্রদ্ধার প্রতি) মা! আপনি কহিলেন যে, মহামোহের পরাজয়ের নিমিত্ত সকল শাস্ত্র একত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বভাবত বিরুদ্ধবাদী আগমশাস্ত্রের সহিত মীমাংসাদি শাস্ত্রের কি প্রকারে মিলন হইল?

শ্রদ্ধা। বাছা তা কি জান না। যদিচ এক বংশজাত ব্যক্তির পরস্পর বিবাদী হইয়া থাকে, কিন্তু অপরের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারাই আবার একত্র মিলিত হইয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে কার্য্য করে। বেদ হইতে সকল শাস্ত্রই উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র যদিচ পরস্পর বিরুদ্ধবাদী, তথাপি নাস্তিক মত খণ্ডন এবং বেদ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা একত্র হইয়াছিলেন। ফলত তত্ত্ববিচারক ব্যক্তিদিগের নিকটে কোন শাস্ত্রের বিরোধ নাই। দেখ—

নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, পরমাত্মা সনাতন,
অনাদি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়।
গুণভেদ হৈলে তিনি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি,
এই ভেদ আগমেতে কয়॥

[illegible] বলি তাই, তাহাতে বিরোধ নাই,
তাহাতেও ঈশ্বর পাইবে।
[illegible] যাউক বারি, বক্র বা ঋজু সঞ্চারি,
সব জল সমুদ্রে যাইবে।

শ্রদ্ধা। ও কথা এখন থাকুক, যুদ্ধের বৃত্তান্ত যাহা বলিতেছিলে তার পর কি হ'ল, এখন তাহাই বল।

তার পর—

মহামোহ আর বিবেকের যত বল।
অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া দাঁড়াল দুই দল॥
করিল তুমুল যুদ্ধ উভয়ের সেনা।
পড়িল যতেক সৈন্য না হয় গণনা॥
রুধিরে হইল নদী মাংসেতে কর্দ্দম।
মস্তক সকল হইল কচ্ছপের সম॥
হস্তী সব দ্বীপের সমান নদী মাঝে।
শ্বেত ছত্র হংস তুল্য হইয়া বিরাজে॥
ধনুক সকল সর্প সমান ভাসিল।
অস্ত্র শস্ত্র নানা পক্ষী সদৃশ হইল॥

সেই ঘোরতর মহা সংগ্রামে প্রথমতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং নাস্তিক শাস্ত্র ইহারা দুই জনে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ দুই জনে পরস্পর অনৈক্য জন্য পরস্পর মর্দ্দনে বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিনাশ হওয়াতে নাস্তিক শাস্ত্র নির্ম্মূল হইয়া বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্ররূপ সমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে গান্ধার, পারসীক, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছে। পাষণ্ড দিগম্বরসিদ্ধান্ত এবং সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পাঞ্চাল, মালব, আভীর

দেশে গমন করিয়া গুপ্তভাবে আছে। নাস্তিকদিগের তর্কশাস্ত্র সকল ন্যায় মীমাংসার প্রহারে জর্জ্জরীভুত হইয়া বৌদ্ধাগমের পথে গমন করিয়াছে।

বিষ্ণু। (অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া) তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তার পর বস্তুবিচার, কামিনীকে পরাজয় করাতে কামেরও বিনাশ হইয়াছে। ক্ষমা কর্ত্তৃক ক্রোধ, হিংসা এবং নিষ্ঠুরতার অন্তিমকাল ঘটিয়াছে। লোভ, তৃষ্ণা, দৈন্য, মিথ্যা, চৌর্য্য এবং প্রতিগ্রহ, ইহারাও সন্তোষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অনসুয়া মাৎসর্য্যকে এবং পরশ্রীভাবনা মদকে পরাভব করিয়াছে।

বিষ্ণু। বাছা শ্রদ্ধা! তোমার মুখে যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনে আমার যে কত আহ্লাদ হয়েছে তা প্রকাশ করিতে পারি না। এখন বল দেখি মহামোহের কি দশা হইয়াছে।

শ্রদ্ধা। মহামোহ যোগব্যাঘাতের সহিত কোন গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত আছে। তাহার বিশেষ সম্বাদ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

বিষ্ণু। (বিমর্ষভাবে) তবে ত বিবেকের শত্রু নিঃশেষ হইল না। যা হউক বিবেক অবশ্যই তাহার বিনাশ করিবেন। যেহেতু—

পাপ শেষ রোগ শেষ আর ঋণ শেষ।
অগ্নি শেষ শত্রু শেষ করিবে নিঃশেষ॥
আপনার ভাল চেষ্টা করে যে পণ্ডিত।
এ সকল শেষ নাহি রাখে কদাচিত॥

বাছা শ্রদ্ধা! তোমায় আর একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি, কাম ক্রোধাদি প্রিয় পুত্র সকল বিনাশ হওয়াতে মন পুত্র শোকে কি রূপ অবস্থায় আছে ? ।

শ্রদ্ধা। আহা! তিনিও পুত্র পৌত্রাদির শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

বিষ্ণু। (হাস্য পূর্ব্বক) হায় ! এমন দিন কি হবে ? তার কখন কি মরণ আছে? তা হলে ত আমরা সকলেই কৃতার্থ হইতাম, পুরুষ সকল নিশ্চিন্ত হইতেন, এবং আত্মাও পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিতেন।

সে যা হউক, দুরাত্মা মহামোহের কি রূপে মরণ হইবে এখন সেই চিন্তাই আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

শ্রদ্ধা। (হাস্যপূর্ব্বক) দেবি ! সে জন্য চিন্তার বিষয় কি ? যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে সেই প্রবোধচন্দ্র জন্মিবামাত্র মহামোহকে বিনাশ করিবে।

বিষ্ণু। তবে চল এখন মনের নিকটে বৈরাগ্যের সমাগমের নিমিত্ত বেদান্তদর্শনকে প্রেরণ করি।

[বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা এবং শান্তির প্রস্থান।

সঙ্কল্পের সহিত মনের প্রবেশ।

মন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদ্দেশে) হায় ! আমি পুত্রাদির শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এখন কোথা যাই, কে আমার এ দারুণ শোক নিবারণ করিবে। হা প্রিয়

পুত্র কাম ক্রোধ! হা বৎস অহঙ্কার! তোমরা কোথায় গিয়াছ, শীঘ্র আমার বাক্যের উত্তর দাও।

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া রোদন করিতে করিতে) কৈ কেহই যে আমার বাক্যে উত্তর দেয় না।

প্রিয় সুহৃৎ রাগ দ্বেষ মদ মাৎসর্য্যাদি! তোমরা ত আমার নিয়ত সহচর ছিলে, এখন সময় পাইয়া তোমরাও কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? হায়! আশা, অসূয়া, ঈর্ষা, মত্ততা প্রভৃতি কন্যারাই বা কোথায় গেল। আমি বৃদ্ধদশায় শোকানলে দগ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছি, তাহারাও ত পিতা বলে কেহই এক বার আমাকে সান্ত্বনা করিল না। আর রতি, হিংসা, তৃষ্ণা, নাস্তিকতা প্রভৃতি পুত্রবধূগণ, তোমরাই বা এমন বিপদের সময় কোথায় গেলে। সময় পাইয়া কে বুঝি তোমাদিগকে হরণ করিয়াছে। হায়! আর যে এ দেহভার বহন করিতে পারি না, আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে।

পুত্রাদি বিনাশ জন্য শোক মহাজ্বর।
অতিশয় ব্যাকুল করিছে নিরন্তর॥
বিষাগ্নি সমান মর্ম্ম সদা দহিতেছে।
মর্ম্মান্তিক আত্যন্তিক বেদনা দিতেছে॥
হইতেছে মরণের অধিক যন্ত্রণা।
করিতে না পারি হিতাহিত বিবেচনা॥

হায়! আমি এখন কোথায় যাই, চতুর্দ্দিক যে শূন্য দেখিতেছি। (মূর্চ্ছিত এবং পতিত)।

সঙ্ক। (রোদন করিতে করিতে) হায়! একি হল, মহারাজ যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এখন কি করি, নিকটে যে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। মহারাজ! ইন্দ্রিয়রাজ! উঠুন, উঠুন।

মন। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) সঙ্কল্প! আমার প্রিয়পত্নী প্রবৃত্তি কোথায়? সেও কি এমন বিপদের সময় এক বার আমার নিকটেও এল না?

সঙ্ক। (সকাতরে) মহারাজ! আপনি বলেন কি, আপনি যে নিতান্ত অবোধের ন্যায় কথা কহিছেন। তিনি কি বেঁচে আছেন, যে আপনার নিকটে আসিবেন।

মন। (সবিস্ময়ে) য়্যাঁ! কি বল্লে? আমার প্রিয়তমা প্রবৃত্তি বেঁচে নাই?। সঙ্কল্প! তুমি সত্য ক'রে বল, আমার প্রিয়তমার কি হয়েছে।

সঙ্ক। মহারাজ! আর ব'লব কি, তিনিও কাম ক্রোধাদির শোকে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন।

মন। কি ব'ল্লে? প্রাণেশ্বরী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, হা প্রিয়ে—

স্বপ্নেতেও আমা ছাড়া না থাকিতে তুমি।
তোমা বিনা ক্ষণমাত্র নাহি বাঁচি আমি॥
বিধাতা করিল তব সহিত বিচ্ছেদ।
তথাপি জীবন আছে এই বড় খেদ॥

হায়! আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল। একে ত কাম ক্রোধ প্রভৃতি পুত্রাদির শোকে জর্জ্জরিত হইয়াছি, তাহাতে আবার প্রিয়তমার মুখচন্দ্র যদি

চিরকালের মত অস্তমিত হইল, তবে আর এ ছার দেহ-ভার বহনের ফল কি?। ভাই সঙ্কল্প! তুমি শীঘ্র আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে শোকানল নির্ব্বাণ করিব।

বৈদান্তিকী সরস্বতীর প্রবেশ।

সর। (উদ্দেশে) ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাকে কহিয়াছেন যে, "সখি সরস্বতি! পুত্র শোকাতুর মনের প্রবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত তুমি তাহার নিকটে গমন কর। এবং যাহাতে মনের নিকটে বৈরাগ্যের সমাগম হয় তদ্বিষয়েও বিশেষ রূপে যত্ন করিবে।" এক্ষণে বিষ্ণু-ভক্তির সেই আদেশ পালন জন্য মনের নিকটে গমন করি। (কিঞ্চিৎ গমন করত মনের নিকট উপস্থিত হইয়া) বাছা মন! তুমি এত কাতর হইয়াছ ক্যান?।

মন। (সবিস্ময়ে) একি! মাতা সরস্বতী, মা প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) আপনি এমন সময় কোথা হইতে আগ-মন করিলেন?

সর। বাছা! দেবী বিষ্ণুভক্তির নিকটে তোমার বৃত্তান্ত সকল শুনিয়াছি, এবং তোমার শোক নিবারণ করিবার জন্য তিনিই আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তা বাছা! তুমি এত কাতর হইতেছ ক্যান। তুমি ত

জ্ঞান, জন্য বস্তু সকলি অনিত্য। আর পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছ যে, জগতের কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ—

কত চন্দ্র, কত ইন্দ্র, কত প্রজাপতি।
মনু, মুনি, মহীধর, আর বসুমতী॥
সমুদ্র প্রভৃতি নাশ হৈল কত বার।
জলবিম্ব সমান শরীরে নাহি সার॥
তাহাতে কি থাকে পাঁচ পাঁচে মিশাইলে।
শোক পরিত্যাগ কর, কি হবে কাঁদিলে॥

আরও দেখ, বিবেচক ব্যক্তিকে কখন শোক আক্রমণ করিতে পারে না। যে হেতু—

এক ব্রহ্ম পরাৎপর সত্য নিরঞ্জন।
তাহা ভিন্ন সকলি অলীক ত্রিভুবন॥
এ প্রকার বিবেচনা আছয়ে যাহার।
শোক কিম্বা মোহ কি করিতে পারে তার॥

মন। আপনি যাহা কহিলেন সে সকলি সত্য বটে; কিন্তু শোকাকুল চিত্ত মধ্যে বিবেচনা প্রবেশ করিতে পারে না।

সর। হাঁ, তা সত্য বটে, কিন্তু তাহারও প্রধান কারণ স্নেহ। দেখ—

প্রথমে মনুষ্যগণ করিয়া যতন।
ভার্য্যারূপ বিষলতা করয়ে রোপণ॥
সর্ব্ব দুঃখ শোকের কারণ সেই নারী।
বজ্রাগ্নি সমান গর্ভ জনমে তাহারি॥

সেই গর্ব্ভে স্নেহময় পুত্রাদি জনমে।
এইরূপে বংশ বৃদ্ধি হয় ক্রমে ক্রমে॥
তাহার বিচ্ছেদে শোক হয় উপস্থিত।
এই হেতু সংসার করণ অনুচিত॥

মন। ভগবতি! আপনি যাহা কহিলেন সে সকলি সত্য; কিন্তু আমার হৃদয় শোকানলে এরূপ দগ্ধ হইতেছে যে, এক্ষণে কোন উপায়ে তাহার শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। আর ক্ষণকালের জন্য জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি। অন্তিম সময়ে আপনাকে দর্শন করিলাম, ইহাই মঙ্গলের বিষয়। আপনি সম্মুখে থাকুন, আপনার সাক্ষাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা নিবারণ করি।

সর। বাছা! তুমি এ কি কথা বলিতেছ? শত্রু তুল্য পুত্র পৌত্রাদির শোকে আত্মঘাতী হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিবে?। পুত্র পৌত্রাদি যে পরম শত্রু তা কি তুমি জান না?।

পুত্র পৌত্র কবে কি করেছে উপকার।
করিতেছে অথবা কি করিবে তোমার॥
তাহার নিমিত্ত এত চিন্তা কি কারণ।
বিশেষ বিচ্ছেদানলে দহিছ এখন॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি সন্তান তোমার।
তাহারা তোমারে লয়ে গেছে নদী পার॥
কত বার লয়ে গেছে পর্ব্বত উপরে।
ভ্রমায়েছে বনে রণে আর দ্বারে দ্বারে॥

মন। দেবি! আপনি যাহা বলিলেন সে সকলি সত্য বটে; কিন্তু—

করিয়াছি চিরকাল লালন যাহার।
বিশেষত সন্তান আত্মজ আপনার॥
তাহার বিয়োগে প্রাণবিয়োগের ক্লেশ।
হতেছে তাঁহার আর কব কি বিশেষ॥

সর। বাছা! তুমি যাহা বলিলে সে কেবল মমতার কর্ম্ম। দেখ—

গৃহের কপোত যদি বিড়ালেতে খায়।
কিছু শোক হয়, আছে মমতা তাহায়॥
চড়া কিম্বা ইন্দুরেতে না হয় তাদৃশ।
তাই বলি জেন শোক মমতা সদৃশ॥

মমতাই সকল অনর্থের মূল, মমতা না থাকিলে কাহারও জন্য শোক হইতে পারে না। এক্ষণে মমতা ত্যাগ করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর। দেখ—

কত শত কীট জন্মে শরীর হইতে।
বল দেখি কেন স্নেহ না হয় তাহাতে?॥
তার মধ্যে এক কীট পুত্র নাম যার।
তার জন্য শোক করা এ কোন্ বিচার?॥

মন। হাঁ, যদিচ পুত্রাদি শরীরের অন্য কীটের স্বরূপ বটে, তথাপি মমতাগ্রন্থি ছেদন করা অতি দুষ্কর। যেহেতু—

স্নেহ ডোরে বদ্ধ হয় জগতের জন্তু।
লালন পালনে সদা দৃঢ় হয় তন্তু॥
সে গ্রন্থি ছেদের যদি জানেন উপায়।
সত্বরে বলুন, মাগো ধরি তব পায়॥

সর। বাছা! মমতা পাশ ছেদনের প্রথম উপায় এই যে, জন্য বস্তু সকলি অনিত্য, নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করা। যেমন—

বিস্তারিত এই মহা বিষম সংসার।
বার বার যাতায়াত হতেছে তোমার॥
অতীত হয়েছে কত কোটি কোটি পিতা।
গিয়াছে তোমার কত কোটি কোটি মাতা॥
কত কোটি দারা পুত্র গিয়াছে তোমার।
পরিবার সংঘটন বিদ্যুত আকার॥
মমতা বন্ধন যাবে পরামর্শ লও।
এক্ষণেতে তেমনি ভাবিয়া সুখী হও॥

মন। (কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া) দেবি! আপনার প্রসাদে আমার শোক, তাপ, ক্লেশ সকলি দূর হয়েছে। কিন্তু—

ভগবতি! তোমার বদন পূর্ণশশী।
উপদেশ তাহাতে নির্ম্মল সুধারাশি॥
নির্ম্মল হৃদয়াকাশ হইল আমার।
শোক আসি মলিন করয়ে পুনর্ব্বার॥
সেই শোক বিনাশের যা হয় বিহিত।
কৃপা করি দেও মাতা ঔষধ কিঞ্চিৎ॥

সর। বাছা! যে ঔষধে শোক বিনাশ হইবে তাহা বলিতেছি, স্থিরভাবে শ্রবণ কর।

কোন ক্রমে হয় যদি শোকের ভাজন।
দুর্নিবার মহাশোক না হয় বারণ॥

এক মাত্র আছে কিন্তু তাহার উপায়।
অচিন্তন মহৌষধ মুনিগণ কয়॥

বাছা! এক্ষণে সেই সকল পুত্র পৌত্রাদির চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্তি কর, তাহা হইলে শোক তোমার নিকটেও আসিতে পারিবে না। আর যদি তাহা-দিগকে চিন্তা কর, তবে সে শোক নিবারণ করা দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে।

মন। ভগবতি! আপনি যাহা কহিলেন সে সকলি সত্য বটে। কিন্তু—

চিত্ত অতি দুর্নিবার, শোক হৈতে যদি তার,
অতি কষ্টে হয় নিবারণ।
চিন্তা আসি অবিরত, চিত্ত করে অভিভূত,
মেঘ মালা শশীতে যেমন॥
খণ্ড খণ্ড মেঘ আসি, বায়ু ভরে ঢাকে শশী,
পুনর্ব্বার শশী সুপ্রকাশে।
পুন অন্য মেঘ মালা, আসি ঢাকে শশি কলা,
এইরূপ হৃদয়-আকাশে॥
এক চিন্তা চিত্ত ঢাকে, নিবারণ করি তাকে,
অন্য চিন্তা করে আগমন।
সেই চিন্তা দুর্নিবার, চিত্তে আসি পুনর্ব্বার,
নিজ বলে করে আচ্ছাদন॥

সর। বাছা! তুমি এখন শান্তিরসে মনকে অভিনিবেশ কর, তা হ'লে শোক তাপাদি একেবারে দূর হইবে।

মন। শান্তিরস কি প্রকার, তা ত আমি জানি না, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সর। বাছা! যদিচ শান্তিরস অতি গোপনীয়, তথাপি শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে তদ্বিষয়ের উপদেশ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমে সাকার ব্রহ্মের উপাসনা স্বরূপ কর্ম্ম কাণ্ডের উপদেশ দিতেছি, পরে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা স্বরূপ জ্ঞান কাণ্ডের উপদেশ দিব।

সাকার ব্রহ্মের উপাসনা এইরূপে করিবে। যথা—

নব জলধর শ্যাম, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম,
গলে বনমালা করে বাঁশী।
পীতবাস পরিধানে, মকর কুণ্ডল কানে,
শিরে শিখিপুচ্ছ মুখে হাসি॥
কটিতে কিঙ্কিণি জাল, চূড়ায় বকুল মাল,
শ্রীচরণে রতন নূপুর।
জিনি কাল ভুজঙ্গিনী, পৃষ্ঠে সুললিত বেণী,
করযুগে কঙ্কন কেয়ূর॥
কস্তুরী তিলক ভালে, নাসায় মুকুতা দোলে,
অলকা আবৃত মুখ শশী।
এইরূপ নারায়ণ, হৃদয়ে করি ধারণ,
ভাব মন দিবা কিবা নিশি॥

আর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা যেরূপে করিতে হয় তাহাও বলিতেছি। যথা—

নির্লেপ পরম-জ্যোতি ব্রহ্ম সনাতন।
নিরঞ্জন চিদানন্দে মগ্ন হও মন॥
পাপ তাপ শোক ক্লেশ সব দূরে যাবে।
আনন্দ শীতল জলে জীবন জুড়াবে॥

বাছা! তুমি এখন এইরূপে পরম ব্রহ্মের উপাসনা

কর, তা হলেই একেবারে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবে।

মন। (ক্ষণকাল মুদ্রিত নয়নে পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া প্রফুল্ল বদনে) ভগবতি! আপনার চরণপ্রসাদে আমার জীবন পরমানন্দরসে মগ্ন হইল। (সরস্বতীর চরণে পতন)

সর। (মনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) বাছা মন! তুমি এখন উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হইয়াছ, তোমাকে আরও কিছু উপদেশ দিতেছি।

মূর্খলোক পিতার মরণে করে শোক।
পুত্রের মরণে নাহি কান্দে বিজ্ঞ লোক॥
বৈরাগ্য উদয় হয় পণ্ডিতের মনে।
শান্তি সুখে রত হয় তাহে বিজ্ঞ জনে॥

এ কারণ যে বৈরাগ্যের অনুসরণ করিলে, শোক আক্রমণ করিতে পারে না, তুমি এক্ষণে সেই বৈরাগ্যেরই অনুসন্ধান কর।

বৈরাগ্যের প্রবেশ।

বৈরাগ্য। (উদ্দেশে)

যদি ব্রহ্মা মনুষ্যের সকল শরীরে।
চর্ম্মে আচ্ছাদিত নাহি করিত বাহিরে॥
অনর্গল রক্ত মাংস হইত বাহির।
কি প্রকারে লোক রক্ষা করিত শরীর॥
গৃধ্র পক্ষী আর কাকে খাইত রুধির।
গৃধ্র পক্ষী প্রভৃতির ভক্ষ্য এ শরীর॥

এ কারণ বলি তাই যে হও পণ্ডিত।
শরীরের অভিমান করা অনুচিত ॥

আরও দেখ—

বিষয় ঘটিত সুখ বিদ্যুৎ আকার।
প্রতি দেহে বিপদের সর্ব্বদা সঞ্চার ॥
বহুধন থাকিলেও তাহার নিধন।
সংসারে থাকিলে হয় শোকের ভাজন ॥
এমন দুর্গম পথে ক্যান লোক যায়।
না ভাবিল পরমার্থ হায়! হায়! হায়! ॥

সর। (মনের প্রতি) বাছা! ঐ দেখ তোমার নিবৃত্তি-পত্নীর পক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র বৈরাগ্য, এই দিকে আসিতেছেন, ইনি অতি সুসন্তান।

মন। (সানন্দে) ভগবতি! কি বল্লেন? ইনি আমার নিবৃত্তি রমণীর গর্ভজাত, আমার পুত্র। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) বৎস বৈরাগ্য! শীঘ্র আমার ক্রোড়ে এস।

বৈরা। (মনের নিকটে উপস্থিত হইয়া) পিত! প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

মন। বাছা চিরজীবী হও। আহা! জন্মাবধি তোমাকে দেখি নাই, আজি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ জন্মিয়াছে। বাছা! একবার আমার ক্রোড়ে ব'স।

বৈরা। যে আজ্ঞা। (মনের ক্রোড়ে উপবেশন)

মন। বাছা বৈরাগ্য! আজ তোমাকে ক্রোড়ে পাইয়া কাম ক্রোধাদির বিয়োগের শোক নিবারণ হইল।

বৈরা। পিত! কাম ক্রোধাদির বিয়োগ জন্য আপনি কি শোকাতুর হইয়াছেন?

মন। বৎস সে কথা আর ক্যান জিজ্ঞাসা কর।

বৈরা। সে কি! পুত্রাদির বিয়োগ জন্য শোকের বিষয় কি।
যেহেতু—

কত পথিকের সঙ্গে পথে দেখা হয়।
নদী জলে কত তরু তৃণ ভেসে যায়॥
মেঘে মেঘে দেখা হয় পুষ্করেতে গিয়ে।
বণিকের সঙ্গে দেখা বাণিজ্যে আসিয়ে॥
দারা পুত্র পরিবার মিলন তেমনি।
সংযোগ বিযোগ দুঃখ না ভাব আপনি॥

মন। (সরস্বতীর প্রতি) দেবি! বাছা বৈরাগ্য যথার্থ কথাই বলিয়াছে। বাছার কথা শুনে আজ আমার জ্ঞানোদয় হইল।

সুন্দরী কামিনী, নবীন যৌবনী,
চন্দন কুসুম হার।
শশীর কিরণ, মলয় পবন,
কুহুরব কোকিলার॥
এই যে সকল, সকলি বিফল,
আজি আমি জানিলাম।
ঘুচিল সে ভ্রম, সংসারের শ্রম,
আজি ক্ষান্ত হইলাম॥

সর। বাছা মন! তুমি সংসারের শ্রম হতে ক্ষান্ত হ'লে বটে, কিন্তু ক্ষণকাল অনাশ্রমী হইয়া থাকিতে নাই। এ কারণ আজ হ'তে তোমার পত্নী নিবৃত্তি তোমার সহচারিণী হউন।

মন। (লজ্জানম্র মুখে) ভগবতি! আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

সর। আর শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার নিকটে আসুন। এবং যম্ নিয়মাদি অমাত্যবর্গ সর্ব্বদাই তোমার সহচর হইয়া থাকুক। তুমি সকল বিষয়ে ইহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবে। মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা ইহারা চা'র ভগিনী, ইহাদিগকে দেবী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করিয়া তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, ইহারা সর্ব্বদাই তোমার নিকটে থাকিবে। আর তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেককে উপনিষদ্দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।

মন। (জোড় করে) দেবি! আপনার আজ্ঞা পুষ্পমালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া যাহা যাহা আদেশ করিলেন, সকলি পালন করিব। (সর-স্বতীর চরণে প্রণাম)

সর। বাছা! চিরজীবী হইয়া পরম আনন্দের সহিত লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তুমি সুস্থ থাকিলে পরমাত্মাও স্বভাবস্থ হইতে পারেন। যেমন—

চিদানন্দ পরমাত্মা এক মাত্র হন।
বুদ্ধিভেদে নানা রূপ, রবির যেমন॥
এক রবি জল ভেদে প্রতিবিম্ব ভেদ।
সে জল নড়িলে প্রতিবিম্বের বিচ্ছেদ॥
আত্মাও তেমনি, মন হইলে চঞ্চল।
সুস্থির হইলে মন, আত্মাও অচল॥

মন। (সরস্বতীর প্রতি) ভগবতি! আপনার অপার কৃপাবলে

আমার শোক তাপাদি সকল দূর হইয়াছে। আমার পিতা পরমাত্মাও নিত্যানন্দ সুখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। আমি এক্ষণে মৃত কাম ক্রোধ প্রভৃতি পুত্রাদির তর্পণ করিবার জন্য নদীতীরে গমন করি।

সর। চল আমিও এক্ষণে গমন করিতেছি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বৈরাগ্য সমাগম নামক পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(রঙ্গভূমী বারাণসী।)

শান্তির প্রবেশ।

শান্তি। (উদ্দেশে) মহারাজ বিবেক আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, “বাছা শান্তি! তুমি ত সকল বৃত্তান্তই জান, তথাপি তোমাকে কোন কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মরিয়াছে কাম ক্রোধ আদি বহুতর।
মহামোহ পলায়েছে হইয়া কাতর॥
রাগ আদি পঞ্চজন হয়েছে শমতা।
সুস্থির হয়েছে মন বিগত মমতা॥
আত্মা করিবেন এবে প্রবোধ বিস্তার।
তাহাতে হইবে শান্ত এ তিন সংসার॥

এক্ষণে তুমি যে কোন উপায়ে পার, অনুনয় বিনয় করিয়া উপনিষদ্দেবীকে আমার নিকটে শীঘ্র আনয়ন কর।” (সহসা দৃষ্টি করিয়া) এ কি! আমার জননী প্রফুল্লচিত্তে মনে মনে কি মন্ত্রণা করিতে করিতে এই -দিকেই আসিতেছেন।

—

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। (উদ্দেশে) আজ মহারাজ বিবেকের রাজভবন দর্শন ক'রে আমার নয়ন দুটী চরিতার্থ হল। আহা! যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই শান্তভাব দেখিতেছি।

কাম ক্রোধ প্রভৃতির নিগ্রহ যেখানে।
যম নিয়ম আদির মর্য্যাদা বাখানে॥
পরমাত্মা আরাধনা করিছে যমাদি।
দেখে হর্ষ জন্মিয়াছে আমার তদাদি॥

শান্তি। (শ্রদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া) মা! আপনি কি বলিতেছেন?

শ্রদ্ধা। কেও বাছা শান্তি! বাছা দেখ, আজ এই রাজপুরী কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। যে দিকে দেখি সেই দিকেই চক্ষে যেন অমৃত বর্ষণ হতেছে।

কাম ক্রোধ প্রভৃতির নিগ্রহ যেখানে।
যম নিয়ম আদির মর্য্যাদা বাখানে॥
পরমাত্মা আরাধনা করিছে যমাদি।
দেখে হর্ষ জন্মিয়াছে আমার তদাদি॥

শান্তি। মা! এখন মনের প্রতি আত্মার কিরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে?

শ্রদ্ধা। যাহাকে বধ করিতে কিম্বা নিগ্রহ করিতে হয়, তাহার প্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, মনের প্রতি আত্মারও সেইরূপ অনুরাগ।

শান্তি। তবে কি আত্মা নিজেই স্বর্গের রাজত্ব ভোগ করিবেন?

শ্রদ্ধা। হ্যাঁ, আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত থাকেন তা হ'লে কেবল স্বর্গের ক্যান, সকল রাজাধিরাজত্ব ভোগ করিবেন।

শান্তি। সে যা হউক, এখন মায়ার প্রতি আত্মার কি প্রকার অনুগ্রহ?

শ্রদ্ধা। কি বল্লে! মায়ার প্রতি আত্মার অনুগ্রহ? নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কি জন্য অনুগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই মায়াই ত সকল অনর্থের মূল, আত্মা তাহার যথোচিত নিগ্রহ করিয়াছেন।

শান্তি। যদি এরূপ করিয়া থাকেন তা হ'লে এক্ষণে সকল রাজাধিরাজত্ব ভোগ করিতে পারিবেন।

শ্রদ্ধা। তবে শোন—

নিত্যানিত্য বিবেচনা সখী হইয়াছে।
বৈরাগ্য পরম বন্ধু সদা আছে কাছে॥
সুহৃদ হয়েছে যম নিয়ম প্রভৃতি।
শম দম আদি সখা সন্নিধানে স্থিতি॥
মিত্রতা পরিচারিকা তুষিছে মনেরে।
কুসঙ্গ মমতা মোহ সব গেছে দূরে॥

শান্তি। মা! আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন সকামধর্ম্মের সহিত আত্মার কি প্রকার প্রণয়?

শ্রদ্ধা। বৈরাগ্যের আগমনাবধি সকামধর্ম্ম আত্মার নিকটেও আসিতে পায় না। যেহেতু—

নরক পাপের ফল আছয়ে বিদিত।
তার ন্যায় পুণ্যফলে আত্মা অতিভীত॥

কর্ম্ম ক্ষয় হ'লে পুনঃ সংসারে পতন।
এই হেতু কাম্যধর্ম্মে নাহিক যতন॥

শান্তি। (সহর্ষে) উত্তম হইয়াছে। আর মহামোহ উপসর্গ সকলের সহিত লুক্কায়িত হইয়াছিল, তাহাদিগের কোন সম্বাদ জানিতে পারিয়াছেন কি?

শ্রদ্ধা। আহা! তার কথা আর ক্যান জিজ্ঞাসা কর। সেই পাপিষ্ঠ অতি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও আত্মার সংসার সুখে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত, যে মধুমতীবিদ্যা দ্বারা সুখ ভোগ উপস্থিত হয়, সেই মধুমতীবিদ্যার* সহিত উপসর্গদিগকে আত্মার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাতে মহামোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা ঐহিক সুখাভিলাষী হইলে বিবেকের এবং উপনিষদের চিন্তাও করিবেন না।

শান্তি। তারপর, তারপর?

শ্রদ্ধা। তারপর, সেই মধুমতীবিদ্যার সহিত উপসর্গ সকলে আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা দেখাইয়াছিল। যথা—

অশ্রুত পুরাণ স্মৃতি কাব্য অলঙ্কার।
আশ্চর্য্য আকাশবাণী শোনে বার বার॥
কত হস্তী কত অশ্ব আইল ত্বরিতে।
দিব্য রত্নময়ী পুরী পাইল দেখিতে॥
মধুমতীবিদ্যার দেবতা এক জন।
আত্মাকে প্রলোভ দিয়া করে আকর্ষণ॥

---

* যোগীরা যোগ বলে যে কোন ভোগের সামগ্রী ইচ্ছা হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আহরণ করিতে পারেন। ইহাকেই মধুমতী সিদ্ধি কহে।

বলে ওহে প্রিয়তম এস এই পুরী।
করিবে তোমার সেবা যত বিদ্যাধরী॥
এ স্থানে থাকিলে হবে অজর অমর।
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর নিরন্তর॥
এমন অপূর্ব্ব রম্য স্থান নাহি আর।
সর্ব্বকাল সম পুষ্প কাননে যাহার॥
মনোহর সরোবর সুশীতল জল।
অমৃত সমান ফল কাননে সকল॥
তুমি হও রাজা, হবে তোমার মহিষী।
কমল-বদনী নারী যতেক রূপসী॥

শান্তি। (উৎকণ্ঠিতা হইয়া) তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তার পর, মধুমতীবিদ্যার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মায়া কহিলেন যে, "মধুমতীবিদ্যা যাহা কহিতেছেন সে সমস্তই আত্মার পক্ষে অতি শ্লাঘনীয়।" এই সময় মনও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "মধুমতী উত্তম কথা বলিয়াছেন।" আর সঙ্কল্প ঐ সকল বিষয়ে আত্মাকে উদ্যোগী করিতে লাগিলেন। এবং আত্মাও উক্ত বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন।

শান্তি। (সখেদে) হায়! হায়! আত্মা পুনর্ব্বার সংসার-মায়া-জালে বদ্ধ হইলেন?

শ্রদ্ধা। না না, আত্মা সংসারজালে আবদ্ধ হন নাই।

শান্তি। তবে কি হইল?

শ্রদ্ধা। ঐ সময় সত্তর্ক ক্রোধে অধীর হইয়া আত্মার পার্শ্ব হইতে মধুমতীবিদ্যার প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিয়া আত্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে, "ও মহাশয়! আপনি

করেন কি, আপনি কি পুনর্ব্বার বিষয়-বিষপানে উদ্যত হইলেন? আপনি কি জানেন না—

ভবসিন্ধু তরিবার নিমিত্ত আপনি।
আশ্রয় করিয়াছেন সুযোগ তরণী॥
তাহা পরিত্যাগ ক'রে কেন হে এখন।
জলন্ত অঙ্গার নদী করিছ গাহন?"॥

শান্তি। (সহর্ষে) তার পর, তার পর।

শ্রদ্ধা। তার পর আত্মা সত্তর্কের বাক্যে লজ্জিত হইয়া মধুমতী-বিদ্যাকে হেয় জ্ঞান করিয়া মনের সহিত বিষয় বাসনা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

শান্তি। (পরমানন্দে) সাধু, সাধু, আত্মা উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। মা! আপনি এখন কোথায় যাইবেন?

শ্রদ্ধা। আত্মা বিবেককে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, বিবেককে তাঁহার নিকটে আনিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন, সে জন্য আমি এখন বিবেকের নিকটে যাইতেছি।

শান্তি। আমাকেও মহারাজ বিবেক আজ্ঞা করিয়াছেন যে, "উপনিষদ্দেবী বহুকাল আমার বিচ্ছেদে অত্যন্ত অভিমানিনী হইয়াছেন, তুমি অনুনয় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর"। তবে এখন চলুন আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

আত্মার আগমন।

আত্মা। (উদ্দেশে) ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কি অপার মহিমা! তাঁহারি প্রসাদে—

পার হইয়াছি আমি সংসার সাগর।
দারা পুত্র পরিবার যাহাতে মকর॥
মমতা আবর্ত্ত তাহে, ক্লেশ রূপ নীর।
অভিলাষ ঢেউ তাহে, প্রলোভ কুম্ভীর॥

(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া উপবেশন)

শ্রদ্ধার সহিত বিবেকের প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। মহারাজ! ঐ দেখুন, আত্মা মহাশয় একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি উঁহার নিকটে গমন করুন।

বিবে। (আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া) মহাশয়! আমি বিবেক প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

আত্মা। বাছা বিবেক! এস, এস, বাছা! তুমি যে আমাকে প্রণাম কর, ইহা শাস্ত্র এবং ব্যবহার বিরুদ্ধ। যেহেতু তুমি আমার জ্ঞানোপদেষ্টা, সুতরাং পিতৃ-তুল্য। দেখ—

কামাদির বশীভূত ছিলাম যখন।
বেদার্থের জ্ঞান কিছু ছিল না তখন॥
প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা ছিল জ্ঞান।
তব উপদেশে এক ব্রহ্ম জানিলাম॥

অদ্বিতীয় নিরাকার প্রভু নিরঞ্জন।
চৈতন্য স্বরূপ তিনি ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥

শান্তির সহিত উপনিষদের প্রবেশ।

উপ। সখি! যিনি আমাকে ইতর লোকের রমণীর ন্যায় বহুকালাবধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন আমি কি ক'রে সেই নির্দ্দয় স্বামীর মুখাবলোকন করিব?

শান্তি। দেবি! সে বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ নাই। তিনি অতি বিপদে পড়িয়াছিলেন, তা না হ'লে ইচ্ছা পূর্ব্বক এ রূপ কার্য্য কখনই করিতেন না। আপনি ত সে সকলি জানেন, সে সময় কি ক'রে আপনার নিকটে আসিতে পারেন?

উপ। হাঁ সখি! সে সব জানি বটে, কিন্তু আমার যে কি দুর্দ্দশা হ'য়েছিল তা কি তুমি জান না?

অসদর্থ আমার কি দশা না করেছে।
কেয়ূর কঙ্কন আদি চূর্ণ করিয়াছে॥
কেশ ছিঁড়িয়াছে চূড়ামণির গ্রহণে।
লণ্ড ভণ্ড হইয়াছি বিবেক বিহীনে॥
ভাব রস কেহ কিছু না জানে আমার।
পাষণ্ডের হাতে প'ড়ে প্রাণে বাঁচা ভার*॥

শান্তি। এ বিষয়ে মহারাজ বিবেকের কোন দোষ নাই, পাপিষ্ঠ মহামোহের দৌরাত্ম্যে এ রূপ ঘটিয়াছে। সেই দুরাত্মা

---

* সদ্বিবেচনা ব্যতিরেকে বেদের সদর্থ হইতে পারে না।

মহামোহ, কাম ক্রোধাদি দ্বারা মনকে অসদর্থে লওয়াইয়া বিবেককে দূরীভূত করিয়াছিল। সে যা হউক, স্বামী যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হন, তাঁহার বিপদ নাশের জন্য প্রতীক্ষা করা ইটি কুলবতীদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তা মহারাজ এখন নিরাপদ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত প্রিয় সম্ভাষণ করুন।

উপ। সখি! এখানে আসিবার সময় বাছা গীতা নির্জ্জনে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "যে দিন প্রশ্ন উত্তর দ্বারা স্বামীকে সম্ভাষণ করিবে, সেই দিন প্রবোধচন্দ্র নামে সন্তান জন্মিবে।" তা সখি! বাছা গীতার কথা অপেক্ষাও তোমার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের সাক্ষাতে কি প্রকারে স্বামীর সহিত আলাপ করিব?

শান্তি। দেবি! ভগবতী গীতার কথা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে ভগবতী বিষ্ণুভক্তিরও বিশেষ স্বার্থ আছে। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এখন আত্মার সহিত স্বামীকে সম্ভাষণ করুন।

উপ। সখি! তবে চল, তোমার কথাই রক্ষা হউক। (উপনিষদ্ সহাস্য অধোবদনে, গদ গদ ভাবে, শান্তির পশ্চাতে, মন্দ মন্দ গমনে, বিবেকের নিকটে গমন)

শ্রদ্ধা। (বিবেকের প্রতি) ঐ দেখুন শান্তির পশ্চাতে উপনিষদ্দেবী আপনার নিকটে আসিতেছেন।

বিবে। (সহর্ষে শ্রদ্ধার প্রতি) উপনিষদ এত দিন কোথায় ছিলেন?

শ্রদ্ধা। এ কথা দেবী বিষ্ণুভক্তি পূর্ব্বেই ত আপনাকে বলি-

য়াছেন যে, "তিনি তর্কবিদ্যার ভয়ে মন্দর পর্ব্বতে বিষ্ণুধামে গীতার সহিত বাস করিতেছেন।"

বিবে। তর্কবিদ্যা হইতে তাঁহার ভয় কি ?

শ্রদ্ধা। সে কথা উপনিষদ্দেবী নিজেই আপনাকে বলিবেন।

শান্তি। (উপনিষদের প্রতি) দেবি ! ঐ দেখুন আত্মা মহাশয় বসিয়া আছেন, উঁহাকে প্রণাম করুন।

উপ। (আত্মাকে প্রণাম)

শান্তি। (আত্মার প্রতি) মহাশয় ! উপনিষদ্দেবী আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।

আত্মা। না, না, উনি আমার মাতৃতুল্যা, নমস্যা, যেহেতু উনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

অনুগ্রহে মাতার অপেক্ষা উনি বড়।
মায়া-পাশে মাতা বদ্ধ করিছেন দৃঢ় ॥
সেই পাশ মোচন করিয়া উনি দেন।
অজ্ঞান করেন দূর, দিয়ে তত্ত্ব জ্ঞান ॥

আত্মা। (উপনিষদের প্রতি) আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন ?

উপ। আমি এত দিন মঠচত্বর ও শূন্য দেবালয়ে বাচাল মূর্খ লোকদিগের সহিত পাষাণের ন্যায় ছিলাম।

আত্মা। তাহারা কি তোমার যথার্থ রূপ জানিতে পারিয়াছিল ?

উপ.। না, না, সেই মুর্খলোকেরা আমার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়াছিল। যেমন দ্রাবিড় দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করে, সেইরূপ

বাচাল মূর্খেরা কেবল পরের ধন অপহরণ করিবার নিমিত্ত আমার নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়াছে। যেমন—

কৃষ্ণ সার চর্ম্ম, অগ্নি, ঘৃত, উদূখল।
জুহূ, স্রুব, কুশ, পুষ্প, সমিধ, মুষল॥
কুণ্ড, বেদী, পশু-যূপ, প্রভৃতি আবৃত।
যজ্ঞ বিদ্যা দেখিলাম কর্ম্ম কাণ্ডে রত॥

আত্মা। (তটস্থ হইয়া) তার পর, তার পর।

উপ। তার পর বিবেচনা করিলাম যে, যজ্ঞবিদ্যা আমার নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া কেবল পৃথিবীর বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি যাহাতে আমার তত্ত্ব কিছু জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ করিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, কিছু দিন ইহার নিকটে বাস করিব।

আত্মা। তার পর, তার পর।

উপ। তার পর আমি যজ্ঞবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?।" আমি বলিলাম, "আমি অনাথা, আপনার নিকটে কিছু দিন বাস করিতে ইচ্ছা করি।"

আত্মা। যজ্ঞবিদ্যা তোমার কথায় কি উত্তর দিলেন।

উপ। তিনি পুনর্ব্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য আমার নিকটে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছ?" তাহাতে আমি বলিলাম।

"যাঁহা হৈতে বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয়।
যাঁহার কিরণে বিশ্ব উজ্জ্বলিত হয়॥
নির্ব্বিকার জ্ঞানময় যিনি ক্রিয়া-হীন।
পরম ঈশ্বর, জীব যাঁহার অধীন॥
পরম পুরুষ সেই অন্ত নাহি যাঁর।
এখানে থাকিয়া স্তুতি করিব তাঁহার॥"

আমার এই কথা শুনে যজ্ঞবিদ্যা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন।

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বল যারে।
ক্রিয়া-হীন এ কথাও বলিতেছ তারে॥
ক্রিয়া-হীন যে পুরুষ সে কর্ত্তা কেমনে।
কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নাই তোমার বচনে॥
ক্রিয়া-হীন যে পুরুষ সে নহে ঈশ্বর।
ক্রিয়া হৈতে ভব বিমোচন হয় নর॥
অশ্বমেধ কাশী-মৃত্যু গঙ্গায় মরণ।
এ সব ক্রিয়ায় হয় ভব বিমোচন॥
সর্ব্বদা করয়ে লোক ক্রিয়ার বিধান।
অতএব এই যুক্তি ক্রিয়াই প্রধান॥

র্ত্তা এবং ভোক্তা যে জীবাত্মা পুরুষ, যদি তাঁহার ারাধনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই স্থানে থাক, নচেৎ ক্রিয়াহীন পুরুষের স্তব করিবার জন্য এখানে থাকিতে পাইবে না।"

বিবে। (হাস্য পূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য! যজ্ঞবিদ্যা যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়াতে অন্ধ হইয়া একেবারে হত বুদ্ধি হইয়াছেন? তিনি কি জানেন না?

ক্রিয়া-হীন হইলেও পরম ঈশ্বর।
মায়া যোগে কর্ম্ম তিনি করেন বিস্তর॥
মায়াই করেন কর্ম্ম ঈশ্বর ইচ্ছায়।
ঈশ্বরে আরোপ জ্ঞান মায়ার ছায়ায়॥
মায়ার কর্ত্তৃত্ব নাই ঈশ্বরেচ্ছা বিনে।
ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সে না হয় কেমনে?॥
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ লৌহ যে অচল।
অয়স্কান্তমণি তারে করয়ে চঞ্চল॥

কি আশ্চর্য্য! তবে কি যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ছেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আলোক ব্যতিরেকে, অন্ধকার দ্বারা কি অন্ধকার দূর হয়? পঙ্ক দ্বারা কি পঙ্ক ধৌত করা যায়?

ঘোরতর অন্ধকারময় ত্রিভুবন।
কিরণেতে উজ্জ্বল করয়ে যেই জন॥
সাধু জন রাখে মন সেই নিরঞ্জনে।
মুক্তির কারণ আর নাহি ত্রিভুবনে॥
ঈশ্বর তত্ত্বের জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই।
জ্ঞানে মুক্তি স্থির যুক্তি শুন বলি তাই॥
ধনে দানে সন্তানেতে নাহি হয় মুক্তি।
অবোধের বিচার এ নহে সার যুক্তি॥
তবে যে কাশী মরণে মুক্তি হয় বটে।
কাশীতে মরণ মাত্র জ্ঞান আসি ঘটে॥

া। তার পর, কি হ'ল?

। তার পর, যজ্ঞবিদ্যা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উপনিষদ! তোমার কথা শুনে আমার শিষ্য সকলে

হতবুদ্ধি হইয়া কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি অনাদর করিতেছে, অতএব তুমি প্রসন্না হইয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কর।"

আত্মা। তার পর, তার পর।

উপ। তার পর, আমি যজ্ঞবিদ্যার নিকট হইতে গমন করিতেছি, পথের মধ্যে যজ্ঞবিদ্যার সহচরী মীমাংসা বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

আত্মা। মীমাংসা বিদ্যার ব্যবহার কি রূপ, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ?

উপ। আজ্ঞা হাঁ, তাঁহার ব্যবহার এইরূপ দেখিলাম। যে,—

ইনি কর্ত্তা, ইনি কর্ম্ম, ইনি অধিকারী।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রমাণ দেন তারি॥
এ করিতে নাই, ইহা অবশ্য করিবে।
এই কথা কহিয়া বেড়ান রাত্রি দিবে॥

আত্মা। তার পর, তার পর।

উপ। তার পর, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, "আমি কিছু দিন আপনার নিকটে বাস করিতে ইচ্ছা করি" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি কি জন্য আমার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ?" আমি উত্তর করিলাম।

"যাঁহা হৈতে বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি লয়।
যাঁহার কিরণে বিশ্ব উজ্জ্বলিত হয়॥
নির্ব্বিকার জ্ঞানময় যিনি ক্রিয়া-হীন।
পরম ঈশ্বর, জীব যাঁহার অধীন॥

পরম পুরুষ সেই অন্ত নাই যাঁর।
এখানে থাকিয়া স্তুতি করিব তাঁহার॥"

আত্মা। তার পর, তার পর?

উপ। মীমাংসা বিদ্যা আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, পরমাত্মাকে জীবাত্মা জ্ঞান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তি নিজ শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এই উপনিষদ আমারদিগের নিকটে থাকিয়া কর্ম্মের ফলভোক্তা পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তোমরা ইঁহাকে গ্রহণ কর।" মীমাংসার ঐ কথা শুনিয়া গুরু নামক এক শিষ্য আনন্দিত হইয়া বলিলেন "উত্তম হইয়াছে, ইনি আমারদিগের নিকটে থাকিবার উপযুক্ত বটেন।"

আত্মা। তার পর, তার পর?

উপ। তার পর, কুমারিলস্বামী নামে আর এক জন শিষ্য, ইনি জ্ঞানমীমাংসক, মীমাংসাবিদ্যাকে বলিলেন, "না, না, ইনি জীবাত্মার স্তব করিতে ইচ্ছা করেন না, কর্ম্মের ফলভোগ রহিত পরমাত্মার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।" ঐ কথা শুনে আর এক জন শিষ্য কুমারিলস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা নামক অপর কোন পুরুষ কি আছেন?" কুমারিলস্বামী হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "হ্যাঁ আছেন, আছেন, তাহা বলিতেছি। শোন—

কিছু না দেখিতে পায় অন্ধ এক জন।
অন্য জন দেখিছে লোকের আচরণ॥

এক জন সুকর্ম্মের ফল বাঞ্ছা করে।
অন্য জন সেই ফল দিতেছে তাহারে॥
এক জন কুকর্ম্ম করিয়া শাস্তি পায়।
অন্য জন সেই শাস্তি দিতেছে তাহায়॥

এই দুই জনের মধ্যে এক জন জীবাত্মা এবং এক জন পরমাত্মা। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি জীবাত্মা, তিনি মোহান্ধতা প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে পান না, আর যিনি পরমাত্মা, তিনি নির্লেপ, তেজঃপুঞ্জ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকাল সমভাবে সকল দেখিতেছেন, এবং শুভাশুভ কর্ম্মের ফলদান করিতেছেন।"

বিবে। (সহর্ষে) সাধু, সাধু, কুমারিলস্বামী অতি উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন। দেখ—

এক বৃক্ষে দুই পক্ষী করে আরোহণ।
এক পক্ষী তার ফল করয়ে ভোজন॥
অন্য পক্ষী তার ফল কিছুই না খায়।
জীব আত্মা পরমাত্মা জেনো তার ন্যায়॥
জীব আত্মা শুভাশুভ ফল ভোগ করে।
পরমাত্মা সেই ফল দেন সদা তারে॥

আত্মা। (উপনিষদের প্রতি) তার পর, তার পর?

উপ। তার পর, আমি মীমাংসার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া দেখিলাম চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণে বেষ্টিত হ'য়ে, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি তর্কবিদ্যা সকল এইরূপ ব্যবহার করিতেছে। যথা—

বৈশেষিক বিদ্যা এই করেন বিশেষ।
দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সম, † সামান্য বিশেষ ॥
ন্যায় বিদ্যা বাদ ছল বিতণ্ডা করিয়া।
বৈশেষিক বিদ্যা মত দেয় খণ্ডাইয়া ॥
প্রকৃতি প্রধান কহে সাংখ্য পাতঞ্জল।
গণনা করেন যত ইন্দ্রিয় সকল ॥
প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উপস্থিত।
ধর্ম্ম জ্ঞান ইচ্ছা আদি তত্ত্ব নিরূপিত ॥
মহত্তত্ত্ব হৈতে অহঙ্কারের উদ্ভব।
তাহা হৈতে একাদশ ইন্দ্রিয় সম্ভব ॥
তার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয় নিরূপণ।
নাসা, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, চক্ষু, আর মন ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক, পাণি, পাদ, পায়ূপস্থ।
ছয় পাঁচে একাদশ হইল সমস্ত ॥
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মাত্রা হয়।
মাত্রা হৈতে পঞ্চভূত হইল নিশ্চয় ॥
পঞ্চভূত ব্যোম, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি।
ক্রমে চতুর্বিংশতির হইল উৎপত্তি ॥
ব্রহ্ম তত্ত্ব না জানিয়া হইয়া বিকল।
ইহাই করেন সংখ্যা সাংখ্য পাতঞ্জল ॥

আত্মা। তার পর, তার পর?

উপ। তার পর, আমি তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করায়, তাঁহারাও সেইরূপ বসতির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, "যিনি এই জগতের উৎপত্তির প্রধান

† সম, অর্থাৎ সমবায় বৈশেষিক দর্শনের সপ্ত পদার্থের মধ্যে একের নাম।

কারণ, এখানে থাকিয়া সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করিব।”

আত্মা। তার পর, তার পর?

উপ। তার পর, আমার ঐ কথা শুনে বৈশেষিক-বিদ্যা ও ন্যায়-বিদ্যা উপহাস পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, “ওরে বহুভাষিণী! শোন্, জগৎ উৎপত্তির প্রধান কারণ পরমাণু, ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত-কারণ মাত্র।” আর সাংখ্য এবং পাতঞ্জল বিদ্যা অতি ক্রোধভরে কহিলেন, “আঃ পাপীয়সী! যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, তেমনি ঈশ্বরের বিকার এই জগৎ, এইরূপ বিকারী কহিয়া ক্যান তাঁহার বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিস্? ওরে শোন্, প্রকৃতিই জগতের প্রধান কারণ।

বিবে। দুর্ব্বুদ্ধি তর্কবিদ্যারা কি ইহা জানে না? যে, ঈশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটের প্রতি চক্র দণ্ড সলিলাদি যে রূপ কারণ, জগতের প্রতি ঈশ্বর সে রূপ কারণ নহেন। জগতের প্রতি এক মাত্র ঈশ্বরই কারণ। বস্তুত জগৎ অলীক মাত্র। দেখ—

ঈশ্বর তত্ত্বের জ্ঞান নাহিক যাহার।
ভ্রম জ্ঞানে সেই দেখে এ বিশ্ব সংসার॥
তত্ত্ব জ্ঞান হইলে সে ভ্রম দূরে যায়।
তখন এ বিশ্ব আর দেখিতে না পায়॥
জলে দেখে চন্দ্রবিম্ব গগণে নগর।
শুক্তিতে রজত জ্ঞান মাল্যে বিষধর॥
বিশেষ জানিলে সেই ভ্রম দূরে যায়।
তেমনি জানিবে বিশ্ব ইন্দ্রজাল প্রায়॥

ফলত যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম, মালায় সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেতে জগৎভ্রম হয়। অর্থাৎ জগৎ ভ্রম কেবল অজ্ঞান জন্য। ঈশ্বরেতে যে বিকার, সে কেবল নটীর বেশ ধারণের ন্যায়। যেমন নটী নানা সময়ে নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া নানা ভূমিকা ধারণ করে, কিন্তু নটীর প্রকৃত রূপের কোন অন্যথা হয় না, কেবল মাত্র বেশের বিকার হইয়া থাকে। সেই রূপ ঈশ্বরেতে জগৎ ভ্রম হওয়া কেবল মায়ার বিকার মাত্র। তাহাতে ঈশ্বরের কিছু মাত্র বিকার হয় না। দেখ—

নিরাকার নিত্য জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিকার।
নির্ব্বিকারে বিকার কল্পনা কি প্রকার॥
আকাশে হইয়া থাকে মেঘের উদ্ভব।
আকাশের বিকার সে বলা অসম্ভব॥

আত্মা। সাধু, সাধু, সুবুদ্ধি বিবেকের বাক্য গুলি যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ হইতেছে। (উপনিষদের প্রতি) তার পর তার পর।

উপ। তার পর তর্কবিদ্যা সকলে আমার প্রতি অত্যন্ত রাগত হইয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-জগৎকে এই পাপীয়সী মিথ্যা কহিতেছে! এ নাস্তিক পথাবলম্বিনী, যেহেতু জগতের অলীকতা বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছে। এখনি ইহার নিগ্রহ করা উচিত।" তর্কবিদ্যা সকলে ঐ কথা বলিয়া অতি ক্রোধভরে আমার প্রতি ধাবমানা হইল।

আত্মা। (ত্রাসযুক্ত হইয়া) তার পর, তার পর?

উপ। তার পর আমি দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেই তর্কবিদ্যারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া, মন্দর পর্ব্বতের উপরে মধুসূদনের মন্দিরের নিকটে আমাকে ধরিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার সকল হরণ করিল। এবং কেশপাশাদির শোভা সকল নষ্ট করিয়া কুতর্ক কণ্টকাদি দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। *

বিবে। তার পর, তার পর?

উপ। তার পর, গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ শ্রীমধুসূদনের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া সেই তর্কবিদ্যাদিগকে নির্দ্দয়ে গদা প্রহার করিতে করিতে সেই স্থান হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। ঐ গদা প্রহারে ভীত হইয়া তর্কবিদ্যারা পলায়ন করিল।

আত্মা। (উপনিষদের প্রতি) সেই গদাহস্ত-পুরুষদিগকে কি তুমি জান না? তাঁহারা বিষ্ণুদূত। তর্কবিদ্যার হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিবে। (উপনিষদের প্রতি) ভগবান্ তোমার শত্রুদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।

আত্মা। তার পর, তার পর।

উপ। তার পর আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়া গীতার আশ্রমে

---

* অর্থাৎ তার্কিকেরা উপনিষদের রস, ভাব, অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি কুতর্ক উপস্থিত করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে নাই।

গমন করিলাম। বাছা গীতা আমাকে ভীতা দেখিয়া বলিলেন, "মা ভয় নাই আপনি আমার নিকটে থাকুন, এখানে থাকিলে আপনার প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না"। গীতার কথায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিঃশব্দভাবে তাহার নিকটে রহিলাম *। বাছা গীতা অনেক প্রবোধ বাক্যে আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "মা! আমি সকল বৃত্তান্তই জানি, তমোগুণাবলম্বী যে সকল লোকে আপনার অবমানা করিয়াছে, তাহাদিগের আসুরী-গতি হইবে। পরমেশ্বর তাহাদিগঁকে শাসন করিবেন। দেখুন পরমেশ্বর স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"বেদের বিরুদ্ধ বাদী হয় যেই জন।
অসুর যোনিতে হয় তাহার পতন॥
ঘোর অন্ধকারময় অনিত্য সংসারে।
দুরাচার লোকেরে ঘুরাই বারে বারে॥"

আত্মা। (পরমানন্দে) উপনিষদ্দেবি! এক্ষণে আপনি যে পরমেশ্বরের কথা কহিলেন তিনি কে? কোন্ ব্যক্তির নাম পরমেশ্বর?

উপ। যিনি নিজে আত্ম-বিস্মৃত, তাঁহার কথায় কে প্রত্যুত্তর করিবে?

আত্মা। (সানন্দে) তবে কি আমি পরমেশ্বর?

উপ। আপনি যাহা কহিলেন তাহাই বটে। দেখুন—

---

* অর্থাৎ উপনিষদের নিগূঢ়ভাব গীতার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে।

পরাৎপর পরম ঈশ্বর যাকে কয়।
সে ঈশ্বর তোমা ছাড়া কদাচিত নয়॥
তুমিও ঈশ্বর ভিন্ন নহ কদাচিত।
মায়াবশে ভিন্ন ভিন্ন হও প্রকাশিত॥
এ জগতে তোমা ভিন্ন আর নাই কেহ।
নানা রূপ হও তুমি পেয়ে নানা দেহ॥
সূর্য্য, সূর্য্য-বিম্ব, যথা ভিন্ন দেখা যায়।
পরম আত্মাও ভিন্ন জেনো তার ন্যায়॥

আত্মা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বিবেকের মুখাবলোকন পূর্ব্বক) বাছা! উপনিষদ আমাকে অশ্রুতপূর্ব্ব এ কি কথা বলিলেন? আমি ত ঐ কথার কোন ভাব বুঝিতে পারিলাম না, এবং তাহাতে দৃঢ় প্রত্যয়ও জন্মিতেছে না। তুমি বিবেচনা ক'রে দেখ—

শরীর ভেদেতে ভিন্ন ভিন্ন আমি হই।
জন্ম জরা মৃত্যু আছে চিরজীবী নই॥
এই দেবী আমাকে কহেন "ব্রহ্ম তুমি"।
ইহার তাৎপর্য্য কিছু নাহি বুঝি আমি॥
ব্রহ্ম হন নিত্য বস্তু, চৈতন্য স্বরূপ।
অনিত্য আত্মা যে ব্রহ্ম এ কি অপরূপ॥

বিবে। পদার্থজ্ঞান* অভাবে আপনি উপনিষদেব বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না।

---

* জীবের মুক্তির প্রধান কারণ ব্রহ্মজ্ঞান, ঘট পটাদি সমস্ত পদার্থের জ্ঞান ভিন্ন সেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু ঘট পটাদি সমস্ত পদার্থ ভিন্ন

আত্মা। বৎস! এক্ষণে যে উপায়ে পদার্থজ্ঞান জন্মিতে পারে তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

বিবে। পদার্থজ্ঞানের উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন।

প্রথমে পদার্থ যত জানিবে সকল।
কাল, বায়ু, আকাশ, অনল, জল, স্থল॥
শব্দ, রস, গন্ধ আদি বস্তু আছে যত।
ব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন জ্ঞান কর প্রথমত॥
পশ্চাৎ সকল বস্তু জানিবে অলীক।
ব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন কিছু নাহিক অধিক॥
"তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি প্রমাণ শুনিবে।
তুমি সেই, সেও তুমি, অভেদ জানিবে॥
মনের সহিত এই করিবে ভাবনা।
"সোহং" চৈতন্য রূপ কর বিবেচনা॥
আত্মায় ব্রহ্মেতে ভেদ কিছু নাহি আর।
তত্ত্বজ্ঞানে উজ্জ্বলিত এ তিন সংসার॥

আত্মা। বাছা বিবেক! তুমি যে রূপ বলিলে আমি এক্ষণে সেই রূপ চিন্তা করি। (স্থিরচিত্তে মুদ্রিত নয়নে চিন্তা)

যে পদার্থ, তাহাই ব্রহ্ম। যেমন গো পদার্থ এবং মনুষ্য পদার্থ এই উভয় পদার্থের জ্ঞান ব্যতিরেকে গো পদার্থে এবং মনুষ্য পদার্থে প্রভেদ করা যায় না, তেমনি ঘট পটাদি যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্ম পদার্থের প্রভেদ করা যায় না।

চরমযোগের প্রবেশ।

চরম। (উদ্দেশে) দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, "বাছা চরমযোগ! যে কোন উপায়ে বিবেকের সহিত উপনিষদের সম্মিলন হয়, তাহা করিয়া তুমি স্বয়ং আত্মার নিকটে থাকিবে।" (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, উপনিষদ্দেবী বিবেকের এবং আত্মার নিকটেই রহিয়াছেন, আমি এই সময় ইহাঁদিগের নিকটে যাই। (নিকটে উপস্থিত হইয়া, উপনিষদের প্রতি) দেবি! ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে কোন নিগূঢ় কথা বলিবার জন্য আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন।

উপ। বাছা! দেবী কি কথা বলিয়াছেন বল।

চরম। তিনি বলিয়াছেন যে, "দেবতাদিগের মানসেই সন্তান জন্মিয়া থাকে। এবং আমিও ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি গর্ভবতী হইয়াছেন। আপনার সেই গর্ভে বিদ্যা নামে পরমাসুন্দরী একটী কন্যা এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে পরম সুন্দর একটী পুত্র জন্মিয়াছে। এক্ষণে আপনি সমাকর্ষণ বিদ্যা দ্বারা বিদ্যা নামে কন্যাটীকে মনেতে এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে পুত্রটীকে আত্মার নিকটে সমর্পণ করিয়া বিবেকের সহিত আমার নিকটে আগমন করিবে।"

উপ। দেবী বিষ্ণুভক্তি যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা

অবশ্যই পালন করিব। তবে আমি এখন গমন করি। (বিবেকের সহিত প্রস্থান)

চরম। (আত্মার নিকটে অবস্থিতি)

(নেপথ্যে) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

দিক্ প্রকাশিত হৈল উজ্জ্বল কিরণে।
পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা সহাস্য বদনে॥
মোহবিনাশিনী বিদ্যা বিদ্যুত আকার।
মনে প্রবেশিয়া মোহ করিল সংহার॥
শরতের কোটি পূর্ণ-শশাঙ্ক সমান।
নির্ম্মল প্রবোধচন্দ্র যিনি তত্ত্বজ্ঞান॥
সেই যে প্রবোধচন্দ্র হইয়া সদয়।
আত্মার হৃদয় মাঝে হইল উদয়॥

প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ।

প্রবোধ। (উদ্দেশে)

আমি সে প্রবোধচন্দ্র যাহার উদয়ে।
ত্রিজগৎ ভ্রমজ্ঞান না থাকে হৃদয়ে॥
এই বিশ্ব সকলি অলীক বোধ হয়।
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পায়॥
ত্রিজগৎ নিত্য কি অনিত্য বিবেচনা।
আবির্ভাব তিরোভাব কিছুই থাকে না॥
সুখের কারণ কিম্বা দুঃখের কারণ।
জগতের প্রতি আর না হয় এ মন॥

জগৎ অসত্য কিম্বা কিছু তার সত্য।
আমার উদয়ে তার নাহি থাকে তথ্য ॥
আমার নিবাস সদা সাধুর হৃদয়ে।
ত্রিলোক উজ্জ্বল হয় আমার উদয়ে ॥
আমার আশ্রয়ে হয় পূর্ণ মনোরথ।
আরোহণ নাহি করে কুতর্কের পথ ॥

(ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে আত্মাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, আত্মা মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করিতেছেন, আমি এই সময় ইঁহার নিকটে যাই। (আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া) মহাশয়! আমি প্রবোধচন্দ্র আসিয়াছি, প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

আত্মা। (পরমানন্দে) বাছা প্রবোধচন্দ্র! আমাকে আলিঙ্গন কর। (উভয়ে আলিঙ্গন)

আত্মা। (প্রবোধচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া) বাছা প্রবোধচন্দ্র! তোমার আগমনে আমার নিবিড় মোহান্ধকার বিনাশ হইল, আমার হৃদয় কুমুদ প্রফুল্ল হইল।

দূরে গেল ঘোরতর মোহ-অন্ধকার।
কুতর্ক বিতর্ক নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার ॥
বিবেকাদি যাহার প্রসাদে বিষ্ণুময়।
এমন প্রবোধচন্দ্র হইল উদয় ॥
"সোহহং" এরূপ জ্ঞান হয়েছে আমার।
জগৎ শীতল হৈল উদয়ে তোমার ॥

দেবী বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে আমি সকল প্রকারে কৃত-কার্য্য হইয়াছি। আমার "সোহং" এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। এখন আমি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছি, কোন ব্যক্তিকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না।

বিষ্ণুভক্তির আগমন।

বিষ্ণু। (আত্মার প্রতি) বাছা আত্মা! তোমাকে জীবন্মুক্ত দেখিয়া আজ আমার চিরকালের বাসনা পূর্ণ হইল।

আত্মা। (জোড় করে) দেবি! আপনার চরণপ্রসাদে জগতে দুর্লভ কি আছে? (বিষ্ণুভক্তির চরণতলে পতন)

বিষ্ণু। বাছা! উঠ, উঠ, এখন তোমার আর কি উপকার করিব, তাহা প্রার্থনা কর।

আত্মা। আপনি আমাকে নিস্তার করিয়াছেন। ইহার পর এমন আর কিছুই দেখি না যাহা প্রার্থনা করিব।

মহামোহ আদি বিবেকের যত অরি।
বিনষ্ট হয়েছে তারা কৃপায় তোমারি॥
মহারাজ বিবেক হয়েছে কৃতকার্য্য।
উপনিষদেরে লয়ে করিতেছে রাজ্য॥
আমার অবিদ্যা-নিদ্রা হইয়াছে ভগ্ন।
ব্রহ্মানন্দ রসে আমি হয়েছি নিমগ্ন॥

দেবি! এক্ষণে আপনার নিকটে এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি। যথা—

জলধরে জল, তরুগণে ফল,

ধেনু বহু-দুগ্ধবতী।

সুবিচার রাজা, ধর্ম্ম শীল প্রজা,

শস্যপূর্ণা বসুমতী ॥

তত্ত্ব জ্ঞানোদয়, সবে যেন পায়,

তোমার প্রসাদে দেবি ! ।

সংসার বাসনা, যেন গো থাকে না,

তোমার চরণ সেবি ॥

ইতি জীবন্মুক্তি নাম ষষ্ঠাঙ্ক ।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ।